ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে উপাসনা কালীন বেদী হইতে আচার্য্য

কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত হয়।

প্রথম প্রকরণ।

১২ শ্রাবণ ১৭৮২ শক অবধি ১৭ জ্যৈষ্ঠ ১৭৮৩ শক পর্য্যন্ত

কলিকাতা

ব্রাহ্ম সমাজের যন্ত্রে মুদ্রিত

শ্রাবণ ১৭৮৩ শক

বিজ্ঞাপন।

'ব্রাহ্ম ধর্ম্মের ব্যাখ্যান' কলিকাতা ব্রাহ্ম-সমাজের বর্ত্তমান আচার্য্য কর্ত্তৃক প্রতি বুধবারে ব্রহ্মোপাসনা সময়ে বিবৃত হয়; যে সকল উন্নত পবিত্র ভাব ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম-গ্রন্থের প্রতি শ্লোকে প্রচ্ছন্ন আছে, তাহা একে একে আবিষ্কৃত করা ইহার তাৎপর্য্য। গত বৎসরের শ্রাবণ মাসে ব্যাখ্যান আরম্ভ হইয়া এ বৎসরের জ্যৈষ্ঠ মাসে তাহার প্রথম প্রকরণ সমাপ্ত হইয়াছে। সেই প্রথম প্রকরণ এইক্ষণে গ্রন্থ-বদ্ধ করিয়া প্রকাশ করা যাইতেছে। ঈশ্বর প্রসাদাৎ ইহার অগ্র আর প্রকরণ সমাপ্ত হইলে তাহাও পরে প্রকাশ করা যাইবেক। ইহাতে ক্রমে ক্রমে এক মহৎ অভাব দূর হইবে, সন্দেহ নাই। যাহাতে ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম হৃদয়ের ধর্ম্ম হয়—যাহাতে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের জীবিত সত্য-সকল গ্রহণ করিয়া সকল মনুষ্য প্রীতি ও পবিত্রতা লাভ করিতে পারে, তাহাই ব্রাহ্ম ধর্ম্মের ব্যাখ্যানের উদ্দেশ্য। যদি সৎ ব্রাহ্ম মহোদয়েরা এই সকল ব্যাখ্যান পাঠ করিয়া পরমেশ্বরকে তাঁহারদের অন্তরতম প্রিয়তম ঈশ্বর বলিয়া আলিঙ্গন করেন, যদি তাঁহা[illegible]তা জানিয়া, পাতা জানিয়া, সখা জানিয়া, তাঁ[illegible]ম সমর্পণ করেন—যদি ঈশ্বরের অনন্ত মহিমা এব[illegible]স্বাধীনতা তাঁহারদের

এক জনেরও মনে উজ্জ্বল-রূপে প্রতিভাত হয় — যদি কেহ আপনাকে স্বাধীন জানিয়া, তাঁহাকে প্রীতি করিবার অধিকার জানিয়া, সর্ব্বত্যাগী হইয়া, তাঁহাতে আপনার সর্ব্বস্ব দান করেন ; যদি কোন সাধু যুব, আপনার জীবন-সহায়কে নিকটে দেখিয়া কঠোর ধর্ম্ম পালনে উৎসাহযুক্ত হন — যদি কোন পাপী মুমুক্ষু হইয়া পাপনুদ পরমেশ্বরকে নিকটে দেখিয়া কুটিল প্রেয় পথ হইতে উদার শ্রেয়ের পথে ফিরিয়া আইসে ; তাহা হইলেই ব্রাহ্ম ধর্ম্মের ব্যাখ্যানের যথার্থ মঙ্গল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। ঈশ্বর করুন যে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের সুধাময় সত্য-সকল পৃথিবীতে বিকীর্ণ হইয়া প্রীতি ও সদ্ভাব, আশা ও আনন্দ, চতুর্দ্দিকে বিস্তার করিতে থাকে।

সূচিপত্র।

পত্রাঙ্ক

ওঁ তৎসৎ

প্রথম ব্যাখ্যান।

১১ শ্রাবণ ১৭৮২ শক।

তং বেদ্যং পুরুষং বেদ যথা মা বো মৃত্যুঃ পরিব্যথাঃ।

মৃত্যু তোমারদিগকে ব্যথা না দিউক, এই হেতু সেই অমৃত পুরুষকে আশ্রয় কর। সংসারে যত প্রকার বিপদ্ আছে, সকল অপেক্ষা ভয়ানক বিপদ্ মৃত্যু। মৃত্যুর করাল মূর্ত্তি সর্ব্বদাই আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে। সংসার মৃত্যুরই প্রতিকৃতি। সংসারে যার জন্ম, তাহারই মৃত্যু; যার বৃদ্ধি, তারই ক্ষয়। এখানকার চঞ্চল অনিত্য বিষয়-সকল, পরিবর্ত্তনশীল অস্থির ঘটনা-সকল, মৃত্যুকেই স্মরণ করিয়া দেয়। এই মৃত্যু-ভয়, এই মৃত্যু-পীড়া হইতে কি প্রকারে নিস্তার পাইতে পারি? মৃত্যুর প্রতিকৃতি সর্ব্বত্রই রহিয়াছে; কিন্তু সেই অমৃত-স্বরূপকে আশ্রয় করিয়া আমরা মৃত্যু-ভয় হইতে মুক্ত হই। সংসারেই মৃত্যু-ভয়, সংসার পারে সেই অমৃত ধাম। এখানে মৃত্যু-ভয়ে ভীত হই; আবার এখানেই অমৃতকে আশ্রয় করিয়া অমৃত প্রাপ্ত হই। কি আশ্চর্য্য! আমরা মৃত্যুর মধ্যে থাকিয়া অমৃতকে জানিতেছি। অতি

রাজ-রাজ দেব-দেবের আশ্রয় প্রাপ্ত হইতেছি। এই সকল বিচিত্র ঘটনার মধ্যে থাকিয়া তাঁহার মঙ্গল উদ্দেশ্য সম্পন্ন করিতেছি। এখানে কত পশু পক্ষী, সিংহ হস্তী, জলচর খেচর, কত প্রকার জীব আছে, তাহারা তাহাদের স্রষ্টা পাতাকে জানিতে পারে না; তাহারা তাঁহার প্রসাদে সুখে সঞ্চরণ করিতেছে, অথচ তাঁহার প্রসাদ অনুভব করিতে পারে না। তাহারা তাঁহার কার্য্য সম্পন্ন করিতেছে, কিন্তু না জানিয়া তাঁহার কার্য্য করিতেছে। মনুষ্যেরই এই প্রশস্ত উন্নত অধিকার যে তিনি জানিয়া শুনিয়া আপন ইচ্ছাতে তাঁহার মঙ্গল অভিপ্রায়ে যোগ দিতেছেন। মনুষ্যই মৃত্যুর মধ্যে থাকিয়া সেই অমৃতকে প্রাপ্ত হইতেছেন। এই ভয়ানক স্থানে থাকিয়া সেই অভয়-পদকে আশ্রয় করিতেছেন। এখানেই তাঁহার সঙ্গে সম্বন্ধ নিবদ্ধ করিতেছেন। অমৃতের পুত্র হইয়া অমৃ-তের আশ্রয়ে নির্ভয় হইতেছেন। তাঁহার প্রতি নির্ভর করিলে আমাদের নূতন জীবনের সঞ্চার হয়, তাহা হইলে আমাদের আত্মার আনন্দ-ভাব আর কিছুতেই যায় না। আমাদের শরীর মন ক্লিষ্ট হইতে পারে; আমরা বিপ-দেই আক্রান্ত হই আর রোগেই বা কাতর হই, তথাপি সেই আত্মার আনন্দ কিছুতেই অবসন্ন হয় না। সেই অমৃত নিকেতনকে আশ্রয় করিলে এমন যে ভয়ানক মৃত্যু, সেও আমারদিগকে ভয় দিতে পারে না।

অতএব এই ঘোরতর সংসারে থাকিয়া ঈশ্বরকে প্রতি-

মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্য্যাং মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোদনিরাকরণমস্তু।

ব্রহ্ম আমাকে পরিত্যাগ করেন নাই, আমি যেন তাঁহাকে পরিত্যাগ না করি। তাঁহাকে ছাড়িয়া যেন জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ না করি। যাঁহা হইতে আমরা সকল ভোগ, সকল সুখ পাইয়াছি ; ক্ষণ কালের নিমিত্তে যিনি আমারদিগকে বিস্মৃত নহেন ; তাঁহাকে যেন পরিত্যাগ না করি। এক বার ভাবিয়া দেখ, তিনি আমারদিগকে পরিত্যাগ করিলে আমারদের কি দশা হইত ? আমরা কোথায় থাকিতাম ? আমরা এত দিনে বিনাশ প্রাপ্ত হইতাম। "কোহ্যেবান্যাং কঃ প্রাণ্যাং যদেষ আকাশ-আনন্দোন স্যাৎ।" কে বা শরীর-চেষ্টা করিত, কে বা জীবিত থাকিত, যদি এই আনন্দ-স্বরূপ পরব্রহ্ম আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই না থাকিতেন ? তিনিই সকলকে আনন্দ বিতরণ করেন। ভূমিষ্ঠ হইয়া অবধি আমরা যাঁহার প্রীতিতে লালিত পালিত হইতেছি ; অনন্ত কাল পর্য্যন্ত যাঁহার আশ্রয়ে থাকিবার আশা করিতেছি ; তাঁহাকে কি পরিত্যাগ করিব ? তিনি আমাদিগকে বিস্মৃত নহেন ; তিনি ... ার অনুগ্রহ করুন, যেন আমরা তাঁহাকে বিস্মৃত না হই। তিনি আমা কর্তৃক সর্ব্বদা অপরিত্যক্ত থাকুন। যিনি আমাদের সুখের জন্য, শিক্ষার জন্য, মঙ্গলের ... রহিয়াছেন ; তাঁহাকে কি পরিত্যাগ ... কি ... র কার্য্য ? তাঁহাকে ...

তাহাতে কি আমাদের মঙ্গল হইবে? এখানে আমাদের কি কোন যাতনা নাই, সংসারে কি কোন বিঘ্ন নাই; আমাদের শরীর কি ক্লিষ্ট হইতেছে না, মন কি অবসন্ন হইতেছে না যে তাঁহার আশ্রয় ব্যতীত আমরা থাকিতে পারি? এখানে কি কোন ভয় নাই যে সেই অভয়-পদকে আশ্রয় করিতে হইবে না? এখানে কি পাপ তাপ নাই যে সেই পতিত-পাবনের শরণাপন্ন হইবে না? এখানে দীপ্ত-শিরা হইলে তিনি ব্যতীত আর কে আমারদিগকে শীতল করিবে? এই ভয়াকীর্ণ সংসারে ভীত হইলে আর কে আমারদিগকে অভয় দান করিবে? কেবল এক মোহ আসিয়া আমারদিগকে তাঁহা হইতে দূরে প্রক্ষেপ করিতেছে। তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলে কি আমারদের মঙ্গল হয়? তাঁহাকে ছাড়িয়া আমারদের ধর্ম্ম-কার্য্য স্বার্থপরতা হইয়া পড়ে—আমারদের সুখ ভোগে কৃতঘ্নতা প্রকাশ পায়। এখানে যাঁহারা এই উপদেশ শ্রবণ করিতেছেন, তাঁহারা যদি কেবল শ্রবণ করিয়াই চলিয়া যান, তবে এখানে আসাই বৃথা। যদি গৃহে প্রত্যাগমন করিয়াই ঈশ্বরকে ভুলিয়া যান, তবে তাহাদের আর কি হইল? তাঁহাদের হৃদয় যদি উন্নত না হয়; ঈশ্বরানুরাগ প্রজ্বলিত না হয়; বিষয় কার্য্যের সময় তাঁহাকে মনে না থাকে, — এত ক্লেশ করিয়া এখানে আসিবার আবশ্যক কি? তাঁহারা কি এখানে কেবল পাঠ ও শ্রবণের জন্যই আসিয়াছেন? ব্রহ্মের স[illegible] ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধ নিবদ্ধ করিবার জন্য নহে? যদি সুখের সময় [illegible] প্রসাদ স্মরণ না করেন, যদি আর

পানে পুষ্ট হইয়া সেই অন্ন-দাতাকে মনে না রাখেন, তবে তাঁহারা কি করিলেন? সেই পবিত্রতার প্রস্রবণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পবিত্রতা কোথায় পাইবে? ধর্ম্মাবহকে ছাড়িয়া আপনাকে ধার্ম্মিক বলিয়া কি প্রকারে পরিচয় দিবে? সেই মঙ্গল-নিকেতনকে ত্যাগ করিয়া কি রূপে ভদ্র নামের যোগ্য হইবে? অদ্য হইতেই তাঁহাতে আত্ম সমর্পণ কর, অদ্যই তোমরা নব জীবন প্রাপ্ত হইবে।

তাঁহাকে কি প্রকারে উপাসনা করিতে হয়, তাহার কি উপদেশ চাই? প্রাণ ধন, বিদ্যা বুদ্ধি, যাহা হইতে সকলই পাইয়াছি, তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া কি উপদেশ সাপেক্ষ। আজন্ম যাঁহার প্রসাদ উপভোগ করিতেছি, অনন্ত কাল যাঁহার আশ্রয়ে থাকিব, তাহার উপাসনাতে কি শিক্ষা চাই? পাপে তাপিত হইয়া তাঁহার আশ্রয়ে কি মনের মালিন্য দূর করিবে না? সেই গুরুর গুরু পিতার পিতাকে কি আরাধনা করিবে না? ধর্ম্ম-বল উপার্জ্জন করিবার জন্য কি তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করিবে না? স্বভাবকে বিকৃত না করিলে আর তাঁহার উপাসনাতে অশ্রদ্ধা জন্মে না। আত্মাকে প্রকৃতিস্থ কর, অদ্য রাত্রি হইতেই তাঁহার উপাসনা আরম্ভ কর; কেবল [illegible] রিলে কোন ফল নাই। তাঁহার শরণাপন্ন না হইলে এ দেশের মঙ্গল কোথায়? যে দেশে ঈশ্বরের পূজা নাই—যে পরিবারের মধ্যে তাঁহার পবিত্র নাম উচ্চারণ হয় না—যে হৃদয়ে তাঁহার পবিত্র আসন নাই; সে শূন্য দেশ, সেই শূন্য পরিবার [illegible] সেই শূন্য হৃদয়

কেবল ঘন বিষাদের আলয়। অদ্য হইতেই তাঁহাকে আশ্রয় কর. তাঁহার উপাসনা আরম্ভ কর। তোমাদের শুনিবার উপায়ের অভাব নাই, তোমরা জ্ঞান দ্বারা অনেকে বুঝিয়াছ ; তবে জ্ঞান ও কার্য্যে, বিশ্বাস ও আচরণে, কেন না মিলিত কর ? তোমরা অদ্য হইতেই তাঁহার উপাসনা আরম্ভ কর ; তাহার ফল অচিরাৎ পাইবে। তাঁহার প্রসাদে জীবনের সমুদয় সুখ-ভোগ করিতেছ, কৃতজ্ঞ হইয়া তাঁহাকে নমস্কার কর। ভয় ও বিপদের সময় তাঁহাকে আশ্রয় কর ; মাতৃ-ক্রোড়ে যাইয়া শিশু যেমন নির্ভয় হয়, সেই প্রকার ভয়-শূন্য হইবে। পাপে তাপিত হইলে অনুতাপ ও অশ্রুপাত করিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হও। তিনি শরণাগত-বৎসল, তিনি তোমাকে পাপ হইতে মুক্ত করিবেন। যিনি জগতের ঈশ্বর, রাজাধিরাজ, দেবতার দেবতা, তাঁহার আরাধনা কর। যাঁহাদের জানিয়া শুনিয়াও তাঁহার উপাসনাতে প্রবৃত্তি হয় না, তাঁহারা আপনাকে পবিত্র করুন ; ঈশ্বরের নিকটে মুক্ত হৃদয়ে প্রার্থনা করুন, যত্ন করুন, অবশ্যই তাঁহার প্রসাদ অনুভব করিবেন। ব্রহ্ম আমাকে পরিত্যাগ করেন নাই, আমি যেন তাঁহাকে পরিত্যাগ না করি : এই বাক্যের অর্থ তাঁহাদের হৃদ্গত হইবে।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

দ্বিতীয় ব্যাখ্যান।

২৫ শ্রাবণ ১৭৮২ শক।

আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি।

ভূলোকে দ্যুলোকে, আকাশে অন্তরীক্ষে, উষাকালে সন্ধ্যাকালে, শ্রদ্ধাবান্ একনিষ্ঠ ধীরেরা সেই স্বপ্রকাশ আনন্দ-স্বরূপ অমৃত-স্বরূপ পরমেশ্বরকে সর্ব্বত্র দৃষ্টি করেন। উষার উল্লাসনের সঙ্গে সঙ্গে সূর্য্য উদিত হইয়া যখন অচেতন প্রাণিগণকে সচেতন করে; রূপহীন বস্তু-সকলকে রূপবান্ করে; তখন সেই জ্যোতিষ্মান্ সূর্য্যের মধ্যে সেই প্রকাশবান্ বরণীয় পুরুষকে তাঁহারা দেখিতে পান। উষার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে আমারদের অন্তরাকাশে তাঁহার আলোক প্রকাশ পায়। যিনি সূর্য্যের অন্তরাত্মা, আমাদের অন্তরাত্মা, সকল ভূতের অন্তরাত্মা; তিমির-মুক্ত জগতের প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রকাশ হয়। তরুণ সূর্য্য-কি[illegible] সেই জ্যোতির জ্যোতিকে দেখিতে পাই। [illegible] সৌন্দর্য্যে সেই সৌন্দর্য্যের সৌন্দর্য্য [illegible] নিকটে প্রকাশিত হন। আমাদের নিমীলিত নয়ন মুক্ত হ[illegible] মাত্র সেই বিশ্বচক্ষু আমারদের উপরে স্থাপিত দেখি। তাঁহার মহিমা সর্ব্বত্রই রহিয়াছে। আমরা যদি তাঁহ[illegible]ন্য ব্যাকুল হই; যদি সরল হৃদয়ে তাঁহাকে প্রার্থনা করি; যদি ঈশ্বর ভিন্ন আর কিছুতে

আমাদের ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারণ না হয়; তবে অন্তরে বাহিরে, দূরে নিকটে, সকল স্থানেই তাঁহার প্রকাশ দেখা যায়। যদি অপবিত্র বিষয়েই নিমগ্ন থাকি, আত্মাকে অচেতন অসাড় করিয়া ফেলি, ঈশ্বরের জন্য মনোদ্বার মুক্ত না রাখি; তবে যেখানেই যাই, নির্জ্জন বনে বা সজন নগরে, তীর্থ-স্থানে কি দেব-মন্দিরে, কোথাও তাঁহার দর্শন পাই না। যখন আপনাকে পবিত্র করি, ঈশ্বরের নিকটে হৃদয়-দ্বার মুক্ত করি, সতৃষ্ণ হইয়া তাঁহাকে অন্বেষণ করি; তখন গিরি গুহা, উদ্যান কানন, নির্জ্জন সজন, সকল স্থানেই তাঁহার আবির্ভাব দেখি। সূর্য্যকে জিজ্ঞাসা করি, তিনি কোথায়? সূর্য্য তাঁহাকে দেখাইয়া দেন। বনের নির্জ্জন বৃক্ষকে জিজ্ঞাসা করি, তিনি কোথায়? তাহা হইতেও উত্তর পাই। তখন দেখিতে পাই, "সএবাধস্তাৎ সউপরিষ্টাৎ সপশ্চাৎ সপুরস্তাৎ সদক্ষিণতঃ সউত্তরতঃ"। ভূলোক ও দ্যুলোকে তাঁহার এই মহিমা; তিনি আনন্দ-রূপে অমৃত-রূপে সর্ব্বত্র প্রকাশ পাইতেছেন; আমাদের কঠিন হৃদয়ের কবাট বন্ধ করিয়া রাখি বলিয়া সেই জ্যোতির জ্যো[illegible]কে দেখিতে পাই না। সূর্য্যের অভ্যুদয়ের মধ্যে তাঁহা[illegible] [illegible]র্ভাব, সূর্য্যের অস্তমিত মহিমার মধ্যেও তাঁহার আবির্ভা[illegible] [illegible] উষাতে সেই প্রকার সন্ধ্যাতেও তাঁহার [illegible] মূর্ত্তি প্রকাশিত রহিয়াছে। যখন রজনীর ছা[illegible] সুধাকে শান্তি ও বিশ্রা[illegible] নিমগ্ন করে, যখন চন্দ্র[illegible] নক্ষত্র রশ্মিতে দীপিত হ[illegible] জ্যোৎস্না-সুধা বর্ষণ করে, যখন

তারকাগণ এই নিদ্রিত জগতের প্রহরী রূপে বিরাজ করিতে থাকে, তখন তাহার মধ্যে কাহার প্রকাশ দেখা যায়? "যশ্চন্দ্রতারকে তিষ্ঠন্ চন্দ্রতারকাদন্তরো যং চন্দ্রতারকং ন বেদ যস্য চন্দ্রতারকং শরীরং যশ্চন্দ্রতারক-মন্তরোযময়তি।" যিনি চন্দ্র তারকে থাকিয়া—চন্দ্র তারকের অন্তরে থাকিয়া চন্দ্র তারককে নিয়মে রাখিতেছেন, চন্দ্র তারক যাঁহাকে জানে না, চন্দ্র তারক যাঁহার শরীর; তাঁহারই প্রকাশ দেখা যায়।

ঊষাকালে সেই আনন্দরূপমমৃতং, প্রদোষ কালে সেই আনন্দরূপমমৃতং, নিশাকালে সেই আনন্দরূপমমৃতং, প্রকাশ পাইতেছেন। কেবল এই সকলের মধ্যে কি তাঁহার আবির্ভাব? মনুষ্যের মধ্যে তাঁহার আবির্ভাব নাই? যদি ঊষার শোভা, সন্ধ্যার শোভা, চন্দ্র তারকের শোভার মধ্যে সেই সত্য সুন্দর মঙ্গল স্বরূপের শোভা দেখিতে পাই, তবে মনুষ্যের মুখ-শ্রীতে তাঁহার আবির্ভাব আরো কি সুস্পষ্ট দেখা যায়। ইহাতে যদি তাঁহার আবির্ভাব না দেখিলে, তবে আর কোথায় দেখিবে? মৃত্যুর রূপ [illegible]ন্দর মধ্যেই কি কেবল তাঁহাকে উপলব্ধি করিবে [illegible] [illegible]াজ্যের মধ্যেই কি কেবল তাঁহার প্রকাশ [illegible] [illegible]...মনুষ্যের মুখ-শ্রীতে তাঁহার সৌন্দর্য্য দেখিবে না? [illegible] অনুরাগ-রঞ্জিত মুখে কি তাঁহার জ্যোতি দেখিবে না? ঈশ্বর-প্রেমী প্রসন্ন-হৃদয় পুণ্যাত্মা যখন প্রিয়তম ঈশ্ব[illegible] জন্য প্রেমাশ্রু বিসর্জন করেন; তাঁহার উজ্জ্বল মূর্ত্তিতে কি তাঁহার প্রকাশ, তাঁহার আবির্ভাব,

দেখিবে না? প্রকাণ্ড পর্ব্বত, সমুদ্র, নক্ষত্র, সূর্য্যে তাঁহার এ প্রকার আবির্ভাব নাই। এই সকল পুণ্যাত্মার ভাব কি চমৎকার! তাঁহারদের ধর্ম্ম-সাধন কি কঠোর! তাঁহারদের হৃদয় কি কোমল কি পবিত্র! সেই অমৃতের প্রিয় আবাস-স্থল পুণ্যাত্মার যে হৃদয়, তাহা কেমন শীতল ও পবিত্র। তাহাতে তাঁহার আবির্ভাব কেমন স্পষ্ট। এমন আর কোথাও নাই; আকাশে নাই, পৃথিবীতে নাই, সমুদ্রে নাই। ব্রহ্ম-পরায়ণ পুণ্যাত্মা সাধুদিগের মুখ-শ্রীতেই তিনি আনন্দ-রূপে অমৃত-রূপে প্রকাশ পাই-তে থাকেন। যেখানে এই সকল পুণ্যাত্মারা একাসীন হইয়া তাঁহার আরাধনা করেন, সেই এই পবিত্র স্থান— এখানে তিনি আনন্দ-রূপে অমৃত-রূপে প্রকাশ পাইতে-ছেন। এই পবিত্র ব্রাহ্মসমাজে আমাদের প্রিয়তম পর-মাত্মারই আবির্ভাব রহিয়াছে। এখানকার আলোক-কিরণে তাঁহার পবিত্র জ্যোতিঃ প্রকাশ পাইতেছে। প্রতি জনের হৃদয়ে তিনি আরো উজ্জ্বল রূপে এবং প্রসন্ন ভাবে প্রকাশ পাইতেছেন। এখানে যখন তাঁহার আ-বির্ভাব অদ্য জাজ্বল্যমান দেখিতেছি, ও তাঁহার প্রসন্নতা অন্তরে অতি গাঢ়-রূপে অনুভব করিতেছি; সকলে মিলিয়া তাঁহার পবিত্র চরণে প্রীতি-পুষ্প প্রদান করিয়া এই দুর্লভ মনুষ্য জন্মকে কৃতার্থ কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

তৃতীয় ব্যাখ্যান।

৩২ শ্রাবণ ১৭৮২ শক।

তমাত্মস্থং যেহনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং
শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাং।

অন্তরতম প্রিয়তম পরমেশ্বর তিনি আমারদের হইতে দূরে থাকুন, আমরা তাঁহা হইতে দূরে থাকি; একি কখন প্রার্থনীয় হইতে পারে? তিনি সকলের প্রাণ-স্বরূপ; তিনি জ্ঞান-দাতা, পরম সুহৃৎ; তাঁহার করুণা আমরা অজস্র ভোগ করিতেছি; তাঁহা হইতে দূরে থাকি, তিনি আমারদের হইতে দূরে থাকুন, এ প্রকার অভি-লাষ কি কাহারও কখন হইতে পারে? প্রকৃত মনুষ্যের কি কখন এমন প্রার্থনা উদয় হইতে পারে? যদিও তিনি পাপে কলঙ্কিত হয়েন; অপবিত্র বিষয়ে মগ্ন থাকেন; তথাপি তাঁহার আত্মা কি এ প্রকার অসাড় হইতে পারে যে তিনি ইচ্ছা করেন, ঈশ্বর হইতে দূরে থাকি, ... আমা হইতে দূরে থাকুন। মনুষ্যের কি ... দুরবস্থা হইতে পারে যে তাঁহার আত্মা হইতে ঈশ্বর-স্পৃ... একেবারে নির্ব্বাণ হইয়া যায়। যে ব্যক্তি তাঁহার রুদ্র ... দেখিতেছে—তাঁহার মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং ভাব দেখিয়া ...চিত হইতেছে, সে যদিও এক এক বার মনে করিতে চাহে, আমি ঈশ্বর হইতে দূরে থাকি,

ঈশ্বর আমা হইতে দূরে থাকুন; কিন্তু তাহার আত্মা হইতে কি কখন কখন এ প্রকার গম্ভীর ধ্বনি উত্থিত হয় না "তুমি কোথায় পলায়ন করিবে; আর কাহা হইতে নিস্তার পাইবে? তাঁহার আশ্রয় হইতে বিচ্যুত হইয়া আর কাহার আশ্রয়ে যাইবে?" তুমি পাপেতে ভীত হইয়াছ, তাঁহার শরণাপন্ন হও, তাহা হইতে মুক্ত হইবার ইচ্ছা কর; ঈশ্বরের নিকটেই ক্রন্দন কর; তাঁহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিলে তোমার কি হইবে? পাপময় আত্মাও তাঁহা হইতে দূরে থাকিতে পারে না। গিরি গুহা, কানন সমুদ্র, যেখানেই যাউক, পাপী তাঁহার রাজ্য হইতে পলায়ন করিতে পারে না; তাঁহার শরণাপন্ন না হইলে অন্তরের ভয় হইতে মুক্ত হইতে পারে না। অতএব পাপ করিয়া তাঁহা হইতে দূরে যাইও না; ব্যাকুল অন্তরে, গ্লানি-যুক্ত মনে, তাঁহার নিকটে প্রার্থনা কর; বল "আমি আপনাকে জঘন্য করিয়াছি; তুমি আমাকে গ্রহণ কর; আমার হৃদয় অন্ধকারে আবৃত হইয়াছে, তুমি জ্যোতির জ্যোতি, তুমি আমাকে অন্ধকার হইতে আলোকে লইয়া যাও। তুমি সহস্র দণ্ড দও, তাহা আমি বহন করিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু অ[illegible] কুটিল পাপ হইতে মুক্ত কর এবং তোমার প্রসন্ন মুখ [illegible] নিকট প্রকাশ কর।" এই প্রকার গ্লানিযুক্ত [illegible]ুল-চিত্ত হইয়া তাঁহার কৃপা প্রার্থনা করিলেই তাঁ[illegible] করুণা-বারি অবশ্যই পতিত হইবে, তিনি তোমা[illegible] আত্মাকে অবশ্যই শীতল করিবেন। যাহারা পাপ করিয়া ঈশ্ব-

রের শরণাপন্ন না হয়; এই মনে করে যে ঈশ্বর না থাকিলে পরকাল না থাকিলেই ভাল এবং তদনুরূপ মিথ্যা সিদ্ধান্ত করিয়া রাখে, সেই আত্মঘাতিরা এই ইচ্ছা করে যে ঈশ্বর আমা হইতে দূরে থাকুন, আমি ঈশ্বর হইতে দূরে থাকি। ভয়েতে মোহেতে মুগ্ধ হইয়া তাহারা মনে কত কুটিল সংশয়কে স্থান দেয়। তাহাদের কি দুর্দ্দশা! তাহারা কি কৃপা-পাত্র! ঈশ্বর নাই, তাহারদের আত্মা ইহা কোন ক্রমেই বলিতে চায় না; তথাপি তাহারা অন্ধ থাকিবে। তাহারা দেখিতেছে, পুণ্য-পাপদর্শী ঈশ্বর জাগ্রত আছেন, তাহা দেখিয়াও দেখিবে না। তাহাদের অন্তরে ভয়ও হইতেছে কিন্তু তাহারা পাপের শাস্তাকে ভয় করিয়াও করিবে না। পরম পিতা তাহারদিগকে আহ্বান করিতেছেন, তাহারা সে আহ্বানের প্রতি বধীর। তোমরা কি তাঁহার শাস্তি-ভয়ে সঙ্ক চিত হইতেছ? কখনই হইও না। তাঁহার সকল শাস্তিই ঔষধ। এখন হইতেই তাঁহার শরণাপন্ন হও, সকল গ্লানি হইতে মুক্ত হইবে, সকল ভয় হইতে পরিত্রাণ পাইবে। তোমাদের আত্মা পুনর্ব্বা[illegible] পুণ্য-জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান্ হইবে; ঈশ্বরের ব[illegible]ন আকৃষ্ট হইবে; সেই পবিত্র স্বরূপের [illegible]ম্মর যোগ্য হইবে। যখন মৃত্যুকাল উপস্থিত হইবে; সে[illegible]টী দিন, যখন ঈশ্বরের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইবে, ত[illegible] তোমাদের মনে কি হইবে? কেহ মনে করিবেন, [illegible] সময় আমি ঈশ্বর হইতে দূরে থাকিয়া কুটিল পথে ভ্রমণ করিতেছিলাম; তখন স্বা-

মার উদ্ধারের আর আশা ছিল না ; তখন ঈশ্বরই কৃপা করিলেন; তাঁহার প্রসাদেই আমি আবার তাঁহার প্রতি গমন করিয়াছি, এ প্রকার না হইলে আমার কি হইত ?” কেহ মনে করিবেন, “এখন আমার কি হইবে ? এ শোক ও যন্ত্রণা-ভার আর কোন রূপে বহন করা যায় না। আমি কোথায় যাইতেছি, আমার গতি কি হইবে ? হা ! আমি আমার জীবনের প্রতি কিছুই দৃষ্টি করি নাই---কত সময় সৎপথে গেলেও যাইতে পারিতাম, তাহা আমি তুচ্ছ করিয়াছি ; ঈশ্বর কত সময় আমাকে সতর্ক করিয়াছেন, তাঁহার কথাও আমি শ্রবণ করি নাই। এখন আমার কি হইবে ? ” এই মৃত্যুকাল যে বহু দূর, এ প্রকার মনে করিও না, কিছুই স্থির নাই। এ প্রকার মনে করিও না, এখন ইন্দ্রিয়-সুখ উপভোগ করি, বৃদ্ধ বয়সে ধর্ম্ম সাধন করিব ; তখন ঈশ্বরের প্রতি মন দিব। অদ্যই যাহা করিতে পার, পর দিন তাহা করিতে যাইও না। অসুরেরা সময়েতেই বল পায় ; আজি যদি কোন প্রলোভন অতিক্রম করিতে পার, কোন কুটিল ইচ্ছাকে জয় করিতে পার, তবে এমন মনে করিও না যে আজি ইহা চরিতার্থ করি, পরে আর করিব না। ... হা দ্বারা স্পষ্টই জানা যাইতেছে, যে এখনো মোক্ষ ... মন হইতে এখনো কুটিল ভাব দূর হয় ... অপা... তার উপরে যাহার কিছু মাত্র ঘৃণা ... সে কি তাহা হইতে বিমুক্ত না হইয়া তিষ্ঠিতে ... ? সে কি এক ... কাল অপবিত্রতার মধ্যে থাকিয়া সুস্থ থাকিতে

পারে? অতএব যিনি পাপ হইতে মুক্ত হইতে চাহেন, যিনি পরাজিত ধর্ম্মকে পুনর্ব্বার জয়ী করিতে চাহেন, তিনি এখনি তাঁহার নিকটে দণ্ডায়মান হউন। অনুতাপিত হৃদয়ে তাঁহার নিকটে অশ্রুপাত করুন—তাহা হইলেই তাঁহার হৃদয়ের যন্ত্রণা যাইবে, পাপের আকর্ষণ থাকিবে না, শোকের তীব্রতা থাকিবে না। তখন তিনি আর এমন মনে করিবেন না যে ঈশ্বর আমা হইতে দূরে থাকুন। তখন তাঁহার গাঢ় অনুতাপ হইবে যে এক সময় তাঁহা হইতে দূরে ছিলাম; তাঁহার সঙ্গে যে নিগূঢ় সম্বন্ধ, তাহা রক্ষা করি নাই—তৎকালে আমার জীবন কি শূন্য কি অপবিত্র ছিল। এইক্ষণে ঈশ্বর-প্রসাদাৎ তাঁহাকে দর্শন পাইতেছি, তিনি কৃপা করিয়া আমার নিকটে প্রকাশিত হইয়াছেন। তিনি তখন পরীক্ষাতে জানিলেন যে তাঁহাকে যে সকল জ্ঞানিরা স্বীয় আত্মাতে সাক্ষাৎ দৃষ্টি করেন, তাঁহারদেরই নিত্য শান্তি হয়, অপর ব্যক্তিদিগের তাহা কদাপি হয় না। তিনি দেখিলেন যে এক সময়ে যখন আমি ঈশ্বর হইতে বিচ্যুত ছিলাম, তখন আমার কি ব্যা[illegible]ার অবস্থাই ছিল; এক্ষণে তাঁহার নিকটে আ[illegible]। এক্ষণে সকলই জ্যোৎস্নাময়, সকলই সুধা[illegible] এই দুই অবস্থার মধ্যে কেমন প্রভেদ দেখিতে পান। এক সময়ে তিনি তাঁহা হইতে দূরে থাকিয়া কোন সু[illegible] সুখী ছিলেন না; আর এক সময় তাঁহাকে আত্মস্থ [illegible]য়া কোন বিপদেই বিপন্ন হয়েন না। যদিও শত শত বাহিরের শত্রু তাঁহাকে আক্রমণ

করে, তাঁহার আত্মার শান্তি কেহই হরণ করিতে পারে না; কেন না তিনি আত্মার আরাম-স্থল ঈশ্বরকে পাইয়াছেন। তাঁহার নিকটে শোকের তীব্রতা নাই, মৃত্যুর ভয় নাই—পাপের গ্লানি তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না; "তিনি শোক হইতে উত্তীর্ণ হয়েন, পাপ হইতে উত্তীর্ণ হয়েন, এবং হৃদয়-গ্রন্থি-সকল হইতে বিমুক্ত হইয়া অমৃত হয়েন।" "যিনি এক মাত্র সকলের নিয়ন্তা এবং সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা, যিনি এক রূপকে বহু প্রকার করেন, তাঁহাকে যে সকল জ্ঞানিরা স্বীয় আত্মাতে সাক্ষাৎ দৃষ্টি করেন, তাঁহারদেরই নিত্য সুখ হয়, অপর ব্যক্তিদিগের তাহা কদাপি হয় না।" "যিনি যাবৎ অনিত্য বস্তুর মধ্যে কেবল এক মাত্র নিত্য এবং যাবৎ সচেতনের এক মাত্র চেতন-কর্ত্তা, একাকী যিনি যাবতের কাম্য বস্তু বিধান করিতেছেন; তাঁহাকে যে সকল জ্ঞানিরা স্বীয় আত্মাতে সাক্ষাৎ দৃষ্টি করেন; তাঁহাদেরই নিত্য শান্তি হয়, অপর ব্যক্তিদিগের তাহা কদাপি হয় না।" এখানে বলা হইতেছে, যাঁহারা তাঁহাকে স্বীয় আত্মাতে সাক্ষাৎ দেখেন। এই আলোক-কিরণে যে তাঁহার জ্ব... ল্যমান প্রকাশ রহিয়াছে, এও এক ভাবে দূর। আ... ...খাই তাঁহাকে নিকট করিয়া দেখা। এই সম... ...হার আবির্ভাব দেখিতেছি; কিন্তু ইহা ... তিনি আ... দের নিকটে রহিয়াছেন, তিনি আ... আত্মার অন্তরে রহিয়াছেন। তিনি আমাদের ...-মন্দিরের পরম দেবতা। বাহিরে যে তাঁহার প্রকাশ দেখা, সেও তাঁহাকে

দূরে দেখা। যখন তাঁহাকে হৃদয়ে দেখি, তখনই নি
কটে দেখি। তিনি শরীরমন্দিরের দেবতা। তিনি
আমাদের নিজস্ব ধন। বায়ু বৃষ্টি অগ্নি সূর্য্য যেরূ
সাধারণের উপকারের জন্য, তিনি কেবল সেই রূপ
সাধারণেরই ধন নহেন; তিনি প্রত্যেকের নিজস্ব ধন
তাঁহার সঙ্গে প্রতি আত্মার বিশেষ সম্বন্ধ। তিনি প্রতি
শরীরের পুরস্বামী; তিনি প্রতি জনের গৃহ-দেবতা
আমরা যেমন বলি, আমার পিতা, আমার মাতা, আমা
ভ্রাতা, আমার স্বসা, এই সকলকে আমার বলিয়া বলি
ঈশ্বরও সেই রূপ আমার ঈশ্বর, তিনি আমারি হৃদয়েশ্বর
"যউদরমন্তরং কুরুতে অথ তস্য ভয়ং ভবতি" যিনি
আপনা হইতে তাঁহাকে অল্পও দূরে দেখেন, তাঁহার
ভয় হয়; যখন আপনার আত্মাতে তাঁহার আবির্ভা
দেখি, তখনই তাঁহার সঙ্গে থাকিয়া নিঃশঙ্ক হই। কি
আশ্চর্য্য! অন্তরে, বাহিরে, সর্ব্বত্রই তাঁহার প্রকাশ দেখি
তেছি। যখন চক্ষু উন্মীলন করিতেছি, তখন চতুর্দ্দিকে
তাঁহাকে দেখিতেছি; যখন চক্ষু নিমীলন করি, তখ
অন্তরেই তাঁহার স্বপ্রকাশ-মূর্ত্তি বিরাজমান দেখি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

[illegible] বিরজং

নিষ্কলং [illegible]

[illegible] ঈশ্বর আমাদের শরী[illegible]
[illegible]দের গূঢ় দেবতা। তিনি
[illegible] যাঁহারা তাঁহাকে আকৃষ্ট করিলা
[illegible] যথার্থ [illegible] যাঁহারা তাঁহাকে অ-
ন্বেষণ করেন, তাঁহাদের যত্ন কখন বিফল হয় না।
[illegible]কর ব্যক্তি তাঁহাকে এক প্রকারে অন্বেষণ করে।
[illegible]নেকে বাহিরের বিষয়ে লিপ্ত থাকিয়া আপনাকে
[illegible] থাকে—বিষয়-কামনাকেই আপনার সর্ব্বস্ব বলি-
[illegible] কখনই তাঁহাকে নিকট করিয়া দেখা
[illegible] না; আকাশ যে তিনি ওতপ্রোত ভাবে ব্যাপ্ত
[illegible]য়াছেন, সেখানে দেখা তাঁহাকে সম্পূর্ণ নিকট করিয়া
[illegible] যায়। [illegible] সমুদয় জগতে তাঁহার প্রতিরূপ; কিন্তু
[illegible] তাঁহার রূপ দেখা যায়। [illegible] সৌন্দর্য্যে,
[illegible]সুখ-শ্রীতে, ধার্ম্মিকের কল্যাণতর অন্ত[illegible] তাঁহার
[illegible] প্রতিরূপ মাত্র দেখা যায়। [illegible] তাঁহার
[illegible] রূপ বিরাজ করিতেছে। সেখানে তিনি সত্যং
[illegible]নন্তং রূপে প্রকাশ পাইতেছে[illegible] সেখানে তিনি
[illegible] শিবমদ্বৈতং রূপে প্রকাশ পাইতেছেন। তাঁহার

প্রতিরূপ সকল স্থানে। মাতার স্নেহ, ভ্রাতার সৌহার্দ্দ, পতিব্রতা সতীর পবিত্র প্রেম; এ সকলই তাঁহার প্রতিরূপ, আত্মাতেই তাঁহার রূপ প্রকাশ পাইতেছে। সেই 'হিরণ্ময়ে পরে কোষে' তিনি সাক্ষাৎ বিরাজ করিতেছেন। সেই সত্য-স্বরূপ, আনন্দ-স্বরূপ, অমৃত-স্বরূপ সেখানে প্রকাশিত হইতেছেন। জগৎ সংসার তাঁহার মলিন দর্পণ; তাঁহার বিমল নিরবয়ব সুন্দর মূর্ত্তি অন্তরে যেমন প্রকাশ পাইতেছে, এমন আর কোন স্থানেই নয়। যে ব্যক্তি তাঁহাকে অন্তরে অন্বেষণ করে, তাহার যত্ন কখন বিফল হয় না।

কিন্তু আত্মাতে তাঁহার কি প্রকার আবির্ভাব? সেখানে তিনি কি প্রকারে বিরাজ করিতেছেন? কেহ বলেন, যেমন আমি আছি, ইহা নিশ্চয় বোধ হয়, শরীর মধ্যে যেমন আপনাকে উপলব্ধি করি; পরমেশ্বরকে সে প্রকার স্পষ্ট দেখিতে পাই না। যিনি আত্মার আত্মা, আত্মাই যাঁহার শরীর, তাঁহারা তাঁহাকে সেখানে উপলব্ধি করিতে পারেন না। তাঁহাকে যেমন করিয়া দেখিতে হয়, তাহা তাঁহারা দেখেন না। জ্ঞান দ্বারা প্রকাশ হয় যে, যে পরিমিত বস্তুর আশ্রয় সেই অপরিমিত। সেই মূল কারণ ও আশ্রয় হইতে জীবাত্মা বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতে পারে না। যিনি আমার আশ্রয়, তাঁহা হইতে কেমন করিয়া দূরে থাকিতে পারি, আমরা বৃক্ষ ফল ফুল শাখা পল্লব দেখিতেছি, ইহা কি মনে করিতে পারি যে তাহার মূল নাই, যদিও সেই মূল

মৃত্তিকার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে; আমাদের পরিমিত আত্মাও সেই মূল কারণ ব্যতীত থাকিতে পারে না। আমি যখনি আপনাকে জানিতেছি, তখনি জানিতেছি, আমি পরিমিত আশ্রিত এবং আমার উপরে এক মহান্ পুরুষ আছেন, যাঁহার আমি আশ্রিত। আপনার জ্ঞানের প্রতি দৃষ্টি কর, তাহা চতুর্দ্দিকেই পরিমিত ও সীমাবদ্ধ; কিন্তু তাহাই অসীম জ্ঞানকে প্রকাশ করিতেছে থাকে। আপনার ইচ্ছার ভাব দেখ, তাহা স্বাধীন অথচ ক্ষুদ্র; তাহা সেই মহতী ইচ্ছারই অধীন দেখিতে পাইবে এবং সেই অপরিমিত শক্তির আশ্রয়েই আপনার স্বাধীনতার প্রকাশ দেখিতে পাইবে। আপনার শ্রদ্ধা ভক্তি প্রীতি ভাব-সকলকে পরীক্ষা করিয়া দেখ; সেই অনন্ত-স্বরূপে স্থাপিত না হইয়া কিছুতেই তাহারা তৃপ্ত হয় না। আপনার সমুদয় আত্মাই পরমাত্মার আশ্রয়ে দেখিতে পাইবে। আত্মার সঙ্গে সঙ্গে তাহার মূল কারণ ও আশ্রয়কে দেখিতে পাইবে; যেমন সমুদায় বস্তু আকাশ অবলম্বন করিয়া আছে এবং আকাশের সহিত সমুদয় পরমেশ্বরের আশ্রয়ে রহিয়াছে, জীবাত্মা সেই রূপ পরমাত্মাকেই অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে। সেই অক্ষরে আত্মনি অবিনাশী পরমাত্মাতে জীবাত্মা প্রতিষ্ঠিত আছে। যেমন রথ নাভি ও রথ নেমিতে অর-সকল সমর্পিত রহিয়াছে, সেই রূপ এই পরমাত্মাতে সর্ব্বভূত, সকল দেবতা, সকল লোক, সকল প্রাণ, এই সমুদয় আত্মা সমর্পিত হইয়া রহিয়াছে। জীবাত্মা পরমাত্মা এত নিকট

যে তাঁহাদের মধ্যে আকাশেরও ব্যবধান নাই। আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার এই প্রকার নিকট সম্বন্ধ। আমরা আশ্রিত হইয়া কি আশ্রয়কে জানিব না? যে ব্যক্তি তাঁহাকে অন্তরে দেখে, সে সেই এক অদ্বিতীয় সকলের আশ্রয়কে এবং আপনার আশ্রয়-দাতাকে দেখিতে পায়। আত্মা পরমাত্মা উভয়েই একত্র রহিয়াছেন এবং উভয়েই পরস্পরের সখা। এ দুই জন সর্ব্বদা একত্রে থাকেন। এক জন আশ্রয়, এক জন আশ্রিত; এক জন ফল-ভোগী, আর এক জন ফল দাতা। অতএব তাঁহার সঙ্গে আমারদের কেমন নিকট সম্বন্ধ।

কেহ বলেন, তাঁহার সহিত সহবাস কি প্রকারে হইতে পারে? মনুষ্য মনুষ্যেরই সহবাস করিতে পারে কিন্তু কোথায় সেই ভূমা অনাদ্যনন্ত পুরুষ আর কোথায় আমরা এই সকল ক্ষুদ্র জীব—আমাদের আশার নাম অভাব, নানা দুর্গতি। তাঁহারা সেই মহান্ পুরুষকে দেখিয়া এবং আপনাদের অতি ক্ষুদ্র ভাব দেখিয়া তাঁহার নিকটে যাইতে সঙ্কুচিত হন। কিন্তু সহবাস কি? না, একত্রে থাকা। দূরের বস্তুর সঙ্গেই সহবাস হয় না; কিন্তু অন্তর-তমের সঙ্গে কেন না একত্রে থাকা যাইবে? এমন যে নিকটের বস্তু, তাঁহার সঙ্গে সহবাস কেন না হইবে? আশ্রয় হইতে আশ্রিত কি দূরে থাকিতে পারে? পূর্ব্বকালে মহর্ষিগণ তাঁহার সহবাস লাভ করিয়া তাঁহাকে 'করতল-ন্যস্ত আমলকবৎ' বলিয়া গিয়াছেন; আমলক ফলকে যেমন আমরা হস্ত দ্বারা স্পর্শ করি, তাঁহাকে এই

রূপ আত্মা দ্বারা স্পর্শ করি। তিনি আমাদের এত নিকটে আছেন যে আত্মা তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া জানিতেছে; তাঁহার সঙ্গে সংস্পৃষ্ট হইয়া রহিয়াছে। যখন তিনি আমাদের এত নিকটে আছেন, তখন তাঁহার সহিত সহবাস কেন না হইবে? সহবাস আর কাহাকে বলে? আমরা মুক্ত হৃদয়ে তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করিতেছি, তিনি তাহা শুনিতেছেন; তিনি আমাদিগকে জ্ঞান দিতেছেন, আমরা তাঁহার পবিত্র বাক্য শুনিতেছি; একি তাঁহার সহিত সহবাস নয়? আমি যখন যাহা তাঁহাকে বলিতেছি, তাহা তিনি শুনিতেছেন; তিনি যাহা আদেশ করিতেছেন, আমি শুনিতেছি; এ অপেক্ষা সহবাস আর কি হইবে? তাঁহার দক্ষিণ মুখ দর্শন করিতেছি, তাঁহার নিকট হইতে জ্ঞানের উপদেশ শ্রবণ করিতেছি এবং তাঁহার নিকট হইতে আমাদের প্রার্থনা-বাক্যের সায় পাইতেছি। এ অপেক্ষা সহবাস আর কি হইতে পারে? যাঁহারা বলেন, তাঁহার সহিত সহবাস করা যায় না, তাঁহারা যদি অল্প কালের জন্য বিবেচনা করেন, তবে দেখেন যে এমন সহবাস আর কাহারও সঙ্গে হয় না। তাঁহার উপদেশ-বাক্যের শব্দ নাই, অথচ তাহা আমরা গ্রহণ করিতেছি; তাঁহার সহবাসে এই সকল স্থূল ইন্দ্রিয়ের আবশ্যক করে না, আমাদের এ চক্ষু, এ কর্ণ, তাহাতে আবশ্যক হয় না। তিনি নিজে যেমন অচক্ষু অকর্ণ অথচ সকল দেখিতেছেন ও শুনিতেছেন; আমরাও এ চক্ষু না দিয়াও তাঁহাকে দেখিতেছি, ও এ কর্ণ না দিয়াও

তাঁহার অমৃত বাক্য শ্রবণ করিতেছি। যখন এই প্রকারে তাঁহাকে সাক্ষাৎ দেখিতেছি, তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিতেছি, তাঁহাকে স্পর্শ করিতেছি; তখন সংবাদ শব্দ ভিন্ন আর কোন্ কথা দ্বারা আমাদের ভাব স্পষ্ট জানান যাইতে পারে? তিনি রস-স্বরূপ, তাঁহাকে লাভ করিয়া জীব আনন্দিত হয়েন। যেমন চক্ষু ব্যতীত জ্ঞান দ্বারা তাঁহাকে দেখিতেছি, স্পর্শেন্দ্রিয় ব্যতীত আত্মা দ্বারা তাঁহাকে স্পর্শ করিতেছি, সেই রূপ তাঁহার অমৃত আনন্দ-রস জিহ্বা ব্যতীতও আস্বাদন করিতেছি। তাঁহার সেই অতুল্য প্রেমানন্দ আত্মাকেই সিক্ত করিতেছে। তাঁহার পবিত্র আনন্দ যখন আমাদের আত্মাতে উদয় হয়, তখন রস-স্বরূপ বলিয়াও আমাদের মনের ভাব প্রকাশ করা যায় না। কোন রসের সঙ্গেই সে রসের মিল নাই, তাহার তুলনা নাই। তাঁহার সংবাদে ইন্দ্রিয়ের সাহায্য চাই না; তিনি নিজে অতীন্দ্রিয়, তাঁহার সহিত সংবাদও অতীন্দ্রিয়। জীবাত্মা যখন তাঁহাকে স্পর্শ করে, তাঁহার দক্ষিণ মুখ দর্শন করে, তাঁহার উপদেশ বাক্য শ্রবণ করে, তাঁহার অমৃত রস আস্বাদন করে; তখন তাহার চক্ষু কর্ণ ও অন্য ইন্দ্রিয়ের সাহায্য আবশ্যক করে না। তাঁহার সহিত এমন নিকট সম্বন্ধ, যে জীবাত্মাতে ও তাঁহাতে আকাশের ব্যনধান নাই; কেন না তাঁহারা উভয়েই আকাশের অতীত। জীবাত্মা তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া রহিয়াছে। বাহিরে সর্ব্বত্রই তাঁহার যে প্রতিরূপ রহিয়াছে; সৃষ্টির সৌন্দর্য্যে, মনুষ্যের মঙ্গল কার্য্যে, বন্ধু-

দিগের প্রণয়ে, তাঁহার মঙ্গল ভাবের যে সকল আদর্শ রহিয়াছে; তাহা দেখিয়া আমরা কৃতার্থ হইতেছি। কিন্তু অন্তরে যে তাঁহাকে সাক্ষাৎ দেখিতে পাইতেছি, এই আমাদের মহৎ অধিকার। বাহিরে তাঁহার প্রতিরূপ, অন্তরে তাঁহার স্বরূপ দর্শন করিতেছি। সেখানে তাঁহাকে দেখিলেই ইহার অর্থ স্পষ্ট বুঝা যায় যে তিনি রস-স্বরূপ তৃপ্তি-হেতু; সেই রস-স্বরূপকে লাভ করিয়া জীব আনন্দিত হয়েন। এখানে আমরা যাহা কিছু উপভোগ করিতেছি, সকলই তাঁহার প্রসাদাৎ। বায়ু সূর্য্য অগ্নি, চন্দ্র সকলে মিলিয়া তাঁহার উদার প্রসাদ বিতরণ করিতেছে। কিন্তু তিনি স্বয়ং আপনাকে আমাদের অন্তরে প্রকাশ করিয়া, যেমন প্রীতি ও করুণা প্রকাশ করিতেছেন, এমন আর কিছুতেই করেন নাই। তিনি আপনার দক্ষিণ মুখ প্রকাশ করিতেছেন, আপনার প্রেম দান করিতেছেন, আপনার সৎপথে আমাদিগকে রক্ষা করিতেছেন, এই তাঁহার সঙ্গে আমাদের প্রধান বন্ধন। তিনি যে আপনাকে দান করিয়াছেন, এই তাঁহার সকল দানের প্রধান দান। তিনি যে আমারদিগকে অমৃতের অধিকারী করিয়াছেন, এই আমারদের সকল অধিকারের প্রধান অধিকার। আশ্চর্য্য। আমরা এখান হইতেই জানিতেছি, তিনিই আমাদের পরম সম্পদ্, তিনি আমাদের পরম গতি, তিনি আমাদের পরম লোক এবং তিনিই আমাদের পরম আনন্দ।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

পঞ্চম ব্যাখ্যান।

১৪ ভাদ্র ১৭৮২ শাক।

ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা নান্যৈর্দেবৈস্তপসা কর্ম্মণা বা। জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্বস্ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ।

পরমাত্মার সহিত আত্মার কি প্রকার সম্বন্ধ; তাঁহার সহিত সহবাস কি প্রকারে হয়; তাহা এই মাত্র বলা হইল। তিনি চক্ষুর গ্রাহ্য নহেন, আমরা আত্মাতে সেই জ্ঞান-স্বরূপের প্রকাশ দেখিতেছি। তিনি শ্রবণেন্দ্রিয়ের অতীত; অথচ তাঁহার আদেশ, তাঁহার উপদেশ, শ্রবণ করিতেছি। তিনি সকল ইন্দ্রিয়ের অতীত, অথচ তাঁহার সত্য সুন্দর মঙ্গল-ভাব গ্রহণ করিতেছি; তাঁহার অমৃতানন্দ-রস পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইতেছি। তিনি ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য হন না বটে কিন্তু আত্মার সহিত তাঁহার অতি নিগূঢ় সম্বন্ধ। আমরা ধ্যানযুক্ত হইয়া, শুদ্ধ-সত্ত্ব হইয়া, আত্মাতে তাঁহাকে সাক্ষাৎ দেখিতে পাই। সেই ভূমার সহিত সহবাস করিয়া আমারদের এই ক্ষুদ্র জীবন সার্থক হইতেছে। যখন দেখিতে পাই যে তাঁহার জ্ঞান-চক্ষু আমার উপরে প্রসন্ন ভাবে বিকশিত রহিয়াছে, যখন তাঁহার চক্ষু আমার চক্ষুর উপরে পতিত দেখি; তখনই তাঁহার সহিত আমারদের সম্মিলন হয়। এক বার অনুভব করিয়া দেখ, জ্ঞান দৃষ্টিতে প্রেম দৃষ্টিতে এক বার আত্মাকে

উন্নত করিয়া দেখ ; তাহা হইলেই ঈশ্বরের দৃষ্টি দেখিতে পাইবে। তাঁহার সে দৃষ্টি, প্রেম দৃষ্টি। প্রীতির ভাব তাঁহার যেমন, আমারও তেমন। তাঁহাকে প্রীতি-নয়নে দেখ, তাঁহার উদার প্রীতি অনুভব করিতে পারিবে ; তাঁহার প্রতি উদাসীন-ভাবে দেখিলে সেই প্রেমময়ের প্রেম আর দেখিতে পাইবে না। অনুরাগের সহিত, প্রীতির সহিত, তাঁহাকে দেখিলে তাঁহার এক নূতন মূর্ত্তি প্রকাশিত হইয়া উঠে। একের প্রীতিতে প্রীতি-ভাব সম্পূর্ণ হয় না ; প্রীতি উভয়েরই চাই। ঈশ্বর আমারদিগকে যে প্রীতি করিতেছেন, সেই প্রীতি আবার আমারদের প্রীতিকে আকর্ষণ করিতেছে। তিনি আমারদের উপরে তাঁহার অজস্র প্রেম-বারি বর্ষণ করিতেছেন ; আমরা তাঁহাকে আমারদের প্রেম-বিন্দু দিয়াও কৃতার্থ হইতেছি। উদাসীনের মত দেখিলে তাঁহার বিশুদ্ধ উজ্জ্বল প্রেম অনুভব করা যায় না ; বিশুদ্ধ জ্ঞান-নেত্রে, প্রীতি রঞ্জিত নয়নেই, তাঁহার প্রেম-দৃষ্টি প্রকাশ পায়। তাঁহার দৃষ্টি মাতৃ-স্নেহের ন্যায়। মাতৃ-স্নেহের ন্যায় সেই স্নিগ্ধ দৃষ্টি সকল জগৎকে সিক্ত রাখিয়াছে ; সকল জগৎ এবং প্রতি জনের হৃদয় তাঁহার স্নেহ-রসে সিক্ত রহিয়াছে। তিনি প্রতি জনকেই পৃথক্ পৃথক্ দেখিতেছেন। তিনি একাকী প্রতি আত্মার প্রেম-ক্ষুধা শান্তি করিতেছেন। পৃথিবীর মধ্যে যদি আর কেহই না থাকিত ; আমি একাকী তাঁহার রাজ্যের অধিকারী হইতাম ; তাহা হইলে তিনি আমাকে যে প্রকারে দেখিতেন, এখনো অগণ্য জীবের মধ্যেও আ-

মাকে সেই প্রকারে দেখিতেছেন। রাজা আপন রাজ্যের প্রতি প্রজাকে জানিতেও পারেন না; জগৎ পিতা তাঁহার অসীম সংসারের প্রতি পুত্রকে স্বকীয় স্নেহময় ক্রোড় প্রদান করিতেছেন।

আজন্ম কাল যাঁহার আশ্রয়ে রহিয়াছি, এখনি যিনি আমারদের সকলকে তাঁহার প্রেম বিতরণ করিতেছেন, তাঁহাকে কৃতজ্ঞ চিত্তের সহিত নমস্কার কর; সমুদয় মন, সমুদয় আত্মা, তাঁহাকে সমর্পণ কর। আজন্ম যিনি আমারদিগকে রক্ষা করিতেছেন, ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্রই যাঁহার স্নেহে আমরা লালিত পালিত হইয়াছি; তাঁহাকে নমস্কার কর। তাঁহার এই স্নেহ কোথা হইতে আবির্ভূত হইল? আমরা এই পৃথিবীতে কিছু জানিয়া শুনিয়া আসি নাই; আমরা এক সময়ে মৃৎ-পিণ্ডের ন্যায় অচেতন ছিলাম; অন্ধকারে আবৃত ছিলাম; কোথায় কি আছে, জানিতেও পারি নাই—আলোক দেখিবা মাত্রই কোথা হইতে স্নেহ আসিয়া আমারদিগকে আলিঙ্গন করিল। তখন আমারদের এমন কি গুণ, কি আকর্ষণ ছিল, যে আমারদের উপরে কাহারও যত্ন হইতে পারে? কিন্তু ঈশ্বর পূর্ব্ব হইতেই মাতার হৃদয়ে স্নেহ প্রেরণ করিলেন। সেই স্নেহ তখন আমারদের বর্ম্ম স্বরূপ হইয়া আমারদিগকে সকল বিঘ্ন হইতে রক্ষা করিয়াছে। আমারদের জীবন রক্ষা হেতু ঈশ্বর মাতৃ স্তনে দুগ্ধ দিলেন, মাতার হৃদয়ে স্নেহ দিলেন; এই স্নেহেতে দুগ্ধেতে আমরা এক সময় লালিত পালিত হইয়াছি। তাঁহার প্রতি আমরা প্রার্থনা করি নাই, তাহা আপনা হইতেই

আসিয়া আমারদিগকে গ্রহণ করিল। তিনি পূর্ব্ব হইতেই আমারদিগকে প্রীতি করিয়াছিলেন, আমরা কত কাল পরে তাহা জানিতে পারিয়া এক্ষণে তাঁহাকে প্রীতি প্রদান করিতেছি। যখন আমারদের দন্ত ছিল না, তখন তিনি দুগ্ধ দিলেন, যখন দন্ত দিলেন, তখন কি অন্ন দিবেন না? যখন বুদ্ধি ছিল না, তখন রক্ষা করিলেন, যখন বুদ্ধি বলে আমারদিগকে সম্পন্ন করিলেন, তখন কি আমারদিগকে আর আশ্রয় দিবেন না? যখন অনাথ ও দুর্ব্বল ছিলাম, তখন আপন ক্রোড়ে রাখিয়া পালন করিলেন, এক্ষণে কি আমারদের পরিত্যাগ করিবেন? তাঁহার প্রীতি হইতে বঞ্চিত করিবেন? তিনি তখনও আমারদের পিতা, মাতা, সর্ব্বস্ব ছিলেন; এখনো তিনি আমারদের পিতা, মাতা, এবং অনন্ত কাল পর্য্যন্ত আমারদের পিতা মাতা থাকিবেন। তাঁহার প্রীতি বিহীন হইয়া আমরা অনন্ত জীবন লইয়া কি করিব? আমরা কি অনন্ত কাল কেবল উদাসীনের মত থাকিয়া তৃপ্ত থাকিতে পারি? তাঁহার উপর প্রীতি আমরা আরো উজ্জ্বল রূপে অনুভব করিতে থাকিব—আমারদের প্রীতি তাঁহাকে আরো প্রচুর রূপে দান করিতে থাকিব—এই প্রকারে আমারদের সমস্ত জীবন গত হইবে। তিনি আমারদিগকে জ্ঞান ধর্ম্মের শিক্ষা দিয়া, তিতিক্ষা ধৈর্য্যের অচ্ছেদ্য কবচ দ্বারা আবৃত করিয়া, এই পৃথিবীর কঠোর ব্রতে ব্রতী করিয়াছেন; তাঁহার চির-সহবাসের জন্যই আমরা এখান হইতে প্রস্তুত হইতেছি। তাঁহার প্রতি সকলে কৃতজ্ঞ হও। তাঁহাকে বর্ত্তমান

দেখিয়া, তাঁহাকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিয়া, আপনাকে কৃতার্থ কর। প্রীত-নয়নে তাঁহার বিশুদ্ধ প্রেম দর্শন কর; এমন সুহৃৎ, এমন বন্ধু, আর আমারদের কেহই নাই। আমরা প্রার্থনা করিতে না করিতেই আমারদের প্রার্থনীয় সমুদয় বস্তু তিনি আয়োজন করিয়া রাখিয়াছেন, আমারদের কামনার পূর্ব্বে সকল প্রকার কাম্য বস্তু বিধান করিয়াছেন। তাঁহার এই উদার প্রীতি-ভাব দেখ, আর এই ক্ষুদ্র সংসারের ভাব দেখ। এখানে যাহার নিকট হইতে সকল প্রত্যাশা করা যায়, তাহা হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। যাহাকে পুত্রবৎ পালন করিয়া মনে করা যায়, বৃদ্ধ কালে এ আমার যষ্টি স্বরূপ হইবে, সেখান হইতেও নিষ্ঠুর আঘাত পাইতে হয়। অকৃত্রিম প্রেম-ভাবে বন্ধুর হস্তে আপনার সমুদায় হৃদয় অর্পণ করিতেছি, সে তাহা পাইয়া নানা প্রকার নির্যাতন করিতে প্রবৃত্ত হইতেছে। যেখানে কৃতজ্ঞতা প্রত্যাশা করি, সেখানে কৃতঘ্নতা; যেখানে বন্ধুতা, সেখানে শত্রুতা। এই অন্ধকার সংসারে আমরা কাহার প্রীতির উপর নির্ভর করিতে পারি? কাহার উপর নিঃশঙ্ক হইয়া বিশ্বাস করিতে পারি? কেবল ঈশ্বরের প্রীতির উপর নির্ভর করিয়াই সকল নিষ্ঠুরতা অতিক্রম করিতে পারা যায়। যদি আমরা তাঁহার প্রীতি হইতে বহিষ্কৃত হইতাম, তবে আমারদের কি দুর্দশাই হইত? কাহার উপর নির্ভর করিয়া আমরা শান্তি পাইতাম? এই সকল দুর্ব্বল লোকেরা, এই সকল স্বার্থপর লোকেরা; ইহারা আপনার আপনার লইয়াই ব্যস্ত,

অন্যের বিষয় কি দেখিবে? ক্ষুদ্রের আশ্রয়ে আমারদের পরিত্রাণ কোথায়? এই পবিত্র স্থানে দেখ ঈশ্বরের কি উদার ভাব। তিনি আপনার প্রীতি দান করিয়া আর সকল প্রীতির অভাব দূর করিতেছেন। যেখান হইতেই যত আঘাত পাই, যত প্রকার হৃদয়-বেদনা পাই; তাঁহার সমীপে গিয়া তাহার সকলই শান্তি হইতেছে। যেখানে নির্ভর করিতে যাই, সেই সেই স্থান হইতেই ফিরিয়া আসি; কিন্তু আমারদের চিরজীবন-সখা, আমারদের সঙ্গেই আছেন। তাঁহার অধীন থাকিয়াই আমরা স্বাধীন হইয়াছি। স্বাধীনতা আমারদের মনুষ্যত্ব—তাহা এখনি আমারদের অলঙ্কার। পরে মুক্তির অবস্থা লাভ করিয়া শোক মোহ হইতে বিমুক্ত হইয়া, হৃদয়-গ্রন্থি হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া, চরিতার্থ হইব। কিন্তু এক সময়েই কি সে অবস্থার শেষ হইবে। অনন্ত কালই আনন্দের উপর আনন্দ, প্রেমের উপর প্রেম, লাভ করিতে থাকিব। যাঁহার উপর আমারদের এই প্রকার আশা ভরশা, তাঁহাকে পরিত্যাগ করিও না। তাঁহার প্রীতির উপর নির্ভর করিয়া সকল ব্যাধি সকল পীড়া হইতে মুক্ত হও। তিনি আমারদের পরম বন্ধু, তিনি আমারদের উপাস্য দেবতা, তিনি আমারদের সকল কামনার পরিসমাপ্তি। তাঁহার নিকটে প্রার্থনা এই যে এখন যেমন তিনি আমারদের নিকটে প্রকাশ হইতেছেন, সেই রূপ এখন তিনি আমারদের হৃদয়ে চিরস্থায়ী থাকেন। সেই আনন্দ-স্রোত যেন আমারদের হৃদয়ে সর্ব্বদাই বহমান হইতে থাকে। তিনি ভিন্ন আর আমার-

দের গতি নাই—তাঁহার প্রেমই আমারদের সর্ব্বস্ব। হে পরমাত্মন্; তোমার অমৃতানন্দ দ্বারা আমার আত্মাকে অভিষিক্ত কর। আমার দৃষ্টি যেন তোমার প্রীতি-দৃষ্টির উপরে সর্ব্বদাই থাকে। আমার ইচ্ছা যেন তোমার মহতী ইচ্ছা হইতে স্বতন্ত্র না থাকে। আমি যদি তোমার নিয়ম লঙ্ঘন করি, তবে আমাকে সহস্র দণ্ড দেও; কিন্তু আমা-কে পরিত্যাগ করিও না। হে সুহৃৎ! তোমা ভিন্ন আর আমার গতি নাই।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

ষষ্ঠ ব্যাখ্যান।

২১ জ্যৈষ্ঠ ১৭৬৯।

ন তত্র সূর্য্যোভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা-বিদ্যুতোভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ। তমেব ভান্তং অনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্ব-মিদং বিভাতি।

শিষ্য আচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে হে ভগবন্! সেই অনির্দ্দেশ্য সুখ-স্বরূপ পরমেশ্বর, যাঁহার অচিন্ত্য অনন্ত ভাব বাক্য দ্বারা নির্দ্দেশ করা যায় না, যাঁহাকে ব্রহ্মপরায়ণ সত্য-ব্রত ধীরেরা সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করেন, তাঁহাকে আমি কি প্রকারে জানিব? তাঁহাকে কোথায় দেখিব? কে তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে?

আচার্য্য উত্তর করিলেন, সূর্য্য তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না, চন্দ্র তারাও তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না; এই বিদ্যুৎ সকলও তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না, তবে এই পার্থিব অগ্নি তাঁহাকে কি প্রকারে প্রকাশ করিবে? যেখানে সূর্য্য চন্দ্র প্রকাশ পায় না, সেখানে সকলই তাহারা অন্ধকার। কেবল আত্মজ্যোতিই তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে। আত্মজ্যোতির দ্বারাই সেই সত্য-জ্যোতির প্রকাশ হয়, সূর্য্য চন্দ্রের জ্যোতি সেই জ্যোতির নিকটে পরাভব পায়। আত্মজ্যোতি হইতেই সেই সত্য-জ্যোতির আভাস পাওয়া যায়। এই আত্মজ্যোতি কি? এক বার অনন্যমনা হইয়া, প্রণিধান পূর্ব্বক অন্তরে দৃষ্টি কর, তাহা হইলে জানিতে পারিবে, আত্মজ্যোতি কি। "অস্তমিতে আদিত্যে" সূর্য্য যদি অস্ত হইয়া যায়, "চন্দ্রমসি অস্তমিতে" চন্দ্র যদি অস্ত হইয়া যায়, "শান্তে অগ্নৌ" অগ্নি যদি নির্ব্বাণ হইয়া যায়; তবে কি জ্যোতি অবশিষ্ট থাকে? তখন সেই আত্মজ্যোতিই থাকে। এখনি প্রত্যক্ষ দেখ। এখন সূর্য্যের জ্যোতি নাই, সূর্য্য অস্তমিত হইয়াছে; এখানে চন্দ্রের কিরণও নাই; এখানে কেবল অগ্নির আলো রহিয়াছে। মনে কর, এখানকার এই সমস্ত আলোক নির্ব্বাণ হইয়া গেল; তবে সকলই অন্ধকার। এক্ষণে এই আলোকময় মন্দিরে যে সকল ব্রহ্মোপাসক মহাত্মাদিগের স্নিগ্ধ মূর্ত্তি দেখিতেছি, তাহা তখন দেখিতে পাইব না। এই স্থান যদি এখনকার মত নিঃশব্দ থাকে; এখন

ঈশ্বরের মহিমা শ্রবণে সকলে যে প্রকার স্তব্ধ হইয়া তাঁহাতে নিমগ্ন রহিয়াছেন, এখানকার এই আলোক নির্ব্বাণ হইয়া গেলেও যদি তাঁহারা সেই প্রকার থাকেন; তবে এই শব্দ-শূন্য আলোক-শূন্য গৃহে কেহ কাহাকে জানিতেও পারেন না। কিন্তু যদিও আমরা সকলে এই অন্ধকারে অন্ধাগারে থাকি, তথাপি আমারদের অন্তরে আত্মজ্যোতি নির্ব্বাণ হইবেক না। প্রতি জনে তখন আপনাকে দেখিতে পাইবেন, আত্মার প্রভা সেই অন্ধকারের মধ্যে আরো উজ্জ্বল হইয়া প্রকাশ পাইবে। সেই আত্মজ্যোতির সঙ্গে সঙ্গে সেই সত্য-জ্যোতিও প্রকাশিত হইবেক; সেই আত্মার কারণ, আশ্রয়, সুহৃৎ; তাহার অন্তর্যামী অমৃত পুরুষ; তাহার সঙ্গে সঙ্গেই আবির্ভূত হইবেন। যাঁহাকে সূর্য্য চন্দ্র প্রকাশ করিতে পারে না, আত্মজ্যোতিতেই তাঁহার প্রকাশ দেখা যায়। যে তাঁহাকে বাহিরের আলোকে দেখিতে যায়, সে কি নির্ব্বোধ। এ কাহার না বোধ আছে যে সেই অন্তরাত্মাকে অন্তরেই পাওয়া যায়, অন্তরেই তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে হইবে। জগতে তাঁহার জ্ঞানের, তাঁহার মঙ্গলভাবের ছায়া মাত্র; তাঁহার আলোক অন্তরে। "তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।" তাঁহার প্রকাশে সকলই প্রকাশ পাইতেছে কিন্তু আর সকলই সেই প্রকাশের ছায়া; তাঁহার আলোক হৃদয়ে রহিয়াছে, আত্মাতেই তাঁহার উজ্জ্বল প্রকাশ। যেমন আম্নাতে—"এই উজ্জ্বল শ্রেষ্ঠ কোষ মধ্যে" সেই সূর্য্য-প্রভা

প্রকাশ পায়, তখন কি হয়? প্রাতঃকালে সূর্য্য চন্দ্র একত্র উদয় হইলে যাহা হয়, তাহাই হয়। তখন দেখিতে পাই, সেই সূর্য্যের প্রকাশেতেই এই চন্দ্র প্রকাশ পাইতেছে; আত্মা তাঁহার প্রকাশেতেই প্রকাশিত হইতেছে; জীবাত্মার জীবন, তাহার ধর্ম্ম, তাহার জ্ঞান, তাহার প্রেম, সকলেরই প্রকাশ তাঁহা হইতে দেখা যায়; তিনি আত্মার মূল কারণ ও আশ্রয়-রূপে প্রতিভাত হন। যখন আত্মাকাশে পরমাত্মা-রূপ সূর্য্যের প্রকাশ দেখা যায়, তখন কি আপনার প্রতি আর লক্ষ্য থাকে? সেই ঈশ্বর-সূর্য্য-জ্যোতির নিকটে কি চাঁদের প্রভা আর দীপ্তি পায়? তাঁহার সেই প্রভার নিকটে আপনার ক্ষুদ্র জ্ঞান সকলই বিলুপ্ত হয়। যিনি ভূমা, যিনি পূর্ণ মঙ্গল; যিনি নিষ্কলঙ্ক, পবিত্র-স্বরূপ; যিনি নিরবদ্য, নিরঞ্জন; তাঁহাতে প্রীতি-ভাব গেলে কি আপনার প্রতি প্রীতি থাকে? তখন আমারদের সেই প্রীতি-দৃষ্টি কি তাঁহা হইতে আর কোন দিকে লইয়া যাওয়া যায়? তাঁহা হইতে লইয়া গিয়া কি আপনার ক্ষুদ্র ভাবের উপর স্থাপন করা যায়? তখন সকল ভাব, সকল প্রীতি, তাঁহাতেই অর্পিত হয়। তাঁহাতে প্রীতি যেমন উজ্জ্বলিত হয়, আপনাতে প্রীতি তেমনি অস্তমিত হয়। সেই প্রীতি ঈশ্বরে গিয়া বিশুদ্ধ হইয়া আবার যখন সংসারে ফিরিয়া আইসে, তখন তাহার কি শোভা, কি জ্যোতি! তাঁহার সংস্রবে তাহা পবিত্র ও নিম্নগামী হইয়া পৃথিবীর আর আর সকল স্থানকে সিক্ত করে। ঈশ্বর-প্রেমী মহাত্মা সেই মঙ্গল-স্বরূপের আদর্শ

গ্রহণ করিয়াই শান্তি লাভ করেন। তাঁহার শোভা অনুভব করিয়াই তিনি শোভা ধারণ করেন। ঈশ্বরের ভাব তিনি যত টুকু অর্জন করেন, তাহাতেই তিনি আপনাকে কৃতার্থ বোধ করেন। তাঁহাকে ছাড়িয়া আপনার যে কুৎসিত ভাব, তাহা তিনি অনুভব করিতেছেন; তাঁহার সহিত থাকিয়া আপনার যে মহত্ত্ব, তাহাও দেখিতেছেন। ঈশ্বরের সুন্দর মঙ্গল ভাবের যদি তিনি কণা মাত্রও পান, তবে তাহা সমুদয় রাজত্বের সহিতও তিনি বিনিময় করিতে চাহেন না। ঈশ্বরের সেই মঙ্গল ভাবই তাঁহার সর্ব্বস্ব:— তাঁহার নিকটে রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, তাঁহার কিছুই নহে। আমারদের এ প্রকার দুর্ব্বলতা যে এই ক্ষণ কালের নিমিত্তে তাঁহার যে প্রকাশ, তাহাই আমরা ধারণ করিতে পারি না কিন্তু এই ক্ষণ কালের প্রকাশেই আমাদের জীবন নূতন হইয়া উঠিতেছে। আমাদের সম্মুখে বিদ্যুতের ন্যায় তাঁহার উদয়াস্ত হইতেছে, কিন্তু আমারদের আশা হইতেছে যে এখানে তিনি আপনাকে যে এক এক বার আলিঙ্গন করিতে দিতেছেন, পরে আমারদিগকে তাঁহার চির আলিঙ্গন প্রদান করিবেন। আমরা এ প্রকার দুর্ব্বল হইয়া, দোষেতে গ্লানিতে পূর্ণ হইয়া, ক্ষণ কালের নিমিত্তেও তাঁহার প্রকাশ দেখিতে পাইতেছি, এ কিছু সহজ সূচনা নয়। ইহাতে তাঁহার এই মঙ্গলময়ী ইচ্ছা প্রকাশ পাইতেছে যে ভবিষ্যতে আপনাকে আরো প্রচুর রূপে দান করিবেন। আমরা এক্ষণকার মুহূর্ত্ত কালের যে আনন্দ, তাহা ভোগ করিয়াই যখন আপনাকে ধন্য মনে

করিতেছি, তখন অধিক কালের জন্য তাহা ভোগ করিতে পাইলে আমাদের অবস্থা কি হইবে? সেই অবস্থা পাইবার জন্য আমরা কি না দিতে পারি? আমরা অতি দুর্ব্বল; কখনো সেই মহান্ আনন্দ আত্মাকে প্লাবিত করে, আবার তাহা বিলুপ্ত হয়। তাহা চিরস্থায়ী হইলে সংসারের আকর্ষণ কি বিন্দু মাত্র থাকিতে পাইত? এখানে যখন বিদ্যুতের ন্যায় ক্ষণে ক্ষণে ঈশ্বরের প্রকাশ দেখিয়া আমাদের সমুদয় জীবন পরিবর্ত্ত হইয়া যাইতেছে; তখন সূর্য্যের ন্যায় তাঁহার নিরন্তর প্রকাশ দেখিলে আমাদের কি সম্পদ না লাভ হইবে? ক্ষণ কালের নিমিত্তে সেই আনন্দের আস্বাদ পাইয়া আমারদের সকল ক্লেশ দূর হইতেছে। সমুদয় পৃথিবী যদি শত্রু হয় তথাপি আত্মা সেই বিন্দু মাত্র অমৃত পাইয়া এমন বলীয়ান্ হয়, যে সমুদায় পৃথিবীকে সে তুচ্ছ করিতে পারে। এখন যেমন দিবা রাত্রি পরিবর্ত্তনের ন্যায় অন্তরে ঈশ্বরের ভাবের উদয়াস্ত হইতেছে, পরে আর সে ভাবের অস্ত হইবেক না; ঈশ্বর অন্তরে উদয়ই থাকিবেন, সূর্য্য-কিরণের ন্যায় তাঁহার প্রকাশ অবিচ্ছেদে দেখিব। এখানে আমারদের এই প্রকার শিক্ষা হইতেছে। আমারদের দেখা উচিত, আত্মাতে পরমাত্মার প্রকাশ কত হইল, তাঁহার সঙ্গে যোগ কত স্থায়ী হইল। তাঁহার জন্য কত ত্যাগ স্বীকার করিতে পারিলাম। ইহা দেখিবার কোন আবশ্যক নাই যে কত ধন মান খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ হইল, এই সকল গণনাতে আয়ুঃ ক্ষয় করিয়া কি হইবে?

মৃত্যুর সময় সকলই শূন্য, সকলি অন্ধকার দেখিবে। যে ধন নিত্য ধন, অক্ষয় ধন, তাহা কত সঞ্চয় করিতে পারিলে; তাহাই গণনা করিয়া দেখ। এই ধন এখানে পাইলে সকল পাইবে। কিন্তু সংসারের কি বিপরীত ভাব। লোকেরা অনায়াসে ধর্ম্মকে অবহেলা করিয়া, চিরস্থায়ী ধর্ম্মকে অবহেলা করিয়া, এই সকল ক্ষুদ্র বিষয়েরই পশ্চাৎ ধাবমান হইতেছে—এক টুকু মান এক টুকু সুখের জন্য ধর্ম্মকে ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করিতেছে। কি আশ্চর্য্য! কি মোহ! তাহারা বুঝিয়াও বুঝিবে না; মোহ আসিয়া তাহাদিগকে সত্য পথ দেখিতে দেয় না। সেই যে নিত্য ধন,—সেই যে চির-সম্পদ, তাহা তোমরা চির দিন সম্ভোগ করিতে পাইবে, এ আশাতে কেন না আনন্দিত হইবে? কেন না বিষয়-বিপদ্-সম্পদ্কে তুচ্ছ করিতে পারিবে? যাঁহাকে সূর্য্য চন্দ্র প্রকাশ করিতে পারে না, তাঁহার প্রকাশ আমরা সূর্য্য চন্দ্রের ন্যায় দেখিতে পাইব। এখানে পরীক্ষাতে ইহার আভাস পাইতেছি। এই ভাব চিরস্থায়ী হইলে দুঃখ কি? শোক কি? মোহ কি? সকল দুঃখ সহ্য করিতে পারা যায়—দুর্ব্বল শরীর সবল হয়, নির্ব্বীর্য্য মন বীর্য্যবান্ হয়। এই আশার কি বল নাই? ইহা কি ভবিষ্যতের পথ-প্রদর্শক নহে? প্রত্যক্ষের সঙ্গে, আশার সঙ্গে, যখন সম্মিলন হইতেছে; তখন সংশয়-অন্ধকার কি কিছু মাত্র থাকিতে পারে? কোটি কোটি সূর্য্য যাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না, তিনি আত্মাতে প্রকাশিত হইতেছেন, এই আমাদের

প্রত্যক্ষ ;—তিনি সেখানে চিরস্থায়ী হইবেন, এই আমাদের আশা। হে সত্য-কাম! তুমি যখন এই আশা দিতেছ—তুমি আমার হৃদয়ে চিরস্থায়ী হইবে, তাহা অবশ্যই পূর্ণ করিবে। কত দিন, আর কত দিন আমি সেই দিনের নিমিত্তে অপেক্ষা করিব, যে দিনে আমি তোমার সম্মুখে পরিপূর্ণ আনন্দময় হইব এবং নিত্য কাল তোমার সঙ্গেই থাকিতে পাইব। হে পরমাত্মন্! আমি তোমার শরণাপন্ন হইয়াছি। আমি যে তোমার নিকটে আসিয়াছি, তাহা এখানকার ধন মান যশের জন্য নয়। কিসে সকলে আমাকে আদর করিবে; কিসে সকলের নিকট মান্য হইব; ইহার প্রার্থী হইয়া আমি তোমার নিকটে আসি নাই। আমি তোমার শরণাপন্ন হইয়াছি যে তুমি আমার দুর্ব্বলতার পরিহার করিবে, পাপ-কলঙ্ক হইতে নিষ্কৃতি দিবে। হে পতিত-পাবন! তোমার সঙ্গে সহবাসে নিরন্তর থাকি; এই আমার ইচ্ছা, এই আমার আশা। এই আশা পূর্ণ কর। আমি যেন অকৃত্রিম হৃদয়ে তোমার সরল পথ অবলম্বন করিয়া থাকিতে পারি, তোমার প্রসাদে যেন সংসারের সকল নিষ্ঠুরতা অতিক্রম করিতে পারি। যেন তোমার প্রীতি-পূর্ণ দৃষ্টির উপরে আমার প্রীতি-নয়ন সর্ব্বদা রাখি। তোমার ইচ্ছার অধীনে থাকিয়া যেন সকল কার্য্য করিতে পারি। এই আমার প্রার্থনা। তোমার নিকটে অন্য কোন প্রার্থনা নাই।

ওঁএকমেবাদ্বিতীয়ং।

সপ্তম ব্যাখ্যান ।

২৮ ভাদ্র ১৭৮২ ।

প্রাণোহ্যেষঃ সর্ব্বভূতৈর্ব্বিভাতি ।

এই সত্যটি আমারদের আত্মাতে মুদ্রিত হইয়াছে যে অন্তরেই ঈশ্বরের উজ্জ্বল প্রকাশ ; আত্মজ্যোতিতেই সেই সত্য-জ্যোতির প্রকাশ হয় । যে জ্যোতিকে চন্দ্র, তারা, বিদ্যুৎ প্রকাশ করিতে পারে না । আত্মার উজ্জ্বল কোষ মধ্যে সেই নির্ম্মল নিরবয়ব পরমাত্মা বিরাজ করিতেছেন । তিনি আমারদের অন্তরতম প্রিয়তম পরমেশ্বর । এখানে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ দেখ । যদি এই পবিত্র উপাসনা-স্থলে আসিয়া তাঁহার আবির্ভাব না দেখিলে ; যেমন আসিয়াছিলে, শূন্য-হৃদয় হইয়া তেমনি চলিয়া গেলে ; তবে আর কি হইল ? এখানে তাঁহার দর্শন লাভ করিয়া কৃত-পুণ্য হও । এখান হইতে ভূয়োভূয় এই উপদেশ পাইয়াছ, এবং যত বার বলা যায়, এ বাক্য কখনই পুরাতন হয় না, যে পরমাত্মা অন্তরের অন্তর, অন্তরেই তাঁহার উজ্জ্বল প্রকাশ দেখা যায় । এক্ষণে তাহা প্রত্যক্ষ কর । "প্রাণোহ্যেষঃ" ইনি সকলের প্রাণ-স্বরূপ । যে পুণ্যাত্মা অন্তরে সেই পরমাত্মা রূপ সূর্য্যের প্রকাশ দেখিতেছেন ; সেই সত্য-জ্ঞান-জ্যোতির উজ্জ্বল আভা আত্মাতে প্রজ্বলিত দেখিতেছেন ; তিনি দেখিতেছেন, সেই পরমেশ্বর প্রাণ-স্বরূপ তিনি মৃত্যুর রূপ নহেন—তিনি অমৃত, সকলের প্রাণ ।

যিনি আত্মাতে প্রকাশ পাইতেছেন, আমরা তাঁহাকে আত্মার প্রাণ রূপে দেখিতেছি। আমারদের দেবতা নিদ্রিত নহেন; তিনি জাগ্রত, তিনি জীবন্ত দেবতা; তিনি প্রাণ; তিনি সকল জগতের প্রাণ; তিনি প্রাণের প্রাণ। সেই প্রাণ-স্বরূপ সকলের বন্দনীয় পরম দেবতাকে যখন অন্তরে সাক্ষাৎ পাই; তখনই তাঁহার উপাসনা সার্থক হয়। যখন তাঁহার চক্ষুর সঙ্গে আমার চক্ষুর যোগ হয়, তখনি তাঁহার পূজা যথার্থ হয়। উপাসনার সময় তাঁহাকে না দেখিয়া তাঁহাকে কি প্রকারে ভক্তি ভরে প্রণাম করিবে; অশ্রু-পূর্ণ নয়নে কি রূপে তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করিবে? আমরা কি মৃত শরীরের সঙ্গে কখন আলাপ করিতে যাই? সেই অমৃতের, সেই প্রাণ-স্বরূপের উপাসক হইয়া কি কাষ্ঠ পাষাণ মৃৎ-পিণ্ড অপেক্ষা তাঁহাকে অধিক দেখিতে পাইব না? সকল সময়েই তাঁহার প্রকাশ জাজ্বল্যমান দেখি, এই আমারদের প্রার্থনা: আমরা অতি দুর্ব্বল বলিয়া যদি তা নাও পারি, তবে যখন তাঁহাকে পূজা প্রদান করিতে যাইতেছি; যখন তাঁহার পবিত্র চরণে ভক্তি-পুষ্প বিকীর্ণ করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি—তাঁহার মহিমা গানে জীবনকে সার্থক করিবার অভিলাষ করিতেছি, তখন প্রথমে কি তাঁহার প্রকাশ দেখিব না? যদি সেই বিশুদ্ধ জ্ঞান-জ্যোতিকে প্রত্যক্ষ না করিলাম, তবে মনের ভাব তাঁহাতে কি প্রকারে যাইবে? যদি সেই বিশ্বতশ্চক্ষুকে আমার উপরে দেখিতে না পাইলাম, তবে প্রীতি কাহার প্রতি উচ্ছলিত হইবে! এখনি তাঁহার প্রকাশ

দেখ। আত্মজ্যোতি দ্বারা তাঁহার প্রকাশ দেখ। তিনি সকলের প্রাণ-স্বরূপ। সেই সর্ব্বব্যাপী অমৃত পুরুষ জড়ের মধ্যে, আত্মার মধ্যে ওতপ্রোত-ভাবে আছেন: আমরা যেন তাঁহার দৃষ্টির বহির্ভূত না হই। তাঁহাকে যেন প্রীতি-পুষ্প দান করিতে বিরত না হই। আমারদের যদি এই শুভ উদ্দেশ হয়, তবে তাহা অবশ্যই সিদ্ধ হইবে। দেখ এখনি কি হইতেছে; আমারদিগের ঈশ্বর-লাভের স্পৃহার উদ্দীপনের সঙ্গে সঙ্গেই এখানে তিনি আমারদিগকে দর্শন দিতেছেন; এই আলোক-কিরণে তাঁহার প্রকাশ জাজ্বল্যমান দেখিতেছি; আপনার অন্তরে সেই নিরুপম সুন্দর পুরুষের সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছি। যিনি আমারদের উপাস্য দেবতা; তিনি জাগ্রত জীবন্ত দেবতা; আমারদের শরীরই তাঁহার মন্দির; আত্মা তাঁহার আসন; সেখানে তিনি সর্ব্বদাই বিরাজমান আছেন। দেখ, আমারদের কি মহত্তর অধিকার! তাঁহাকে দেখিবার জন্য আমারদের স্থানান্তরে যাইতে হয় না; যখনই ইচ্ছা করি, সেই পবিত্র স্বরূপকে প্রণাম করিয়া আসি; স্বীয় আত্মাতেই তাঁহার অধিষ্ঠান দেখি। সূর্য্য চন্দ্র ওষধি বনস্পতি অপেক্ষা আত্মা তাঁহার প্রিয় নিকেতন। সেই বিজ্ঞানময় অমৃতময় পুরুষ সর্ব্ব কালে সর্ব্ব স্থানেই আছেন। তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র করিয়া দেখিলে আর সমুদয়ই মৃত্যুর রূপ দেখায়. তাঁহার সহিত বিযুক্ত দেখিলে সকলই মৃত, সকলই অসৎ বোধ হয়। সেই প্রাণের অধিষ্ঠানেই এই সকল প্রাণ-বিশিষ্ট বস্তু-

য়াছে। তিনি "চেতনং চেতনানাং।" সেই চেতনের প্রকাশেই সকলে চেতন পাইয়াছে। তাঁহার সেই সত্য-ভাব গ্রহণ করিয়াই এই জগৎ সৎ হইয়াছে। সেই অমৃতের আশ্রয়েই মনুষ্য অমৃতের অধিকারী হইয়াছে। আমরা অমৃতের পুত্র, এই জন্যই আমরা অমৃত লাভের অধিকারী। যত দিন আমারদের সংসারেরই অধীনতা; তত দিন মৃত্যুর পাশে বদ্ধ আছি, মৃত্যু-মুখেই প্রবিষ্ট আছি। সংসারের সকলই মৃত্যুর রূপ, অমৃতের ভাব ইহাতে কিছুই নাই। সংসার মৃত্যুর প্রতিকৃতি—ঈশ্বরই অমৃত নিকেতন। তাঁহার সহিত সম্বন্ধ নিবদ্ধ করিলেই আমরা সংসারের পার জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্ম-ধাম দেখিতে পাই এবং আপনা হইতেই বলিতে থাকি, "যএতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি।" সেই প্রাণের সহিত যিনি আপনাকে যুক্ত করিয়াছেন, তিনি মৃত্যুর হস্ত দেখিয়া আর ভয় পান না; তিনি অমৃত লাভের প্রতি স্থির-নিশ্চয় থাকেন।

আমারদের আত্মা তাঁহার আসন; তিনি আমারদের উপাস্য দেবতা। আমারদের উপাসনা বাহ্যিক নয়, কিন্তু আন্তরিক উপাসনা। যখন আমারদের আত্মাতে ঈশ্বরের আবির্ভাব দেখি, তখন কি আনন্দ! তাঁহাকে সাক্ষাৎ লাভ করিবার জন্য কত লোকে কত প্রকার কষ্ট সাধন করিতেছে; কত কঠোর তপস্যায় শরীর ক্ষয় করিতেছে। যাহারদের আত্মার সঙ্গে তাঁহার সম্বন্ধ না বুঝিয়া বাহ্য ক্রিয়াতেই তাঁহাকে লাভ করিতে যায়, সুতরাং নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আইসে। ব্রাহ্ম-ধর্ম্মে এই

জন্য আছে, "যোবাএতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বা অস্মিন্ লোকে জুহোতি যজতে তপস্তপ্যতে বহূনি বর্ষসহস্রাণি অন্তবদেবাস্য তদ্ভবতি।" যে ব্যক্তি তাঁহাকে না জানিয়া যদিও বহু সহস্র বৎসর হোম যাগ তপস্যা করে, তথাপি সে স্থায়ী ফল প্রাপ্ত হয় না—সে সেই ব্রহ্মের পরম পদ প্রাপ্ত হয় না, সংসারগতিকেই প্রাপ্ত হয়। কিন্তু আমারদের সৌভাগ্যের সীমা কোথা—আমরা শান্ত সমাহিত-চিত্ত হইলেই স্বীয় আত্মাতে সহজেই সেই পরম দেবতার সাক্ষাৎ পাই এবং তাঁহারই প্রসাদে তাঁহার সত্তাতে নিঃসংশয় হইয়া সকল পাপকে অতিক্রম করি। পূর্ব্ব কালের পবিত্র ঋষিদিগের ন্যায় যখন তাঁহার সত্তাতে নিঃসংশয় হইয়া তাঁহাকে সর্ব্বত্র দেখিতে পাই—সেই "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মকে যখন হৃদয়ে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করি; যখন তাঁহার চক্ষু আমার চক্ষুর উপরে পতিত দেখি; তাঁহার সঙ্গে যখন অত্যন্ত নিকট সম্বন্ধ হয়; তাঁহাতে আমাতে আর কিছুই ব্যবধান থাকে না—তিনি আমার পিতা, আমি তাঁহার পুত্র; তিনি আমার গুরু, আমি তাঁহার শিষ্য; তিনি আমার মাতা, আমি তাঁহার স্নেহের ধন; তখনই মনের সহিত বলিতে পারি যে "ত্বং হি নঃ পিতা যোঽস্মাকং অবিদ্যায়াঃ পরং পারং তারয়সীতি।" তুমি আমারদের পিতা; যিনি আমারদিগকে অন্ধকার সংসারের পারে উত্তীর্ণ করেন। তখন মুক্ত হৃদয়ে প্রার্থনা করিতে পারি যে "মাতেব পুত্রান্ রক্ষস্ব শ্রীশ্চ প্রজ্ঞাঞ্চ বিধেহি নইতি।" মাতার ন্যায়

আমারদিগকে রক্ষা কর; তুমি আমারদিগকে শ্রী দেও, প্রজ্ঞা দেও। যখন সেই অভয়-দাতা পিতা, জ্ঞান-দাতা গুরু, স্নেহ-দাতা মাতার ভাব আমরা একত্রে গ্রহণ করি; তখন তাঁহার প্রতি কি গাঢ় নির্ভরের ভাব হয়! তাঁর প্রীতি পাইয়া আমারদের প্রেমাশ্রু বিসর্জন করিতে থাকি। তিনি আমাকে দেখিতেছেন, জানিতেছেন, প্রীতি করিতেছেন, যখন এই ভাব আমারদের সমুদয় ভাবের সহিত সম্মিলিত হয়; তখন আমরা নূতন জীবন পাই; তখন তাহাকে পাইয়া সকলেরই অর্থ পাই; তখন সংসার আর প্রহেলিকার ন্যায় থাকে না; তখন যে দিকে দৃষ্টি করি, তাঁর সঙ্গে সকলেরই যোগ দেখি; স্বদেশ বিদেশ, সকল স্থানে সকল অবস্থাতে, তাঁরই মহিমা দেখিতে পাই। "প্রাণোহ্যেষয়ঃ সর্ব্বভূতৈর্ব্বিভাতি।" ইনি প্রাণ-স্বরূপ, যিনি সর্ব্বভুতে প্রকাশ পাইতেছেন। "বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতোমুখোবিশ্বতোবাহুরুত বিশ্বতস্পাৎ।" যেমন আমার উপরে তাঁহার চক্ষু, সেইরূপ সর্ব্বত্রই তাঁহার চক্ষু; সর্ব্বত্রই তাঁহার হস্ত—বৃক্ষের পত্রে, পক্ষীর পতত্রে; সমুদ্রের গাম্ভীর্য্যে, পর্ব্বতের উচ্চতায়। সকল শক্তির অভ্যন্তরে তাঁহার শক্তিরই প্রভাব; সেই প্রাণের অধিষ্ঠানে জগৎ জীবিত রহিয়াছে। সকল কৌশলে তাঁহার জ্ঞান; সকল ঘটনাতে তাঁহার মঙ্গল-ভাব; সকল জগতে তাঁহার প্রেম। যখন শোকে কাতর হই, তখন সেই মাতার ক্রোড়েই আমরা সুরক্ষিত হই। যখন সংসারের প্রীতি হইতে বঞ্চিত হই, তখন তাঁহার অতুল প্রেমে আমরা

নিলীন থাকি। সকল জগতে তাঁরই জ্ঞান, তাঁরই প্রেম, তাঁরই মঙ্গল-ভাব। হা! আমি এইক্ষণে কি দেখিতেছি! কোথায় রহিয়াছি! এক্ষণে আমি ভুলোকেও নাই, দ্যু-লোকেও নাই, সেই পরম লোকে রহিয়াছি, ঈশ্বরের মহিমার মধ্যেই স্থিতি করিতেছি। এ আনন্দ মন আর ধারণ করিতে পারে না, বাক্য কি বলিবে।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

অষ্টম ব্যাখ্যান।

৪ আশ্বিন ১৭৮২ শক।

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে। তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি॥

সুন্দর পক্ষী—কি না জীবাত্মা আর পরমাত্মা; পরমাত্মার সৌন্দর্য্যের আভা পাইয়া জীবাত্মাও সুন্দর হইয়াছে। এই জীবাত্মা আর পরমাত্মা এক বৃক্ষ অবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন—কি না এক শরীর অবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন। তাঁহারা সর্ব্বদা একত্র থা[illegible] পরমাত্মা আর জীবাত্মা আশ্রয় আশ্রিত ভাবে একত্রে আছেন। তাঁহারা উভয়ে পরস্পরের সখা—পরমাত্মা প্রেম দ[illegible]

করিয়া পালন করিতেছেন, জীবাত্মা সংসারে থাকিয়া তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করিতেছেন; এই জন্য উভয়েই উভয়ের সখা। তন্মধ্যে এক জন সুখেতে ফল ভোজন করেন, ঈশ্বরের উদার সদাব্রতে জীবাত্মা জীবনের সমুদয় কল্যাণ উপভোগ করেন; অন্য নিরশন থাকিয়া কেবল দর্শন করেন, সাক্ষী স্বরূপ পরমাত্মা তাঁহার আশ্রিত সন্তানদিগকে সুখে সঞ্চরণ করিতে দেখিয়া পিতা মাতার ন্যায় পরিতৃপ্ত হয়েন। জীবাত্মা পরমাত্মার এই প্রকার নিকট সম্বন্ধ; এক জন ফল-প্রদাতা, এক জন ফল-ভোক্তা। তাঁহার করুণা-বারিতে যে সকল সুখ প্রচুর রূপে বর্ষিত হইতেছে, জীবাত্মা তাহাতে কৃতজ্ঞ হইয়া তাঁহাকে নমস্কার পূর্ব্বক ভোগ করিতেছে। সেই আশ্রয়-দাতার আশ্রয়-লাভে জীবাত্মা নির্ভয়ে সঞ্চরণ করিতেছে। আত্মার স্বাধীনতা দেখ। ইহা কোন প্রকারেই কাহারও অধীন হইতে চাহে না। স্বাধীনতাতে আত্মার যে প্রকার সুখ, তাহা সকলেই অনুভব করিতেছেন। এখানে নানা ঘটনা, নানা অবস্থায় পড়িয়া যদিও তাহাকে অধীন হইতে হইতেছে, কিন্তু আত্মার অন্তরের ভাব স্বাধীনতা। সেই স্বাধীনতা-সুখই তাহার সকল সুখ,—পরের অধীনতাতেই তাহার সকল দুঃখ; কিন্তু দেখ ঈশ্বরের অধীনে থাকায় আত্মার কেমন আনন্দ। সে আর কাহারো অধীন হইয়া থাকিতে চাহে না; কিন্তু ঈশ্বরের অধীনতা ব্যতীত থাকিতে পারে না; তাঁহার সহচর অনুচর হইয়া, তাঁহার দাস ও সেবক হইয়া, থাকিতেই তাহার আনন্দ; তাঁহার

ইচ্ছার অধীনে আপনার ইচ্ছাকে নিয়োগ করিতে পারে, এই তাহার মহত্ত্ব। আমারদের যে মুক্তির অবস্থা, যাহাতে আমারদের সংসার-আকর্ষণ ও বিষয়-বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ হইবে; সে অবস্থা প্রার্থনীয় কিসে? সে কেবল এই জন্য যে সংসারের অধীনতা পরিত্যাগ করিয়া ঈশ্বরেরই সম্পূর্ণ অধীন থাকিতে পারিব—তাঁহার পদতলেই সর্ব্বদা বিশ্রাম করিব—তাঁহার সেবক হইয়া তাঁহার অর্চ্চনা করিব—যাহাতে তাঁহার প্রিয় অভিপ্রায় সম্পন্ন হয়, আনন্দের সহিত তাহা সম্পন্ন করিতে পারিব। যদি কেবল দুঃখ ক্লেশ ও সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হওয়ার নামই মুক্তি হয়—যদি সে অবস্থাতে তাঁহার সেবা, তাঁহার উপাসনা, তাঁহার প্রিয়-কার্য্য সাধনে আমারদের অধিকার না হয়; তবে এই উদাসীন অবস্থাতে আমারদের কি হইবে? ঈশ্বরের অধীন হওয়াতেই আত্মার আনন্দ; তাঁহার সেবক হওয়াতেই তাঁহার মহত্ত্ব। সকল হইতে তাহার উচ্চ অধিকার এই যে সে তাঁহাকে সেবা করিবার, তাঁহার পূজা করিবার, তাঁহার প্রিয়-কার্য্য সাধন করিবার অধিকারী হইয়াছে।

যিনি আমারদিগের প্রভু, আমারদের ঈশ্বর, আমারদের জীবন-দাতা; যাঁহার অধীন না হইয়া থাকিলে, যাঁহার দক্ষিণ মুখ না দেখিতে পাইলে, জীবন বৃথা হয়; তিনিই আমারদের সখা। তিনি আমারদিগকে প্রীতি করিতেছেন এবং তিনি আমারদের নিকট হইতে প্রীতি চাহেন; তিনি প্রেম দান করিয়া আমারদের প্রেম আকর্ষণ করিতে-

ছেন। তিনি প্রীতি-নয়নে আমারদিগকে দেখিতেছেন, আত্মার উৎকর্ষতা সাধন করিতেছেন; আপনার দিকে তাহাকে লইয়া যাইতেছেন; আনন্দের উপর আনন্দে তাহাকে প্লাবিত করিতেছেন; আমরা তাঁহাকে প্রীতি দান করিয়া কৃতার্থ হইতেছি। অতএব জীবাত্মা পরমাত্মা উভয়ে উভয়ের সখা। আমরা আমারদের ক্ষুদ্র ইন্দ্রিয় দ্বারা যে সকল সুখ লাভ করিতেছি, তাহারই সীমা করা যায় না; তবে জ্ঞান-ধর্ম্ম-প্রীতির প্রস্রবণ হইতে আরো কত বিমল আনন্দ উৎসারিত হইতেছে, তাহার কে পরিমাণ করিবে? এই প্রেম এই জ্ঞান এই আনন্দের ক্রমাগতই উন্নতি হইবে, ইহা দেখিয়া কৃতজ্ঞতা মনে কি প্রকারে ধারণ করিব? যদি আপনার জন্যই কৃতজ্ঞতা সীমাকে অতিক্রম করিয়া উচ্ছসিত হইয়া উঠে; তবে সকলের হইয়া যদি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করিতে যাই, তবে বাক্য কি বলিবে? আপনার উপরেই ঈশ্বরের যে প্রেম, যে মঙ্গল-দৃষ্টি, অনুভব করিতেছি, তাহা বলিতে গিয়া বাক্য যদি নীরব হয়, মনে করিতে গিয়া মন যদি নিস্তব্ধ হয়; তবে অনন্ত লোক হইতে অনন্ত লোকে অসংখ্য জীবের উপর তাঁহার যে প্রেম ও করুণার বর্ষণ হইতেছে, তাহা কি প্রকারে মনে ধারণ করিব? এইক্ষণে আমরা সকলে ভ্রাতৃ-সৌহার্দ্দ ভাবে মিলিত হইয়া ঈশ্বরের যে উদার প্রসাদ সম্ভোগ করিতেছি, এই সকলের হইয়া তাঁহাকে কি শব্দে, কি মনে, কি প্রকারে, ধন্যবাদ দিতে পারি?

আমরা এমন ক্ষুদ্র—দোষেতে গ্লানিতে আবৃত; তথাপি ঈশ্বর আমারদের সখা। আমারদের কি উচ্চ অধিকার! যিনি দেবতার দেবতা, রাজার রাজা, তাঁহার দৃষ্টি আমারদের উপরে—কেবল তাঁহার দৃষ্টি আমারদের উপরে নয় কিন্তু তিনি আমারদের সখা। মনুষ্যের মধ্যে কোন উচ্চ পদের লোককে আমরা সখা বলিতে কুণ্ঠিত হই; কিন্তু সেই মহেশ্বরকে সখা বলিয়া ডাকিতে কুণ্ঠিত হইতেছি না। সেই দেব-দেব আমারদের সখা। তাঁহার প্রীতিতে আমাদের প্রীতিতে সম্মিলিত হইতেছে। তাঁহার অধীনে থাকিতে আমারদের আহ্লাদ—আমারদের নেতা হইতে তাঁহার ইচ্ছা। আমরা তাঁহাকে প্রভু বলিয়া সেবা করিতেছি, তিনি আমারদিগকে ভৃত্যের ন্যায় পোষণ করিতেছেন। যখন তাঁহাকে বলি "তুমি আমারদের প্রভু, আমারদের শরণ্য, আমারদের পূজনীয়; তুমি আমারদের রক্ষা-কর্ত্তা—যখন "মহান্ প্রভুর্ব্বৈ পুরুষ" এই বাক্য উচ্চারণ করি; তখন সমুদয় আত্মা হইতেই সায় পাই। অন্তরে ঈশ্বরের ভাব না থাকিলে, কথাতে ভাবেতে এ প্রকার কখনই মিলিতে পারে না। যাহারা অহর্নিশি সাংসারিক সুখেই উন্মত্ত থাকে, তাহারদেরো কর্ণ-পথে যদি এই মহাবাক্য যায় "সর্ব্বস্য শরণং সুহৃৎ" তবে এই শব্দ শুনিবা মাত্রই তাহারদের অন্তরের ভাব তৎক্ষণাৎ প্রকাশিত হইয়া উঠে! দেখ, আত্মে পরমাত্মাতে কেমন যোগ। যদিও মহামোহে মুগ্ধ থাকি, তথাপি তাঁহার নাম শুনিবামাত্র সেই ঘোর অন্ধকারে

মধ্য হইতেও বিদ্যুৎ প্রকাশ হইয়া পড়ে। আত্মার সঙ্গে তাঁহার যে কি নিগূঢ় সম্বন্ধ, তাহা মুখে বলা যায় না। পরমাত্মার সহবাসেই যাঁহার জীবন, তাঁহার কত আনন্দ! ঘোর বিষয়ীর পাষাণ মনও ঈশ্বরের নামে যদি দ্রব হয়; তবে সেই অমৃত সাগরে যাঁহারা সর্ব্বদাই অবগাহন করিতেছেন, তাঁহারদের আত্মার কি উজ্জ্বল ভাব! যাঁহারা সেই সূর্য্য-কিরণে নিরন্তর রহিয়াছেন—সেই মঙ্গল-ছায়াতে নিয়ত বাস করিতেছেন—সেই মলয় বায়ুর হিল্লোল সর্ব্বদা সেবন করিতেছেন, তাঁহারদের ভাব কি প্রকার? তাঁহারদের নিকটে এই মর্ত্ত্য লোকই ব্রহ্ম-লোক; তাঁহারা "অত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে" এখানেই ব্রহ্মকে উপভোগ করেন। বিষয়েই যাঁহারা মুগ্ধ, তাঁহারা এই সকল মহাত্মার দৃষ্টান্ত দেখিয়া আপনারদিগকে শোধন করুন। তাঁহারা নানা দুঃখ, নানা যন্ত্রণা পাইয়া তাহার ঔষধ চিন্তা করুন। ঈশ্বর বিপদ্ প্রেরণ করেন, দণ্ড বিধান করেন, এই জন্য যে আমরা তাঁহার সৎপথে ফিরিয়া আসি। ঈশ্বর বলিতেছেন যে আমাকে ভুলিয়া থাকিও না; আমার অজস্র দান উপভোগ কর, কিন্তু আমাকে স্মরণ করিয়া রহ। এই সমস্ত জগতের যাবদীয় সম্পদের এমন ক্ষমতা নাই যে তাঁহা হইতে বঞ্চিত হইবার ভয় হইতে পরিত্রাণ করিতে পারে। সমুদয় ত্রিভুবনে এমন আনন্দ নাই যে তাঁহা হইতে বঞ্চিত হইবার দুঃখ বিমোচন করিতে পারে। তিনি বিষয়ে তৃপ্তি দেন নাই, তাহারই জন্য যে বিষয়ে তৃপ্ত থাকিলে আমরা তাঁহাকে

পবিত্র আনন্দের দিকে দৃষ্টিপাত করিব না। এই জন্যই তিনি এখানে সুখের সঙ্গে দুঃখ, সম্পদের সঙ্গে বিপদ, মিশ্রিত করিয়া রাখিয়াছেন যে আমরা সেই নিরাপদ স্থানকে অবলম্বন করিতে যত্ন করি। সংসার-কণ্টকে ক্ষত বিক্ষত হইলে আমরা তাঁহার অমৃত আশ্রয় প্রার্থনা করি। সংসারানলে দীপ্ত-শিরা হইলে তাঁহার শীতল বারির নিমিত্তে ধাবিত হই। আত্মার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বিষয়-লালসা যেমন ক্ষীণ হইতে থাকে, ব্রহ্মানন্দ তত অধিক হয়। তখন ঈশ্বরের কার্য্যের জন্যই সংসার, আপনার ভোগের জন্য ঈশ্বর। আমরা এক্ষণে সেই সখার সঙ্গেই একত্রে আছি—তাঁহাকে প্রেমাশ্রু উপহার দেও, মনের সহিত তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা ভক্তি অর্পণ কর। তাঁহাকে সর্ব্বস্ব দান করিয়া জীবনকে সার্থক কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

অষ্টম ব্যাখ্যান।

---

১৮ আশ্বিন ১৭৮২।

ইহৈব সন্তোঽথ বিদ্মস্তদ্বয়ং ন চেদবেদির্ম্মহতী বিনষ্টিঃ। যএতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি অথেতরে দুঃখমেবাপিয়ন্তি ॥

এখানে থাকিয়াই আমরা তাঁহাকে জানিয়াছি; যদি এখানে তাঁহাকে না জানিতাম, তবে মহা বিনাশ হইত।

হইতাম। তাহা হইলে আমারদের দশা কি হইত? সংসার কি অন্ধকার হইত! আমরা এখানে নানা দুঃখ ক্লেশে আবৃত হইয়া কোথাও আর বিশ্রামের স্থান পাইতাম না। এখানকার অন্তরের ও বাহিরের শত্রুদিগের বাণে ক্ষত বিক্ষত হইয়া কোথাও আর শান্তি পাইতাম না। তাহা হইলে সংসারানলে আমারদের সর্ব্বাঙ্গ অনবরতই দগ্ধ হইত, তাহার প্রতীকারের কোন উপায় থাকিত না: এই প্রকার হইলে জীবন কি ভারবহ হইয়া উঠিত। কিন্তু ঈশ্বরের কি অনুগ্রহ! তিনি আমারদের শান্তির জন্য আপনাকে দান করিতেছেন। তিনি আপনাকে প্রকাশ করিয়া আমারদিগের শোক-ভার-ভগ্ন হৃদয়কে নূতন করিয়া দিতেছেন। এখনি তাহা প্রত্যক্ষ হইতেছে। এখনি তাঁহার ছায়াতে থাকিয়া সমুদয় শোক তাপ বিস্মৃত হইয়া গিয়াছি। এই প্রকার যখনি তাঁহার অমৃত সহবাস প্রাপ্ত হইতেছি, তাহার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার ফল লাভ হইতেছে। ইহা প্রত্যক্ষ ফল—ভবিষ্যতে তাহার জন্য আর প্রতীক্ষা করিতে হয় না। এক্ষণে চতুর্দ্দিক হইতেই আনন্দ আমারদিগকে আলিঙ্গন করিতেছে। তাঁহার উপাসনার ফল সঙ্গে সঙ্গেই মিলিতেছে, ভবিষ্যৎকে প্রতীক্ষা করিতে হইতেছে না। তিনি যেমন প্রত্যক্ষ হইতেছেন, তেমনি প্রত্যক্ষ ফল প্রদান করিতেছেন। অনন্ত কাল পর্য্যন্ত যে তাঁহাকে উপাসনা করিবার আশা আছে, তাহা তিনি প্রতিক্ষণেই পূর্ণ করিতেছেন। প্রতিক্ষণে এই আশা আরো উজ্জ্বল হইতেছে।

আমরা যদি এই অধস্থ মর্ত্ত্য লোকে থাকিয়া এমন মলিন হইয়াও তাঁহার সহবাস-জনিত আনন্দ উপভোগ করিতে পারিতেছি; তবে ক্রমে যত পবিত্র হইয়া উচ্চ হইতে উচ্চতর লোকে গমন করিব, তখন যে অবিচ্ছেদে তাঁহাকে আরো উপভোগ করিতে পারিব, তাহাতে আর সংশয় কি? এখান হইতে এই বিশ্বাসের দৃঢ়তা হইতেছে যে উত্তরোত্তর তাঁহার আরো উজ্জ্বল প্রকাশ দেখিতে পাইব—নিরন্তর তাঁহার সহবাসে থাকিব—আর কখনই তাঁহা হইতে আমারদের বিচ্যুতি হইবে না।

এখানে থাকিয়া যদি তাঁহাকে না জানিতাম, তবে মহা বিনাশ প্রাপ্ত হইতাম। এখানকার এই সকল ক্ষুদ্র বিষয়ের মধ্যেই বদ্ধ থাকিয়া জরা-জীর্ণ হইয়া যাইতাম; মৃত্যুর সময়েও কোন আশা ভরসা থাকিত না। এখানে কারাবাসীর ন্যায় অন্ধকারেই দিন যাপন করিতাম, এক-টুকুও আশা-রশ্মি আমাদের হৃদয়ে আলোকের সঞ্চার করিত না। হা! আমরা যদি তাঁহাকে না জানিতাম, তবে মহা বিনাশ প্রাপ্ত হইতাম। কিন্তু দেখ ঈশ্বরের কি করুণা! তিনি এখানেই আমারদিগকে আপনাকে উপভোগ করিতে দিয়াছেন; এবং আশা দিয়াছেন, যে অনন্ত কাল তাঁহাকে উপভোগ করিতে পাইব। চন্দ্র, তারক, পশু, পক্ষী, তাহারা এ প্রকার কিছুই জানে না; তিনি চন্দ্র তারকের অন্তরাত্মা, চন্দ্র তার তাহা জানে না। নিকৃষ্ট পশু-সকল তাঁহাতেই জীবিত রহিয়াছে, তাঁহা হইতেই রক্ষিত হইতেছে, তাঁহাতেই বাস করে—

তেছে ; কিন্তু সেই সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুকেরা আপন আপন প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতেই ব্যস্ত ; তাহারা তাঁহারই কার্য্য করিতেছে, অথচ কাহার কার্য্য করিতেছে, তাহা জানে না। মনুষ্যের নিকটেই তিনি আপনাকে প্রকাশ করিতেছেন। পবিত্র হৃদয় পুণ্যাত্মার নিকটে তিনি তো প্রকাশমান থাকেনই ; কিন্তু যাহারা সাংসারিক সুখেই উন্মত্ত ; যাহারা বিষয়-লালসাতেই ভ্রাম্যমাণ হইয়া এক বারও তাঁহাকে মনে করে না ; তাহারদের মোহ-মেঘাচ্ছন্ন আত্মাতেও তিনি বিদ্যুতের ন্যায় এক এক বার প্রকাশ হইতেছেন। সাধু ব্যক্তির সরল কোমল হৃদয়ে তিনি তো প্রবেশ করিবেনই ; কিন্তু সেই সকল ঘোর বিষয়ীরও হৃদয়ের মধ্যে লৌহময় কবাট ভেদ করিয়া প্রবেশ করেন —ইহাতে মনুষ্যের প্রতি তাঁহার কি অতুল্য স্নেহ প্রকাশ পাইতেছে। পুণ্যাত্মা আনন্দের সহিত তাঁহার সঙ্গে সম্মিলিত হইতেছে ; ঘোর পাপীও নানা ক্লেশ, নানা যন্ত্রণার মধ্যে দিয়াও পরিশেষে তাঁহার আলিঙ্গনের মধ্যে আসিতেছে। যে তাঁহাকে মনেও করে না, তাহাকেও তিনি গ্রহণ করিবার জন্য ব্যস্ত ; কোন পবিত্র সময়ে ঈশ্বরকে স্মরণ হইবা মাত্র হয়ত তাহার নীরস নেত্র হইতেও অশ্রু বিগলিত হয় ; হয়ত ঈশ্বরের সেই বিদ্যুৎ-প্রভাবে তাহার চির জীবন পরিবর্ত্ত হইয়া যায় ; হয়ত সেই অবধি ঈশ্বরের ভাব তাহার হৃদয়ে চিরস্থায়ী হয়। ঈশ্বর এই প্রকারে পাপীকেও আপন গৃহে লইয়া আইসেন। তিনি কেবল অবসর চান ; তিনি অবকাশ দেখেন ; তিনি দে-

থেন, কোন্ সময় আমি প্রকাশ হইলে আমাকে হৃদয়ে স্থান দিবে—কোন্ সময় আমার ক্রোড়ে আসিয়া শীতল হইবে। আমরা যদিও তাঁহাকে মনেও করি না, তাঁহাকে প্রার্থনা করি না; তথাপি তাঁহার বিশ্রাম নাই, তিনি সর্ব্বদাই অবসর দেখিতেছেন, কখন্ আমারদিগকে গ্রহণ করেন। তিনি সকলের জন্যই ক্রোড় প্রসারিত করিয়া রাখিয়াছেন।

হে অকৃতজ্ঞ মনুষ্য-সকল! তোমরা কি তাঁহাকে একটুকুও মনে করিবে না; তাঁহার এই প্রকার প্রেম ও অজস্র কৃপা দেখিয়া তাঁহাকে মনের সহিত কি এক বারও ধন্যবাদ দিবে না। আমরা কি বিমূঢ়, তিনি আমারদিগকে সর্ব্বদাই আপন ক্রোড়ে আহ্বান করিতেছেন; আমরা সেই মাতৃ-স্নেহের আহ্বান শ্রবণ করি না। তিনি আমারদিগকে অমৃত বারিতে অভিষিক্ত করেন, এই তাঁহার অভিলাষ; আমরা তাঁহার প্রতি দৃষ্টি করি না। তিনি নিয়তই প্রেম দান করিতেছেন; আমাদের ইচ্ছা নাই, স্পৃহা নাই, প্রীতি নাই, এই জন্যই তাঁহার প্রেম উপলব্ধি করিতে পারি না। আমরা যখনি তাঁহাতে আত্মাকে সমর্পণ করি, তখনই তিনি তাহা পূর্ণ করেন। যিনি পুষ্পকে সৌন্দর্য্যে পূর্ণ করিতেছেন, সূর্য্যকে আলোকে পরিপূর্ণ করিতেছেন; তিনি আপনাকে দিয়া আত্মাকে পূর্ণ করেন। সেই অনন্ত প্রস্রবণ কখনই শুষ্ক হয় না। আমারদের যতই গ্রহণ করিবার শক্তি — তিনি ততই দান করিতে থাকেন।

যদিও এখানে তাঁহাকে সকলে মনে করে না; কিন্তু

তিনি সকলকেই সংশোধন করিতেছেন, কাহাকেও তিনি পরিত্যাগ করেন না। তাঁহার পরিবারের মধ্যে কোন সন্তানই চিরকাল পতিত থাকিবে না; পাপী পুণ্যাত্মা সকলকে তিনি আপন গৃহে লইয়া যাইবেন—সকলকেই আপন আলিঙ্গন-পাশে বদ্ধ করিবেন। তাঁহার মঙ্গল-স্বরূপে আমারদের এই প্রকার বিশ্বাস। এই পৃথিবীতে থাকিয়াই ক্রমে সকলে ধর্ম্মেতে প্রীতিতে উন্নত হইবে—ঈশ্বর সকলেরই হৃদয় অধিকার করিবেন, এখানকার দুর্গতির অবস্থা ক্রমে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে, তাঁহার রাজ্যে এই ব্রাহ্মধর্ম্ম পরিব্যাপ্ত হইবে, সকলে ভ্রাতৃ-রূপে মিলিত হইয়া সেই পরম পিতার চরণ সেবা করিবে; তখন সকলে—তখন সকলে আপনাদের সৌভাগ্য বুঝিয়া মুক্ত কণ্ঠে বলিতে থাকিবে—আমরা যদি তাঁহাকে না জানিতাম, তবে মহা বিনাশ প্রাপ্ত হইতাম। এক্ষণকার যেরূপ বিকৃতির অবস্থা, তাহাতে বুদ্ধিতে কখনই নিরূপণ করা যায় না, কি রূপে এই প্রকার সুখের রাজ্য উদয় হইবে কিন্তু যখন ঈশ্বরের মঙ্গল-স্বরূপ হৃদয়ে প্রতিভাত হয়; যখন সত্যের প্রভাব মনে উদয় হয়; তখন এই রূপ বিশ্বাস হয় যে পৃথিবীর সমুদয় লোকই ব্রাহ্ম ও ব্রহ্ম-পরায়ণ হইয়া একান্তঃকরণে ঈশ্বরের আরাধনা করিবে, সকলে ধর্ম্মেতে প্রীতিতে বর্দ্ধিত হইয়া সেই এক মাত্র পিতার অধীন ও শরণাপন্ন হইবে। ঈশ্বর সকল মনুষ্যকেই কৃতার্থ করিবেন; যে তাঁহার জন্য ব্যাকুল হইবে, তাহার ব্যাকুলতা তিনি শান্তি করিবেন।

কি আশ্চর্য্য! আমরা এখানে থাকিয়াই তাঁহাকে জানিতেছি। এই পরিমিত ক্ষুদ্র জীবন ধারণ করিয়া সেই অনন্ত অসীমকে জানিবার অধিকারী হইয়াছি। তাঁহাকে জানিলে জানিবার কি আর অবশিষ্ট থাকে। "কস্মিন্ ভগবো বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি" কাহাকে জানিলে, হে ভগবন্! এই সকল জানা যায়? এই প্রশ্নের উত্তর এই যে সেই সত্যকে জানিলে সামান্য রূপে আর সকল জানা যায়। জ্ঞানের অন্ন সত্য; পরমেশ্বর যিনি তিনি পরম বস্তু; তিনি সত্য বস্তু—তিনিই এক মাত্র জ্ঞানের তৃপ্তির স্থল। আসক্তিহীন প্রশান্ত-চিত্ত কৃতাত্মা ঋষিরা তাঁহাকে পাইয়াই জ্ঞান দ্বারা তৃপ্ত হইয়াছিলেন। জ্ঞান যত ক্ষণ না এই সকল পরিমিত বিষয় হইতে তাঁহাতে গিয়া বিশ্রাম করে, তত ক্ষণ আর তাহার শান্তি নাই—সে জ্ঞান চঞ্চলতা ব্যাকুলতার মধ্যেই দন্দ্র-মামান হইয়া পরিভ্রমণ করে; সত্যের অন্বেষণ করিতে যায়, কিন্তু কোন স্থানেই প্রকৃত সত্য প্রাপ্ত হয় না—আর সকল সত্য সেই সত্যের ছায়া। সেই সত্য-স্বরূপকে পাইয়াই আমরা জ্ঞান-তৃপ্ত হই, আমারদের সকল কামনার পরিসমাপ্তি হয়। পূর্ব্ব কালের ঋষি-সকল সেই সত্যের পরম নিধান পরমেশ্বরকে পাইয়াই বলিয়া গিয়াছেন "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" "সত্যমেবায়তনং" "সত্যস্য সত্যং"। এই সকল মহাবাক্যে আমরা "পনো সমুদয় আত্মার সহিত সায় দিতেছি এবং এই সকল বাক্য চির-কালই পরিকীর্ত্তিত হইবে, ও সকলের হৃদয়ে প্রবেশ করি-

বে। সত্যের প্রভাব—ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রভাব যেমন পূর্ব্বকালে, তেমনি এখনও, তেমনি চিরদিনই। ইহা সমুদয় ভ্রম, সমুদয় অন্ধকারের মধ্যেও মনুষ্যের আত্মাতে নিহিত থাকিবে। সত্যের বল যদি কিছু মাত্র থাকে, তবে ক্রমে ক্রমে ইহা সকল পৃথিবীকে উজ্জ্বল করিবে। ঈশ্বর করুন যে অচিরাৎ সকল স্থানেই ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য বিকীর্ণ হইয়া পৃথিবীকে শান্তি ও মঙ্গল-ভাবে প্লাবিত করে।

ওঁএকমেবাদ্বিতীয়ং।

নবম ব্যাখ্যান।

---

২ কার্ত্তিক ১৭৮২ শক।

মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ সত্ত্বস্যৈষপ্রবর্ত্তকঃ।

আমারদের কি সৌভাগ্য! আমারদের সেই প্রিয়তম পরমেশ্বরই স্বয়ং ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক। যিনি "সত্যমেবায়তনং" যিনি "সত্যস্য সত্যং" তিনিই সত্য-ধর্ম্মের প্রাণ ও আশ্রয়। তিনি সত্যের আলোক সকল স্থানেই প্রেরণ করিতেছেন। তিনি আমারদের সাহায্যের নিমিত্তে এ প্রকার মহাত্মাকে মধ্যে মধ্যে প্রেরণ করেন, সত্যই যাঁহার ব্রত; যিনি সেই সত্যকে বিশিষ্ট-রূপে ধারণ করিয়া সমুদায় পৃথিবীতে তাহার প্রচার করেন; প্রাণ, মন, আত্মা, সকলি তাঁহাতে সমর্পণ করেন; ঈশ্বরের প্রতিনিধি হইয়া তাঁহার অখণ্ড মঙ্গল সঙ্কল্প প্রাণ-পণে সিদ্ধ করেন।

ঈশ্বর- ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক—তিনি তাঁহার আজ্ঞাকারী ও ধর্ম্মের প্রচারক। তিনি তাঁহার অনুচর হইয়া, তাঁহার প্রেরিত হইয়া, নানা বিঘ্ন ও বিপত্তির মধ্যেও অপরাজিত হৃদয়ে তাঁহার মঙ্গল কার্য্য সম্পন্ন করিতে থাকেন। আর কিছু-তেই তিনি এমন আনন্দ পান না। ঈশ্বর তাঁহার প্রিয় পুত্রকে বাহিরে নানা কঠোরতা ও বিপদে আবৃত করিয়া শিক্ষা দেন; কিন্তু তিনি স্বয়ং আপনাকেই তাহার পুরস্কার দিয়া তাহার আত্মার আনন্দ ক্রমিকই বর্দ্ধন করেন। তিনি নিজে তো আনন্দময় এবং তিনি তাঁহার অনুরক্ত ভক্তেরও সুখের কিছুই অভাব রাখেন না। যে আত্মা তাঁহার বলে বলী; সে সমুদয় বিঘ্ন, সমুদয় বাধা, অতিক্রম করিয়া তাঁহার পদ-তলের মঙ্গল-ছায়া লাভ করে। তিনিই তাহার বল, তিনিই তাহার অন্ন, তিনিই তাহার ভৃতি ও পুরস্কার।

পরমেশ্বর যখন স্বয়ং ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক, তখন সর্ব্বত্র সত্য-ধর্ম্মের যে প্রচার হইবে, তাহাতে আর সংশয় কি? ক্রমে পৃথিবীর সমুদয় লোক সত্যকে গ্রহণ করিবে—সত্যকে আলিঙ্গন করিবে। কালেতে এই ফল ফলিবে। কিন্তু প্রতি জনেরই এই বিষয়ে যোগ দিতে হইবে। এমন মঙ্গল কার্য্যে কাহারো যেন অবহেলা না থাকে। যদিও কেহই তাঁহার অখণ্ড মঙ্গল অভিপ্রায়কে প্রতিরোধ করিতে পারে না; তথাপি তাঁহার মহতী ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছা পূর্ব্বক যোগ দিলে তাহাতে আমারদেরই গৌরব। দেব-প্রসাদ ভিন্ন কিছুই সিদ্ধ হয় না; কিন্তু আত্ম-প্রভা‍বের

ও আন্তরিক যত্নের যেন ত্রুটি না থাকে। যিনি আমারদের আত্মাকে বলীয়ান্ করিয়াছেন এবং আমারদিগকে প্রার্থনা-রূপ বাক্য দিয়াছেন; তাঁহার কি ইহা অভিপ্রায় নহে যে আমরা তাঁহার কার্য্য সমুদয় আত্মার সহিত সম্পন্ন করি এবং তাঁহার প্রসাদের জন্য তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করি? তিনি যে তাঁহার জ্যোতি আমারদের সম্মুখে প্রকাশ করিতেছেন, আমরা যেন তাহা চক্ষে গ্রহণ করি। যখন তাঁহার কৃপা-বারি পতিত হয়, তখন তাহা যেন আমরা হৃদয়ে সর্ব্ব প্রযত্নে ধারণ করি। তাঁহার প্রসাদ ক্রমিকই অবতীর্ণ হইতেছে; কিন্তু আমাদের যত্ন চাই, প্রার্থনা চাই, প্রীতি চাই, অনুরাগ চাই, স্পৃহা চাই; তবে তাহা গ্রহণ করিতে পারি।

জ্ঞানকে প্রস্ফুটিত করিয়া তাঁহার সেই সত্য-ভাব গ্রহণ কর। তাঁহাকে কে দেখিতে পায়? আত্মাকে যিনি পবিত্র করেন; যিনি আপনার ইচ্ছাকে তাঁহার ইচ্ছার অনুযায়ী করেন; তিনি তাঁহাকে দেখিতে পান। সত্যকে পাইবার জন্য জ্ঞানকে প্রশস্ত কর। আমারদের জ্ঞান যত উজ্জ্বল হয়, সেই অনুসারে তাঁহার সত্য-ভাবের সঙ্গে আমারদের আত্মার তত সম্মিলন হয়। জ্ঞান যত সত্যকে ধারণ করে—প্রীতি যত প্রশস্ততা লাভ করে, ইচ্ছাকে যত তাঁহার ইচ্ছার অধীন করা যায়; ততই তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইতে থাকি। সত্যেতে, প্রীতিতে, স্বাধীনতাতে, উন্নত হইয়া আমরা তাঁহাকে অধিক করিয়া উপভোগ করিতে পারি।

একাগ্রচিত্ত হইয়া ঈশ্বরের সত্য-স্বরূপ অবলোকন কর। এখনই ইহার প্রশস্ত সময়। এই পবিত্র সময়কে কখনই অবহেলা করিও না। এখন এক বার আত্মাতে সেই সত্যকে অবধারণ কর। হয়ত কল্যইএই আমারদের মধ্যে কাহারও মৃত্যু হইতে পারে। সেই সত্য-স্বরূপকে এক বার দেখিতে পাইলে আর আমারদের ভয় থাকিবে না। যদি তাঁহাকে দেখিতে পাই, তবে মৃত্যু হইলেই বা কি?—আমারদের জীবন তো কৃতার্থ হইল। কিন্তু যদি তাঁহাকে না জানিয়া এখান হইতে অবসৃত হই, তবে আমরা অতি কৃপা-পাত্র। কোন অবসরকে যেন আমরা লঘু মনে না করি। যে কোন প্রশস্ত সময় তাঁহাকে পাই-বার অনুকূল হয়, তাহা যেন অবহেলা না করি। এখনই সেই সত্য-স্বরূপের প্রকাশ দেখ। জ্ঞানকে উজ্জ্বল ক-রিয়া এক বার তাঁহাকে হৃদয়ে ধারণ কর। তিনি সত্য বস্তু—তিনি পরম বস্তু। তিনি সকল আধারের মূলাধার। তিনিই বস্তু--আর সকল তাঁহা হইতেই নিঃসৃত। পশু, পক্ষী; বৃক্ষ, লতা; প্রস্তর, ধাতু; তিনি সকল সত্তার সত্তা, সকল মূলের মূল—সকল সত্যের সত্য। সেই এক হইতে এই সমুদয় নিঃসৃত হইয়া জীবিত রহিয়াছে। সকলি তাঁহাতে স্থাপিত রহিয়াছে। এই অস্থায়ী জগৎ যে সৎ হইয়াছে, সে তাঁহার সত্য ভাব গ্রহণ করিয়াই সৎ হইয়াছে। তিনি বিশ্বাধার মূলাধার পরমেশ্বর—সত্যই তাঁহার আয়তন; জ্ঞানকে উজ্জ্বল করিয়া সেই সত্য-স্বরূপকে ধারণ কর। এক বার মনে করিয়া দেখ, তিনি

জ্ঞানের কেমন আশ্চর্য্য বিষয়। তিনিই পরম সত্য। তিনি প্রাণ-স্বরূপ। তিনি সমুদয়ের প্রাণ-রূপে, অন্তরাত্মারূপে সর্ব্বত্রই রহিয়াছেন। সর্ব্বত্রই তাঁহাকে অবলোকন কর।

তিনি সত্যের সত্য। যে সত্য হইতে আর মিষ্ট বাক্য নাই—যে সত্যের জন্য কত লোকে অনায়াসে প্রাণ দান করিয়াছে; তিনি সেই সত্যের সত্য, তিনি পরম সত্য, তিনি "মহান্ প্রভুর্ব্বৈ পুরুষঃ"—এই বাক্য উচ্চারণ করিবা মাত্র তাঁহার ভাব কেমন হৃদগত হইতেছে। এই কথাতে তাঁহার জ্ঞান, তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছা, তাঁহার শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বভাব; এ সকলই কি সহজে প্রকাশ পাইতেছে। যখনই তাঁহাকে বলি, "মহান্ প্রভুর্ব্বৈ পুরুষঃ" তখনই তাঁহাকে জীবিতবান্ ঈশ্বর রূপে দেখিতে পাই। তিনি পরম বস্তু, এবং তাহা হইতেও অধিক, তিনি পরম পুরুষ। বস্তুর সঙ্গে সে প্রকার চেতন ভাব, জীবিত ভাব, স্বতন্ত্র ভাব, প্রকাশ পায় না। তিনি পূর্ণ পুরুষ—তিনি "চেতনং চেতনানাং" তিনি "প্রাণস্য প্রাণঃ" তিনি শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব। তাঁহাকে পুরুষ রূপে দেখিলেই আত্মার সঙ্গে তাঁহার বিশিষ্ট-রূপ যোগ দেখিতে পাই। সেই পূর্ণ পুরুষের যাহা ইচ্ছা, তাহাতেই মঙ্গল বিধান হইতেছে। তিনি অন্য কাহারো কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইতেছেন না, তাঁহার কেহ নিয়ন্তাও নাই এবং অধিপতিও নাই; তাঁহার যাহা ইচ্ছা, তাহাই মঙ্গল ইচ্ছা এবং তাহাই সম্পন্ন হইতেছে। তিনি সত্য-কাম। তিনি সত্য-সঙ্কল্প। তিনি আমারদের অন্তরের অন্তরাত্মা।

তিনি মঙ্গলের জন্যই সকলি বিধান করিতেছেন। তাঁহার যাহা ইচ্ছা, তাহাই জগতে সম্পন্ন হইতেছে—তাঁহার যাহা ইচ্ছা, তাহাই মঙ্গল ইচ্ছা। তাঁহার অখণ্ড মঙ্গল অভিপ্রায় কেহ প্রতিরোধ করিতে পারে না ; তিনি মঙ্গল-সঙ্কল্প এবং সর্ব্বশক্তিমান্। তিনি শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব, তাঁহার ইচ্ছাকে কেহ বাধা দিতে পারে না ; তিনি আপন ইচ্ছাতে, আপন আনন্দে, সহজে সকলই সম্পন্ন করিতেছেন।

সেই পরমেশ্বরই আমারদের প্রভু ; তিনি আমারদের পূজনীয়, তিনি আমারদের সেবনীয় ; তিনি ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক —তাঁহার মঙ্গলময়ী ইচ্ছা সর্ব্বত্রই জাগরূপ রহিয়াছে। তিনি কেবল বিষয়-রাজ্যের রাজা নহেন, কিন্তু ধর্ম্ম-রাজ্যেরও রাজা ; তিনি কেবল জড় জগতের ঈশ্বর নহেন— তিনি আত্মার অধিপতি, তিনি পাপের মোচয়িতা, তিনি পুণ্যের পুরস্কর্ত্তা, তিনি চিরজীবনের উপজীবিকা। পিতা, কি মাতা, কি কোন এক শব্দে, তাঁহার সকল ভাব ব্যক্ত হয় না ; তিনি আমারদের পিতা, মাতা, গুরু, ভ্রাতা, সখা, সকলি ; তিনি আমারদের অন্তরের অন্তর। তিনি অন্তরতম প্রিয়তম পরমেশ্বর, আত্মার সঙ্গে তাঁহার জীবিত সম্বন্ধ ; তিনি আত্মাতে স্বাধীন ভাব দিয়া তাহাকে তাঁহার সহবাসের যোগ্য করিয়াছেন। তিনি পূর্ণ পুরুষ, আমরাও প্রকৃতি হইতে উচ্চ পদে ; আমরাও পুরুষ। পিতা পুত্রের ন্যায় এ বিষয়ে তাঁহার সঙ্গে আমারদের সঙ্গে মিল আছে। তিনি পূর্ণ মঙ্গল, আমারদের সাধু ৬,

আছে; তিনি শুদ্ধ অপাপ-বিদ্ধ, আমারদের পবিত্রতা ও পুণ্যভাব আছে; তিনি স্বতন্ত্র ও মুক্ত-স্বভাব, আমারদের কর্তৃত্ব আছে। তাঁহার সঙ্গে আমারদের সঙ্গে অতি নিকট সম্বন্ধ; কিন্তু আত্মাকে উন্নত করিলে তবে সেই সম্বন্ধ উপলব্ধি হয়। আমরা যত সাধু-ভাব, পুণ্য-ভাব, ধর্ম্ম-বল উপার্জন করি; তত সেই শুদ্ধ অপাপ-বিদ্ধকে গ্রহণ করিতে থাকি। আমরা যদি পশুর ন্যায়ই থাকি, তবে পশুরা যাহা জানে তাহাই জানি; আহার নিদ্রা, এই সকলই জানিতে পারি। আমরা জ্ঞানেতে, প্রীতিতে, পবিত্রতাতে, যত উন্নত হইতে থাকি; তত ঈশ্বরের সমীপবর্ত্তী হই। আপনাকেই যদি পুরুষ রূপে না বুঝিতে পারি, তবে সেই পরম পুরুষকে কি বুঝিব? যদি সত্য উপার্জ্জন না করি, তবে পরম সত্যকে কি প্রকারে স্মরণ করিব? আপনি পবিত্র না থাকিলে ঈশ্বরের সেই অখণ্ড পবিত্রতা ও মঙ্গল-ভাব কেমন করিয়া উপলব্ধি করিব? যাঁহারা বলিয়া বেড়ান, ঈশ্বরকে জানা যায় না, প্রীতি করা যায় না, তাঁহার সহিত সহযোগ হয় না; তাঁহারদিগকে আর কি বলিব? এই বলিতে পারি; আপনারা পবিত্র হও, জ্ঞানকে উজ্জ্বল কর—ঈশ্বরকে অনুক্ষণ প্রার্থনা কর; অবশ্যই সেই অভয়-পদে আশ্রয় পাইবে—তাঁহার আনন্দ উপভোগ করিতে পাইবে। তাঁহার প্রেম উপলব্ধি করিয়া তাঁহাকে প্রীতি-পুষ্প দ্বারা অর্চ্চনা করিতে পারিবে। তাঁহাকে লাভ করিবার যত্ন কর। অগ্রে কেহ যেন মুখে না বলেন, তাঁহাকে স্মরণ করা

যায় না,—মনে করা যায় না, প্রীতি করা যায় না; চির কাল যাহা ঈশ্বর-পরায়ণেরা বলিয়া আসিতেছেন, সে সকলই মিথ্যা—সকলি প্রলাপ-বাক্য; কিন্তু তিনি আপনাকে অগ্রে পবিত্র করুন, এবং সকল অপেক্ষা যাহা প্রকৃষ্ট উপায়, তাহা অবলম্বন করুন—তাঁহাকে প্রার্থনা করুন; অবশ্যই সেই সত্য-স্বরূপকে দেখিতে পাইবেন—কেন না যে তাঁহাকে অন্বেষণ করে, সে কখনই শূন্য হস্তে ফিরিয়া আইসে না। এই সত্য।

ওঁএকমেবাদ্বিতীয়ং।

দশম ব্যাখ্যান।

---

৭ অগ্রহায়ণ ১৭৮২ শক।

বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতোমুখোবিশ্বতোবাহুরুত বিশ্বতস্পাৎ।

সেই বিশ্বতশ্চক্ষু পূর্ণ পুরুষের দৃষ্টি সকল স্থানেই রহিয়াছে। তিনি এই সমুদয় সংসারের জ্যোতির জ্যোতি। প্রভাকর প্রভা কোথা হইতে পাইল? এ জগৎ সংসার জীবন ও সুখে কোথা হইতে পূর্ণ হইল? এ সকলেরই কারণ সেই আদি-কারণ মূলাধার পরমেশ্বর। বাহিরে, অন্তরে; নির্জনে, সজনে; পর্ব্বতে সমুদ্রে; সর্ব্বত্রই তাঁহার প্রকাশ দীপ্যমান রহিয়াছে। অন্ধকার তাঁহার আবির্ভাব

তিরোভাব করিতে পারে না। জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলন করিলেই সহজে তাঁহাকে দেখিতে পাই, আত্মাকে নির্ম্মল করিলেই তাঁহার উপদেশ-বাক্য শুনিতে পাই, মনকে পরিশুদ্ধ করিলেই তাঁহার রসাস্বাদন করিতে পারি। আমরা কেবল আপনাকে মলিন করিয়া তাঁহা হইতে দূরে পড়ি, আমরা নিজে যখন অন্ধীভূত হই, তখনি তাঁহাকে দেখিতে পাই না। যদি শত সহস্র লোকের দৃষ্টি আমার উপরে থাকে, আর আমি নিজে যদি অন্ধ থাকি; তবে সেই শত সহস্র লোকের দৃষ্টি অনুভব করিতে পারি না, মনে করি একাকীই আছি। কিন্তু ঈশ্বরের দৃষ্টির নিকটে শত সহস্র লোকের দৃষ্টিই বা কি? যে দৃষ্টি সমুদয় জগত সংসারের উপর বর্ত্তমান রহিয়াছে, আমাদের সকলের আত্মার অন্তরতম গূঢ়তম প্রদেশেও যে দৃষ্টি নিপতিত রহিয়াছে, "দগ্ধেন্ধনমিবানলং" পরমেশ্বরের সেই সর্ব্বত্র প্রসারিত অতুল উজ্জ্বল দৃষ্টিও আমরা দেখিতে পাই না। কি প্রকারেই বা পাইব? জড় কি কখন চেতনকে দেখিতে পায়? চেতনই চেতনকে দেখিতে পায়। আমরা জড়ের ন্যায় জড়ীভূত থাকিয়া, যিনি সকল জগতের দ্রষ্টা, সকল জগতের প্রাণ, সেই জ্ঞানময় অমৃতময় পুরুষের প্রতি অন্ধ থাকি; তাঁহার জ্যোতি সকল স্থানেই প্রকাশ পাইতেছে, তাহা আমরা দেখি না; তাঁহার মহান্ নিনাদ সকল স্থান হইতেই নিঃসারিত হইতেছে, তাহা আমরা শ্রবণ করি না। এ কি প্রকার [illegible]হ? আমারদের এ প্রকার মোহ কেন উপস্থিত হয়?

আমরা কি প্রকারে এমন হত-জ্ঞান হই যে ক্ষুদ্র মনুষ্য-কেও যেমন ভয় করিয়া চলি, সেই অন্তর্যামী পুরুষের সাক্ষাতে কুকর্ম্ম করিতে সে প্রকারও ভয় করি না। আমারদের এ কি বিপত্তি, এ কি দুর্ভাগ্য। হে পরমাত্মন্! এই সকল দুর্ভাগ্য ও বিপত্তি হইতে আমারদিগকে উদ্ধার কর। আমারদের সমুদয় জীবনের সঙ্গে তোমার যোগ রক্ষা কর। সকল সৌন্দর্য্যের আকর যে তুমি— সকল মঙ্গলের একায়তন যে তুমি, তোমার প্রতি আমারদের আত্মাকে উন্নত কর, মন যেন তোমা ভিন্ন আর কোন দিকে না যায়, তুমি বিনা আর আমারদের গতি নাই। তোমার নিকটে একাগ্র-চিত্তে এই প্রার্থনা যে তুমি আমারদিগকে যে সকল মহৎ অধিকার প্রদান করিয়াছ, তাহা যেন আমরা মোহান্ধ হইয়া অবহেলা না করি; তুমি আমারদিগকে যে সকল উৎকৃষ্ট বৃত্তি দ্বারা ভূষিত করিয়াছ, তাহা যেন নিরর্থক না যায়, তা[illegible] যেন তোমার মহিমাকে মহীয়ান্ করিতে পারি; আমারদের দেহ মনের সকল শক্তি তোমারই, তাহা যেন তোমার কার্য্যে নিয়োগ করি; তোমার অমৃত রস পান করিতে করিতে, তোমার দক্ষিণ মুখ দেখিতে দেখিতে, যেন আমারদের জীবন অবসান হয়। অদ্য আমরা তোমার উপাসনার নিমিত্তে এখানে সকলে সম্মিলিত হইয়াছি, সমস্ত দিন আমারদের প্রার্থনা ছিল, কখন্ সূর্য্য অস্ত[illegible] হইবে [illegible] এখানে তোমার উজ্জ্ব[illegible] প্রেম-মু[illegible] [illegible] সকলে কৃতার্থ হইব। সেই সময় এখন আ[illegible]

এক বার হৃদয়াসনে আসীন হইয়া আমাদের সেই আশা পূর্ণ কর। তুমি আমাদের পিতা মাতা; তুমি সুহৃৎ, বন্ধু, সখা; তুমি আমারদের প্রতিপালক; তুমি মঙ্গল-দাতা, মুক্তি-দাতা। আমরা সকলে তোমার শরণাপন্ন হইতেছি, তোমার হস্তে সর্ব্বস্ব দান করিতেছি, তুমি আমারদিগকে রক্ষা কর। প্রাতঃকাল অবধি সায়ংকাল পর্য্যন্ত আমরা নানা ঘটনার মধ্যে থাকিয়া সংসারীর মতই ছিলাম, এখন মন কি প্রকার উন্নত হইতেছে। কোথা হইতে তোমার আলোক আসিয়া, তোমার অমৃত-ভাব আসিয়া, সকলকে জাগ্রত করিতেছে। কি চমৎকার! কি আশ্চর্য্য। তোমার সহবাসের আনন্দ যিনি লাভ করিতেছেন, তিনি তাহার তুলনা আর কোথাও পান না। তাঁহার চক্ষু তোমার প্রতিই স্থির রহিয়াছে। তাঁহার রসনা তোমাকেই কীর্ত্তন করিবার জন্য উৎসুক হইতেছে। যে কালে [illegible]ার সহিত বাস করিতে পাই, সে কালে অকিঞ্চিৎকর ধন মান যশের লালসা কি আর মনেতে থাকিতে পায়? সূর্য্য-কিরণের মধ্যে থাকিয়া খদ্যোতের আলোক কি কেহ প্রার্থনা করে? তেমনি যখনি আত্মা তোমার প্রতি উন্নত হইয়া ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করে, তখন পৃথিবীর নীচ চিন্তা, নীচ কামনা-সকল, আর থাকিতে পায় না। তখন মনের প্রবল স্পৃহা হয় যে পবিত্র ধর্ম্মের আনন্দ কি প্রকারে চির দিন সম্ভোগ করিব; কি প্রকারে চির দিন [illegible]মার [illegible] সহবাসে যাপন করিব। তখন দেবতা [illegible] আপনাকে তোমার উপাসনার অধিকারী জানিয়া

কি মহত্ত্বই লাভ করি। হে পরমাত্মন্! আমারদের আত্মাতে এই প্রকার উন্নত ভাব প্রেরণ কর। আমরা যেন তোমার নিকটে আসিয়া এখান হইতে শূন্য-হস্তে ফিরিয়া না যাই। যাহার জন্য আমরা সকলে এই সমাজ-মন্দিরে সম্মিলিত হইয়াছি, কিনা তোমার পবিত্র সাক্ষাৎ-কার লাভ করিবার জন্য, তাহা তুমি প্রসন্ন হইয়া প্রদান কর। যাঁহারা এক বার এই পবিত্র ব্রাহ্ম-সমাজে আসিয়া তাঁহার উজ্জ্বল ভাব দেখিতে পান, তাঁহাদের প্রতি স-প্তাহেই মনে হইবে, আমারদের সেই মহান্ উৎসব পুন-র্ব্বার আসিতেছে। তখন এই স্থানকেই দেব-লোক মনে হইবে। এক বার মনে করিয়া দেখ দেখি যে এখানে আমরা সকলে মিলিয়া এক হৃদয়ে ঈশ্বরের মহিমা কীর্ত্তন করিতেছি, আমরা সকলেই তাঁহাকে স্বীয় স্বীয় অকপট প্রেমোজ্জ্বল হৃদয় প্রদান করিতেছি,—সমুদয় হৃদয়, সমুদয় প্রীতি, সর্ব্বস্ব, তাঁহাতে সমর্পণ করিতেছি: তবে এই স জকেই দেব-লোক তুল্য বোধ হয় কি না? এই পবিত্র ... সাক্ষাৎ প্রিয়তম পরব্রহ্মের উপাসনা করিয়া পাপ ও মলি-নতা সমস্ত দগ্ধ হইয়া যায়। হে পরমাত্মন্! আমারদের আত্মাকে তোমার প্রতি উন্নত কর। আমরা যদি কখন তোমার নিকটে অপরাধী হই, তবে আমারদিগকে সহস্র দণ্ড দেও, কিন্তু যেন—কখন যেন ঘন-বিষাদ-পূর্ণ মলিন-হৃদয় হইয়া তোমার বিচ্ছেদ-যন্ত্রণা স [illegible] করিতে না হয়।

হে পরমাত্মন্ [illegible] বাক্য তোমাকে বলিতে গিয়া

গিয়া নিবৃত্ত হয়। তুমি যখন কৃপা করিয়া আমার হৃদয়কে অধিকার কর, তখনই আমি বল পাই। আমার কি ক্ষমতা যে তোমার ভাব মুখে ব্যক্ত করি—তোমার প্রসন্নতা, তোমার আবির্ভাবই আমার সকলই। হে ঈশ্বর! এই সকল বাক্য দ্বারা যেন সকলের আত্মা তোমার প্রতি উন্নত হয়।

ওঁএকমেবাদ্বিতীয়ং।

একাদশ ব্যাখ্যান।

১৪ অগ্রহায়ণ ১৭৮২ শক।

তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তং।

পরমেশ্বর যিনি, তিনি "মহান্ প্রভুর্ব্বৈ পুরুষঃ।" [illegible] কেবল পরম বস্তু নহেন; কিন্তু তাহা হইতেও অধিক, তিনি পরম পুরুষ। তাঁহাকে আদি কারণ বলিলেই তাঁহার ভাব ব্যক্ত হয় না; তাঁহাকে সর্ব্বশক্তিমান্ আদি কারণ বলিলেও তাঁহার সকল ভাব প্রকাশ হয় না। যে পর্য্যন্ত না তাঁহাকে পরম পুরুষ রূপে দেখিতে পাই; তাঁহার জ্ঞান, তাঁহার পবিত্রতা, তাঁহার মঙ্গল-ভাব, তাঁহার স্বতন্ত্রতা [illegible] উপলব্ধি না করি; সে পর্য্যন্ত তাঁহাকে জীবিত [illegible] শক্তি এই জ্ঞান-

[illegible] হইতে পারে না, ইহার

মূলে জ্ঞান-স্বরূপ প্রেম-স্বরূপ পরম পুরুষ আছেন। বস্তুর সঙ্গে নিয়ন্তৃত্ব কর্ত্তৃত্ব ভাব নাই। পুরুষের সঙ্গে সঙ্গে নিয়ন্তৃত্ব ও শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বভাব প্রকাশিত হয়। বস্তুর স্বভাব এই যে নিয়োজিত হয়, পুরুষের স্বভাব এই যে নিয়োগ করে। যাঁহারা ঈশ্বরকে পরম পুরুষ রূপে উপলব্ধি করিতে পারেন নাই; তাঁহারা সৃষ্টির ভাব মনে করিতে গিয়া নানা ভ্রমে পতিত হন। তাঁহারা প্রকৃতির অতীত শক্তিকে না দেখিয়া প্রকৃতি হইতেই সকল দৃষ্টান্ত গ্রহণ করেন। তাঁহারা বলেন যে বীজ হইতে যেমন যব ব্রীহি উৎপন্ন হয়, ঈশ্বর হইতে জগৎ সেই রূপ উৎপন্ন হইয়াছে। কেহ বলেন যে তিনি বাধ্য হইয়া এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। অনেকে ঈশ্বরের সঙ্গে জগতের সঙ্গে একীকৃত করিয়া ফেলেন; অনেকে জগৎ-কারণকে কেবল এক অন্ধ শক্তির ন্যায় বিবেচনা করেন। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্ম অন্য প্রকার উপদেশ দেন। ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম এক অন্ধ ই শক্তিকে জগতের আদি কারণ বলেন না; কিন্তু মহান্ পুরুষের ইচ্ছা ইহার মূলে দেদীপ্যমান দেখেন। তাঁহার ইচ্ছার সঙ্গে জ্ঞান, কর্ত্তৃত্ব এবং মঙ্গল-ভা সকলই আছে। সেই স্বতন্ত্র শক্তি, সেই পরম পুরু, সেই জীবিত ঈশ্বরই পরম কারণ। তিনি বাধ্য হইয়া এই জগৎ সৃষ্টি করেন নাই; কিন্তু হারও সাহায্য ব্যতীত আপন ইচ্ছাতে, আপন মঙ্গল ভা করিয়াছেন। তি নাই, কিন্তু আপনার

সকলই স্বজন করিলেন। তিনি আলোচনা করিলেন, আলোচনা করিয়া যত কৌশল ইহাতে স্থাপন করিলেন, সকলকেই তাঁহার মঙ্গল-ভাব সম্পন্ন করিতে আদেশ করিলেন। তাঁর মঙ্গল নিয়মে সকলই নিয়মিত হইতেছে। সকলেই তাঁহার মঙ্গল শাসন প্রচার করিতেছে। তিনি নিজে যে প্রকার মঙ্গলময় এবং আনন্দময়, জগৎকেও সেই মঙ্গল ভাবে ও আনন্দ-রসে পরিপূর্ণ করিলেন। সেই আ-শ্চর্য্যময়েরই এই আশ্চর্য্য জগৎ। উন্নতিই ইহার জীবন। পৃথিবীর সুখ-শ্রীর উন্নতি হইতেছে, জ্ঞান ধর্ম্মের উন্নতি হইতেছে, মঙ্গল ভাব প্রচার হইতেছে। সেই সনাতন পুরাণই এক ভাবে চিরকাল রহিয়াছেন, আর সকলকেই তিনি উন্নতির মুখে ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁর সৃষ্টিতে কিছুই পুরাতন থাকিতে পারে না; সকলই নূতন নূতন ভাব ধারণ করিতেছে। আমরা যত্ন পূর্ব্বক কিছু নির্ম্মাণ [illegible]লে তাহা ত্যাগ করিতে কত কুণ্ঠিত হই; কিন্তু তাঁহার [illegible]র্য্যময় রাজ্যে তরু-সকল প্রতি বৎসর পুরাতন পত্র পরিত্যাগ করিয়া নূতন পত্র ধারণ করিতেছে—ময়ূরেরা এমন উ[illegible]ল সুন্দর পক্ষ-সকল ফেলিয়া দিয়া আবার নূতন সজ্জা[illegible] সজ্জীভূত হইতেছে। সেই আনন্দময়ের এই জগতে সকলই নূতন ও সুন্দর ও উন্নত হইয়া আসিতেছে। ক্ষুদ্র [illegible] আত্মাকে তিনি আলো[illegible]

[illegible]ন। তিতি তাঁহাকে এখানকার ভাবে,

[illegible] তিনি ক্রমাগতই

[illegible] করিতেছেন—তাঁহার

জ্ঞান ধর্ম্ম উজ্জ্বল করিতেছেন। উন্নতিই আত্মার প্রাণ, উন্নতিই আত্মার জীবন। ইহাতে তিনি যে সকল ভাব-কলিকা নিহিত করিয়াছেন, তাহা এখানেই প্রস্ফুটিত হইয়া গিয়া একেবারে বিনাশ পাইবে না। দেবলোক হইতে দেবলোকে সে সকল কলিকা প্রস্ফুটিত হইতে থাকিবে। এখানে ইহার জ্ঞানের শেষ হইবে না, প্রেমের শেষ হইবে না, আনন্দের শেষ হইবে না। আমরা যদিও এখানে পরম পবিত্র ব্রহ্মানন্দ লাভ করিয়া পরিতৃপ্ত হইতেছি, কিন্তু তিনি আমারদিগকে দান করিয়া তৃপ্ত হইতেছেন না। আমরা যতই আনন্দের উপর আনন্দে অভিষিক্ত হইতেছি এবং উন্নতি হইতে উন্নতিতে আরোহণ করিতেছি, তিনি বলিতেছেন, এ অপেক্ষাও তোমার উন্নতির প্রয়োজন। এই প্রকারে তিনি তাঁহার উন্নতি-শীল আত্মাকে ক্রমাগতই আপনার দিকে লই যাইতেছেন।

যাহাতে আমরা অমৃতের অধিকারী হইতে তিনি আমাদের আত্মাকে এই প্রকার বলবান সৃজন করিয়াছেন। তিনি আপনি যেমন আত্মাকেও সেই রূপ কর্ত্তৃত্ব দিয়াছেন। [illegible]

[illegible]মুদায় প্রকৃতিকে অখণ্ড নিয়মে বদ্ধ করি[illegible]

[illegible] ...নার

জল যেমন তুষার দ্বারা বদ্ধ হই[illegible]

জগৎ-সংসারও সেই রূপ [illegible]

কিন্তু যখন [illegible]হ তুষ[illegible]

তখন যেমন তাহা বেগবতী স্রোতস্বতী হইয়া বসুন্ধরাকে সিঞ্চন করত উর্ব্বরা ও ফলবতী করে; আত্মাও সেই রূপ তাঁহার অমৃত তেজ দ্বারা স্পৃষ্ট হইয়া সকল স্থানেই আপন ইচ্ছাতে তাঁহার মঙ্গল ভাব বিস্তার করিতে যায়। সেই নদীর ন্যায় তখন সে আর কোন বাধাকেই বাধা জ্ঞান না করিয়া সকল স্থানকে মঙ্গল নীরে প্লাবিত করিতে করিতে সেই অমৃত সাগরে আসিয়া পতিত হয়; আপনার কর্ত্তৃত্ব ভাব কখনই পরিত্যাগ করে না।

ঈশ্বর আত্মাতে আপনার সাদৃশ্য প্রদান করিয়াছেন; সমুদয় জগৎ সংসারকে তিনি প্রাকৃতিক নিয়মে বদ্ধ করিয়া আত্মাতে ধর্ম্মের নিয়ম দিয়াছেন। সে নিয়মে বাধ্যতা নাই, কিন্তু সকলই স্বাধীনতা। মনুষ্য যত দূর
রী জীব, যত দূর তিনি ইন্দ্রিয়-প্রবৃত্তির এবং পশু-
ত্তির অধীন; তত দূর তিনি জড় জগতের নিয়মা-
জড়ের উপর তাঁহার যত দূর নির্ভর, তত দূর
স্থ—আপনার কর্ত্তৃত্বের উপর যত চলিতে পা-
তেই তিনি পুরুষ। এই শরীর আমার, কিন্তু
আমি বিজ্ঞানবান্ পুরুষ, আর এই
মার কার্য্য করিতেছে। আত্মার এ প্রকা-

রেও তাহার আধিপত্য রহিয়াছে।
আর দেখিতে পাই।
এক তদ্য কার্য্য-

কারণ-শৃঙ্খলা তাহাতেই বিস্তৃত দেখি। তাঁহার রাজ্যের মধ্যে কর্ত্তৃত্ব ভাব, স্বতন্ত্র শক্তি, কিছুই দেখা যায় না। প্রকৃতি অন্ধের ন্যায় কার্য্য করে, এবং না জানিয়া শুনিয়া ঈশ্বরের মঙ্গল অভিপ্রায় সম্পন্ন করে। প্রকৃতি মৃত্যুরই প্রতিকৃতি। যাহা অমৃত, যাহা বৃদ্ধ মুক্ত, তাহার ভাব ইহাতে কিছুই নাই। মনুষ্যকে তিনি প্রকৃতির অতীত শক্তি দিয়া আপনার আরো নিকটে আনিয়াছেন। মনুষ্য বিজ্ঞান দ্বারা প্রকৃতিকে অতিক্রম করেন। তিনি আপনাপনি বুঝিতে পারেন যে তিনি কেবল এক অচ্ছেদ্য কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলেই বদ্ধ নন—তিনি আত্মপ্রভাবে তাহা অতিক্রম করিতে পারেন। তিনি আপনাতে এ প্রকার ধর্ম্মের নিয়ম দেখিতে পান, যাহা তাঁহাকে পালন করিতেই হইবে এবং আপনার এ প্রকার কর্ত্তৃত্ব বুঝিতে পারেন যে তাঁহার প্রবল ইন্দ্রিয়দলের সহস্র উত্তেজনার প্রতিকূলেও সেই ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী হইতে পারেন। ঈশ্বর মনুষ্যকে প্রকার স্বাধীনতা-অলঙ্কার দিয়াছেন। তিনি যদি কে কঠোর বিপদে আবৃত করেন, সে কেবল আরো বলীয়ান্ করিবার জন্য। আত্মাকে প্রকার বলে বলী করিয়াছেন, যাহাতে

পদতলে আ

অতএব

জীবিত সম্বন্ধ ... তান

কেও. তিনি আপনার ভাব দিয়াছেন। পুরুষে পুরুষে যে প্রকার সম্বন্ধ—পিতা পুত্রে যে প্রকার সম্বন্ধ; ঈশ্বরে মনুষ্যে সেই প্রকার সম্বন্ধ। তাঁহার প্রীতি-দৃষ্টি আমারদের উপরে রহিয়াছে, আমরাও কৃতজ্ঞতা ও প্রীতির সহিত তাঁহার প্রতি দৃষ্টি করিতেছি। আমরা সেই ধর্ম্ম রাজ্যের রাজার অধীন। তাঁহার পবিত্র ধর্ম্ম-নিয়ম আমারদের সম্মুখে রহিয়াছে এবং আমাদের এমন কর্ত্তৃত্ব রহিয়াছে যে আপন ইচ্ছাতে সেই নিয়ম অবলম্বন করিতে পারি। অতএব ঈশ্বরের সঙ্গে আমারদের এই প্রকার সম্বন্ধ, যেমন এক জন পুরুষের সঙ্গে আর এক জন পুরুষের সম্বন্ধ। এই সত্যটি ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রাণ। আমরা প্রতি দিনের অন্ন-পানের জন্য, দুর্গতি নিবারণের জন্য, পাপের পরিত্রাণ জন্য, সেই অমৃত পুরুষের প্রতি দৃষ্টি করি। তাঁর সঙ্গে আমারদের এই প্রকার জীবিত সম্বন্ধ। তিনি ...রদের পিতা, আর আমরা তাঁহার পুত্র। হে অমৃ... ...ত্রেরা. তোমরা সকলে মিলিয়া তাঁহাকে আরাধনা ...র শরণাপন্ন হও, এবং পবিত্র ও প্রশস্ত হৃদয়ে ...তা প্রার্থনা কর।

...স আত্মাকেই আপনার দিকে আকর্ষণ করি... ' যেমন প্রতি আত্মাতেই তাঁহার ভাবের

...থানে প্রেরণ

...হার মঙ্গল-

...বিত্র প্রচার

করিতে থাকেন। ঈশ্বরের ভাবের অঙ্কুর-সকল সকলের আত্মাতেই আছে, কিন্তু তাঁহার অনুরক্ত ভক্তদিগের উপদেশে ও দৃষ্টান্তে তাহা প্রস্ফুটিত হয়। এই প্রকার যাঁহারা অগ্রসর হইতেছেন, তাঁহারা পশ্চাৎবর্ত্তী লোকদিগকে আপনারদের নিকটে আনিতেছেন। এই প্রকার সাধুদিগের কি চমৎকার ভাব। ঈশ্বরের যে সকল মহান্ ও রমণীয় মঙ্গল ভাব আমারদের প্রীতিকে আকর্ষণ করে, তাঁহার অনুরক্ত ভক্তদিগেরও তাহার অনুরূপ ভাব। তাঁহারা আপনারা নানা বিঘ্ন বিপত্তি মস্তকে লইয়া ঈশ্বরের মঙ্গল-ভাব প্রচার করেন। ঈশ্বর তাঁহারদিগকে পাঠাইয়া সহস্র সহস্র লোককে আপনার প্রতি আকর্ষণ করেন। সকলের মঙ্গলের জন্য তিনি তাঁহার প্রিয় পুত্রদিগকে নানা কষ্টে নিপতিত করেন—তাঁহারা তাহা আদরের সহিত গ্রহণ করেন এবং তাহাতেই শিক্ষা লাভ করেন। আমারদের প্রতি ঈশ্বরের কি অপার অনুগ্রহ; কি অপার প্রেম!

হে পরমাত্মন্! আমারদের এই বঙ্গ ভূমিকে উ
কর। তোমার এই দুর্ব্বল সন্তানের প্রতি কৃপা-দৃষ্টি
কর। এই হীন পরাধীন দেশের আর কেহই
—ইহা নানা ক্লেশ নানা বিপত্তিতে দিন দিন
তেছে—দিন রাত্রি ইহার ক্রন্দন-ধ্বনি ঊর্দ্ধে

করিয়া ইঁহার সং
প্রতি আত্মাতে তে
নাকে প্রকাশ ...র, আঃ

করি। এমন দিন কবে উপস্থিত হইবে যে বঙ্গভূমির সকল সন্তানেরা এক আত্মা হইয়া তোমার উপাসনা করিতে থাকিবে। আমারদের ক্ষুদ্র যত্নে ইহার কিছুই সিদ্ধ হয় না; হে সিদ্ধিদাতা! তোমার প্রসাদ বিতরণ কর।

ওঁএকমেবাদ্বিতীয়ং।

দ্বাদশ ব্যাখ্যান।

২৮ অগ্রহায়ণ ১৭৮২ শক।

ইদং বাঅগ্রে নৈব কিঞ্চিদাসীৎ।
সদেব সৌম্যেদমগ্রআসীদেকমেবা-
দ্বিতীয়ং। সবাএবমহানজআত্মা।

বিচিত্র জগৎ পূর্ব্বে কিছুই ছিল না—কুত্রাপি ইহার ...াত্রও ছিল না। সর্ব্বতঃ প্রসারিত এক নিবিড় অন্ধ-...ার ছিল। সেই অন্ধকারের জ্যোতি কেবল এক-...: সৎ স্বরূপ পরব্রহ্মই ছিলেন। যখন কোন ... না, কেবলি অন্ধকার ছিল, তখনও সেই ...পরম পুরুষ স্বীয় মহিমাতেই বিরাজমান

...ত্র-সকল যদি
...র্ময় পরম পুরুষ
...ব।৬। প্রকাশমান

ছিলেন, এই বর্ত্তমান সময়েও এই সমুদয় সৃষ্টির প্রা[illegible] রূপে তিনি বর্ত্তমান আছেন এবং যদি এই সমুদয় সৃষ্টি, কালেতে ক্ষয় হইয়া যায়, তথাপি তিনি থাকিবেন। চিরকালই তিনি বর্ত্তমান। নিত্যকাল হইতে নিত্যকাল পর্য্যন্ত। "ঈশানোভূতভব্যস্য সএবাদ্য সউ শ্বঃ" তিনি ভূত ভবিষ্যতের নিয়ন্তা; তিনি অদ্যও যেমন, কল্যও তেমন। তিনিই কেবল বর্ত্তমান—আর তাঁহার দুই বাহুতে ভূত ভবিষ্যতের ঘটনা-সকল নিয়মিত হইতেছে। দেশ কালের তিনি অতীত; তাঁহার উপরে আকাশের অধিকার নাই, কালেরো অধিকার নাই। তিনি সমুদয় জগৎ সংসারকে দেশ-কাল-সূত্রে অনুস্যূত করিয়াছেন। আকাশে ও কালে সমুদয় জগৎ সংসার ওতপ্রোত হইয়া রহিয়াছে এবং সমুদয় জগতের সহিত আকাশ ও কাল সেই পরমেশ্বরেতে ওতপ্রোত হইয়া আছে।

এক সময় যখন সকলি অসৎ ছিল, এক মাত্র অনা নন্ত নিবিড় অন্ধকার ছিল; তখন সেই সনাতন পুর স্বীয় জ্ঞান-জ্যোতিতে বিরাজ করিতেছিলেন। সে কার কি গম্ভীর ভাব! যদি বর্ষা ঋতুর কোন নি কোন উচ্চতর স্থান হইতে চতুর্দ্দিক দর্শন একটী গ্রহ, একটী তারাও, আর নয়ন-গোচর

অন্ধকার—তখন তটস্থ হইয়া যে করি; কেব[illegible] একমাত্র

পূর্ব্বে আদিম অন্ধকারের মধ্যে স্বীয় সত্য-জ্ঞান-জ্যোতিতে প্রকাশমান ছিলেন।

সতপোঽতপ্যত সতপস্তপ্ত্বা ইদং
সর্ব্বমসৃজত যদিদং কিঞ্চ।

তিনি ইচ্ছা করিলেন—কিছু ছিল না, আর সকলি হইল। তিনি জ্যোতিষ্মান্ সূর্য্যকে সৃজন করিলেন, আর অন্ধকার দূর হইল। সেই চির রজনীর পর প্রথম প্রাতঃকালের কি আশ্চর্য্য শোভা দীপ্তি পাইয়াছিল! সেই নিস্তব্ধ চির রজনী ভেদ করিয়া নব প্রসূত তেজঃপুঞ্জ সূর্য্য কোথা হইতে আইল? কোথা হইতে ইহা সহস্র রশ্মি ধারণ করিয়া দিগ্বিদিক্ উজ্জ্বল করিল? এ কেবল সেই পরম কারণের ইচ্ছাতে। তাঁহারই ইচ্ছাতে আমার-দের এই তেজোময় সুন্দর পৃথিবী আকাশ-পথে সূর্য্যের দিক্ বেষ্টন করিতে লাগিল। হা! সে পৃথিবী তখন ই জানে না, কেন তাহাকে, কে তাহাকে, প্রেরণ। তখন কে জানিবে যে সেই দগ্ধ দারু সমান ধাতুময়, বাষ্পময়, মেঘাবৃত পৃথিবী জীবন ও তি ও সৌন্দর্য্যে, আশ্চর্য্য রূপে সজ্জিত শ জীবে, অসংখ্য উদ্ভিজ্জে, পূর্ণ হইবে?

...য়া সৃজন করির-
...র এই পৃথিবী,
...তাপ্তজ ... সূর্য্য হইতে

আলোক আসিতেছে, পৃথিবী উজ্জ্বল হইতেছে, জীবন-প্রবাহ তাহাতে প্রবাহিত হইতেছে—আমারদের অন্ধতা দূর হইতেছে। কে এ প্রকার সম্বন্ধ নিবন্ধ করিয়া দিলেন? এ কি কোন অন্ধ শক্তির কার্য্য? এই প্রাণ ধন জীবন, সুখ অতুলন, কি কোন অন্ধ শক্তি হইতে বর্ষিত হইল? না সেই জ্ঞানময় মঙ্গলময় পুরুষের ইচ্ছাতে এই সকল হইল? এই পৃথিবী যখন কেবল দ্রব-ধাতু-পিণ্ড ছিল, তখন যদি কোন মনুষ্য ইহা দেখিতেন; এই কুজ্ঝটিকা-ময়, বাষ্পময়, মেঘাবৃত লোক দেখিয়া তিনি কি কখন মনে করিতে পারিতেন যে ইহা এই প্রকার সুখের রাজ্য হইবে? কিন্তু পরমেশ্বর আলোচনা করিয়া সেই সকল বিচিত্র অদ্ভুত শক্তি তাহাতে নিহিত করিলেন, যাহাতে সেই শূন্য উত্তপ্ত পৃথিবী এ প্রকার বাস-গৃহ ও আরাম-স্থল হইল। কালেতে ইহা শীতল হইয়া অসংখ্য জীবের আধার হইল, অসংখ্য সুখের আলয় হইল। বাষ্পরা ঘনীভূত হইয়া শীতল জল বর্ষণ করিল; জলেতে মৎস্য কুম্ভীর, কত কোটি কোটি জলজন্তু, বিচর-লাগিল। কালেতে জলের গর্ত্ত হইতে সূর্য্যাভিমুখে উঠিয়া ঈশ্বরের মহিমা ঘোষণা গিল। পৃথিবী জলে স্থলে বিভিন্ন হইল—

হইতে হইল?

বিজ্ঞানময় পরম

জগৎকে এমন আশ্চর্য্য

লেন। তিনি আমারদের অন্ন আহার করিবার জন্য দন্ত দিলেন; দন্ত দিবার পূর্ব্বে মাতার স্তনে দুগ্ধ দিলেন। কি আশ্চর্য্য কৌশল! কি আশ্চর্য্য তাঁহার পালনী শক্তি! এই সকল কৌশল কি অন্ধ শক্তির কার্য্য? ইহাতে কি এক জনের জ্ঞান প্রকাশ পায় না? ইহাতে কি এক জনের মঙ্গল-ভাব প্রকাশ পায় না? ইহাতে কি এক জনের আলোচনা ও ইচ্ছা প্রকাশ পায় না?

কে আমারদিগকে অতি যত্নের সহিত লালন পালন করিতেছেন? কোন্ করুণাময় পুরুষ আমারদের রোগ-শান্তির জন্য নানা প্রকার ঔষধের সৃজন করিয়াছেন? আমারদের শরীরের কোন অঙ্গ ব্যথিত হইলে কাহার নিয়মে তাহা আবার পূর্ব্ববৎ সুস্থ ও কর্ম্মক্ষম হয়? আত্মা যখন মলিন হয়, যখন সে পাপেতে অভিভূত হয়, তখন ক তাহাতে অনুতাপ প্রেরণ করিয়া পুনর্ব্বার তাহাকে গার করেন? এ সকলই, তাবৎই, তিনি করিতেছেন; আমারদের চিরকালের পিতা মাতা; যিনি আপনার সাহায্য দিয়া আমারদিগকে আপনার সৎপথে তছেন। আমাদের কি ভয়, কিসের অভাব নি যেমন জড় বিষয়ের অধিপতি, সেই রূপ পতি; তিনি যেমন সকল জগতের ঈশ্বর,

...গা

সমুদয় ভোগ,

ছি—তাহার জন্য

হৃদয় তাহাকে সমর্পণ

করিতেছি ; তখন সে ভোগ, সে সুখ, কেমন পবিত্র হইতেছে : সম্পদ্ আমারদিগকে তাঁহার প্রসন্ন মুখ প্রদর্শন করিতেছে। বিপদ্ গুরুর ন্যায় শিক্ষা দিয়া তাঁহার নিকটে লইয়া যাইতেছে—তখন সেই বিপদ্ই আমারদের পরম সম্পদ্। তাঁহার করুণা সম্পদে বিপদে—তাঁহার করুণা দিবসে রাত্রিতে—সমুদয় জগৎ সংসারে তাঁহার করুণা। চিরকালই আমরা তাঁহার করুণার আশ্রয়ে থাকিব। আমারদের কি এত টুকুও বল নাই যে যে কয় দিন আমরা এই পৃথিবীতে থাকি, তত দিন তাঁহার মঙ্গল-ভাবের উপর নির্ভর করিয়া থাকি। যাঁহার সঙ্গে আমারদের নিত্য বাস থাকিতে হইবে, এই কতক দিনের বিঘ্ন বিপত্তির মধ্যে তাঁহার মঙ্গল-চ্ছায়াতে অপরাজিত-চিত্তে বাস করি—আমারদের কি এত টুকুও নির্ভর নাই। যদি এই ক্ষণ কালের জন্য সেই মঙ্গল ময়ের প্রতি নির্ভর করিয়া নির্ভয়ে নিরুদ্বেগে থাকিতে পারি, তবে অনন্ত কালে আমারদের কি ভরসা ? আ কি সংসারের একটু সুখেতেই উৎফুল্ল হইব, ... খেতেই মুহ্যমান হইব ? আমরা যে কেবল ক্ষ... উন্মত্ত থাকি, ঈশ্বরের এ প্রকার ইচ্ছা নয়। মারদের আত্মার উন্নতি চাহেন, তিনি আ...

ব...

চাহেন। তিনি যে...

করিয়াছেন, আত্মা...

...ছেন। আমরা যাহাতে

হই—জ্ঞানেতে ধর্ম্মেতে উন্নত হই; এই তাঁহার অভি-প্রায় এবং তাহা সম্পন্ন করিবার জন্য নানাবিধ উপায় করিয়া দিয়াছেন এবং তিনি স্বয়ংও তাহাতে সাহায্য করি-তেছেন। শীত বসন্তের ন্যায় সম্পদ্ বিপদ্ এখানে যাতা-য়াত করিতেছে, কিন্তু আমরা যদি ধর্ম্মকে সহায় করি, আর ঈশ্বরেতে নির্ভর করি; তবে আত্মার বল কিছুতেই ক্ষয় হইবে না, আত্মার শান্তি কিছুতেই যাইবে না।

হে পরমাত্মন্! আমাদের আত্মার শান্তি রক্ষা কর, তোমার মঙ্গল-জ্যোতি সর্ব্বত্র বিস্তার কর। ব্রাহ্ম-ভ্রাতৃবর্গকে তোমার পথে অগ্রসর কর, এ দেশকে তোমার জ্ঞানেতে উজ্জ্বল কর, পৃথিবীকে শান্তি-সলিলে শীতল কর, সকলকে তোমার উপাসনাতে প্রবৃত্ত কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

ত্রয়োদশ ব্যাখ্যান।

---

২০ পৌষ ১৭৮২ শক।

যথ্যতোর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ

...রই এই সৃষ্টি।
পরিপূরিত, সেই
। দিক্ ...জ্জ্বলিত হইয়া

রহিয়াছে। এই জগতের সুন্দর উজ্জ্বল বস্তু-সকল তাঁহা-রই—ইহার যাহা কিছু আছে, সকলি তিনি দিয়াছেন। তিনিই আমারদের এই পৃথিবীকে জ্যোতি ও সৌন্দর্য্যে, জীবন ও সুখে, পূর্ণ করিলেন। মনুষ্যকে সৃজন করিয়া পৃথিবীর মহত্ত্ব সাধন করিলেন। প্রীতি এবং মঙ্গল-ভাব এবং আনন্দ বিধানই তাঁর সৃষ্টির উদ্দেশ্য। তাঁর নিজের যে অখণ্ড মঙ্গল-ভাব, আর আর জীবও সেই মঙ্গল-ভাবের অনুকরণ করে, তাহা হৃদয়ে ধারণ করে, তাহা প্রচার করে; এই উদ্দেশে তিনি উন্নত ধর্ম্মজ্ঞ জীব-সকলের সৃষ্টি করিলেন। আমারদের যে সাধুভাব, সে তাঁহার সেই মঙ্গল-ভাবেরই প্রতিরূপ। সাধু ব্যক্তিদিগের লক্ষণ কি? তাঁহারা নিজে যে আনন্দ উপভোগ করেন, তাহা যত ক্ষণ না অন্যকে দিতে পারেন, তত ক্ষণ তাঁহারদের তৃপ্তি নাই; অন্ন-পান দীন দরিদ্রের সঙ্গে বিভাগ করি গ্রহণ না করিলে তাঁহারদের মনের পরিতোষ হয় কোন নূতন সত্য উপার্জন করিলে তাঁহারদের ক্ষি মনি তাহা সকল পৃথিবীতে প্রচার করিতে যা কি তাঁহারা একাকী ভোগ করিয়া তৃপ্ত থাকিত ধর্ম্মের আনন্দ, ঈশ্বরের আনন্দ, আরো বর্ষণ করিবার কোন বাধাই তাঁহারা মা

একেবারে প

ভাব এ প্রকার কেন?—কেন

স্বরূপ পরমেশ্বর হইতে আ

হইতে পরমেশ্বরের সেই অনন্ত মঙ্গল-ভাব মনে কর। তিনি আপনি যে আনন্দ ভোগ করিতেছেন, তাহা জগৎ-ময় বিস্তার করা কি তাঁহার সৃষ্টির অভিপ্রায় নহে? তাঁর প্রেম বিতরণ করিবার জন্য এই সকল জীবের কি সৃষ্টি নয়? তিনি কি ধর্ম্মের আনন্দে, মঙ্গল-ভাবের আনন্দে, কোটি কোটি আত্মাকে পূর্ণ করিবেন না? যাহাতে উৎ-কৃষ্ট জীবেরা ধর্ম্মেতে উন্নত হইয়া, প্রীতিতে পবিত্র হইয়া, তাঁহার সিংহাসনের সন্নিধানে উপস্থিত হয়, তাঁহার সৃষ্টির এই পরম লক্ষ্য।

ইহার জন্যই তিনি আমাদের আত্মাকে সৃষ্টি করি-লেন এবং এই পৃথিবীতে শরীরকে তাহার বাস-গৃহ করিয়া দিলেন, ইহার জন্যই এই জগৎ সংসার নির্ম্মাণ করি-লেন। এই অসংখ্য অসংখ্য লোক, যাহা দূর হইতে ...বতে বিরাজ করিতেছে, এই সকল লোক তাঁহার উন্নত ...দিগেরই ধর্ম্ম-শিক্ষার স্থল, তাঁহার অমৃত পুত্র-সকলের ...। যে সকল জীবকে তিনি এ প্রকার উচ্চ অধি-...ন করেন নাই, তাহাদিগকে কি এক কালে সকল ...বঞ্চিত করিয়াছেন? তাহা নহে—তাহাদের ...হস্তে সুখ ও আনন্দ বিতরণ করিতে-...খানেই আনন্দের অজস্র ধারা বর্ষিত হই-

...কোন বনের ...-ছায়াতে সুখে তৃপ্ত হইয়া ...-সকল উচ্চ কলরবে মনের

আনন্দ ব্যক্ত করিতেছে; বর্ষা ঋতুর প্রথম জল ধারাতে জড় বৃক্ষ-সকলও জীবের ন্যায় প্রফুল্লিত হইতেছে। কিন্তু কেবল এই সকল মূঢ় জীবের জন্যে, এই সকল জড় উদ্ভিজ্জের জন্যে, এই বিচিত্র সৃষ্টির রচনা নয়; ইহাদের জন্যই তিনি আপনার অনন্ত ভাব প্রকাশ করেন নাই। জ্ঞানের আকর, শোভার ভাণ্ডার, এই অতুল্য জগৎ এই সকল অন্ধ জীবদিগের ঐশ্বর্য্য নহে। ইহারা তাঁহার মঙ্গল অভিপ্রায় বুঝিতে পারে না। তিনি যে এই জগৎকে পরমাশ্চর্য্য শোভায় সজ্জিত করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া তাহারা তাঁহার মহিমা অনুভব করিতে পারে না। আত্মার সৃষ্টিতেই তিনি সৃষ্টির মঙ্গল সাধন করিলেন; তাঁহার মঙ্গল-ভাব প্রচার করিলেন। জড় জগৎ কেবল যন্ত্র মাত্র—পশু পক্ষীরা স্বীয় স্বীয় প্রবৃত্তির দাস মাত্র—মনুষ্যই সেই অমৃতের ভাব, সেই পরম পুরুষের ভ [illegible] প্রাপ্ত হইয়া, তাঁহার প্রসাদেই তাঁহার পুত্র নামের [illegible] হইয়াছে।

তিনি পশু-রাজ্যের মধ্যে যে প্রকার সুখ [illegible] করিয়াছেন, মনুষ্যকে সে প্রকার সুখে [illegible] নাই। পশুদিগের এই সুখই তাবৎ—ম [illegible] সুখ সর্ব্বস্ব নহে। যাহারা আত্মা [illegible]

ঈশ্বরের রাজ্যে [illegible] গেলে তাবৎ [illegible] কিবে? এমত নহে। অন্যান্য জীবদিগের ন্যায় তাহা-দের জন্যও নানা প্রকার সুখ সামগ্রী প্রস্তুত করিয়াছে;

সূর্য্যের উদয় অবধি অস্ত পর্য্যন্ত, প্রতি বর্ষে, প্রতি ঋতুতে তাহারা নানা প্রকার সুখে সুখী হইতেছে। কিন্তু ঈশ্বরের কি করুণা! ঈশ্বর সেই সকল সুখেতে তাহারদের তৃপ্তি দেন নাই। মনুষ্য কেবল আহার নিদ্রাতে সুখী হইতে পারে না—কেবল বিষয়-ভোগের জন্য ব্যস্ত থাকিয়াই তৃপ্ত লাভ করিতে পারে না। মনুষ্যের আত্মা নিদ্রিতই থাকুক, মহা মোহেতেই মুগ্ধ থাকুক, এই সকল সুখে সেই আত্মা কখনই [illegible] হয় না। মনুষ্য সহস্র বৈষয়িক সম্পদে পরিবেষ্টিত থাকুক—অতুল ঐশ্বর্য্য, প্রভুত্বই বা ভোগ করুক: যাহাকে যাহা আদেশ করে. সকলই সম্পন্ন হউক; তথাপি কেন সে সুখী হইতে পারে না? যখনি আপনাকে নির্জ্জনে জিজ্ঞাসা করে, আমি সুখী কি না? অমনি উত্তর পায়, তোমার শূন্য [illegible]দয়ে সুখ নাই। এই রূপ নিরাশ প্রাপ্ত হয়,—হইবে, [illegible]র আর সন্দেহ কি? ঈশ্বরের অভিপ্রায়ই এ নয়, [illegible]ই সকল সুখেই মনুষ্য তৃপ্ত থাকুক। যাঁহার হস্তে [illegible] আনন্দ—যাঁহার হস্তে সমুদয় কল্, তাঁহার অভি- [illegible]রীতে গেলে কি আমারদের মঙ্গল হইবে? [illegible]রদের তৃপ্তি লাভ হইবে, না সন্তোষ লাভ [illegible]মদের কি এই ইচ্ছা যে এই সকলেতেই

[illegible] [illegible]রের অধিক [illegible] নাই? আমরা সত্যে প্রেমে সদ্ভাবে উন্নত হইয়া তাঁহাকে লাভ করি, তিনি [illegible] চাহেন; মনুষ্যকে সৃষ্টি করিবার তাঁহার এই

তাৎপর্য্য। তিনি আমারদিগকে দেবতাদের সংসর্গের উপযুক্ত করিয়াছেন এবং আপনার দিকে লইয়া যাইবার জন্য ধর্ম্মের অধিকারী করিয়াছেন। তিনি বিষয়-সুখে মুগ্ধ করিয়া রাখিবার জন্যে আমারদিগকে সৃষ্টি করেন নাই। আমরা ধর্ম্মের জন্যে, ঈশ্বরের জন্যে, কত সহস্র সহস্র বিষয়-সুখ পরিত্যাগ করিতে পারি। কখন্ পারি না? যখন তাঁহার আনন্দ পাই না; যখন পশুদিগের মত আহার পানেতেই মত্ত থাকি।

হে পরমাত্মন্! আমারদের সকলকে তোমার দিকে লইয়া যাও, আমারদের সমুদয় শরীর, সমুদয় মন, সমুদয় আত্মাকে অমৃতেতে নিয়োগ কর। তোমাকে পরিত্যাগ করিলে আমারদের শান্তি নাই, সুখ নাই; কেবলই বিষাদের অন্ধকার হৃদয়কে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। তোমা বিনা আমারদের সুখ যে সে দুঃখ—তোমা বিনা সম্পত্তি বিপত্তি, তোমা বিনা জয় বাস্তবিক পরাজয়। আমারদের দেহ মনের সকল শক্তি যখন তোমা হইতেই পাইয়াছি, তখন সে সকলকে তোমারই কার্য্যে নিয়োগ কর—হৃদয়ের জীবকে তোমার প্রতি উন্নত কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

চতুর্দ্দশ ব্যাখ্যান।

২৭ পৌষ ১৭৮২ শক।

সেতুর্বিধৃতিরেষাং লোকানাং অসম্ভেদায়।

সেই এক মাত্র সকলের বশী পরম দেবের শাসনে সমুদয় জগৎ সংসার শাসিত হইতেছে। তাঁহার আশ্রয়ে আশ্রিত থাকিয়া জীব জন্তু চরাচর স্ব স্ব কার্য্য করিতেছে। সেই পরম পিতা পরম মাতার ক্রোড়ে সমুদয় লোক, সমুদয় জীব, স্থাপিত রহিয়াছে! তিনি কি সেই অদৃশ্য অলক্ষ্য কালে এই বিশ্ব সংসার সৃজন করিয়া এইক্ষণে ইহারদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছেন? কোন গৃহ-নির্ম্মাতা, কি পোত-নির্ম্মাতা যেমন গৃহ ও পোত নির্ম্মাণ করিয়া চলিয়া যায়, তাহারদের সঙ্গে পরে তাহার আর কোন সংশ্রব থাকে না; তিনি কি সেই প্রকার চলিয়া গিয়াছেন, ন অদ্যাপি তাঁহার সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই আছেন? সমুদয় আকাশ, সমুদয় কাল, তাঁহার সত্তাতে পূর্ণ রহিয়াছে; তিনি সকলের সাক্ষী রূপে, সকলের নিয়ন্তা রূপে, সকলের যন্ত্রী রূপে. অদ্যাপি ব[illegible] [illegible]রা সকলেই তাঁহাতে [illegible]স করিতে[illegible] [illegible]তেই জীবিত আছি, তাঁহার সঙ্গে সংস্পৃষ্ট হইয়া রহিয়াছি। যাঁহার ইচ্ছা[illegible] সৃষ্টি হইয়াছে, তাঁহার ইচ্ছাতেই সৃষ্টি রক্ষা

পাইতেছে। তাঁহার ইচ্ছা যেমন পূর্ব্বে, সেই রূপ বর্ত্তমান সময়েও তাঁহার ইচ্ছা। সৃষ্টিকাল হইতে তাঁহার ইচ্ছা-স্রোত প্রবাহিত থাকাতে জগৎ সংসার স্থিতি করিতেছে। আমি যখন বলিতে আরম্ভ করিলাম, তখন আমার ইচ্ছা হইল ; এখন যে বলিতেছি, আমার ইচ্ছার বিরাম হয় নাই—যদি বিরাম হয়, তবে বাক্য স্তব্ধ হয়। ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরাম হইলে সমুদয় জগৎ সংসার প্রলয়-দশা প্রাপ্ত হয়। আমরা তাঁহাকে এখানেই বর্ত্তমান দেখিয়া—সকলের প্রাণ রূপে দেখিয়া, জীবন্ত দেবতা-স্বরূপ দেখিয়া, তাঁহার উপাসনা করিতেছি। আমি যে এক্ষণে কথা কহিতেছি, ইহার সঙ্গে সঙ্গে কি আমার ইচ্ছা প্রকাশ পাইতেছে না?—আমাকে কি মৃত দেহের মত দেখিতেছ, কি জীবন্ত মনুষ্যের মত দেখিতেছ? তবে যিনি আমার এই বাক্যের বাক্য, যাঁহার ইচ্ছা বর্ত্তমান থাকাতে আমার বাক্য স্ফূর্ত্তি পাইতেছে, যিনি আমার শরীরে প্রাণ দিয়াছেন, সমুদয় জগৎকে জীবন ও প্রাণে পূর্ণ করিয়াছেন, তিনি কি আমা হইতেও জীবন্ত নহেন—তিনি কি প্রাণ-স্বরূপ নহেন? তিনি প্রাণ-স্বরূপ জীবন্ত দেবতা। সেই প্রাণের চতুর্দ্দিকে সকল জগৎ ভ্রাম্যমাণ হইতেছে, তাঁহা হইতেই সকলে জ্যোতি ও জীবন পাইতেছে। তিনি এই সমাজের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। আমরা যখনি তাঁহার উপাসনা করিতেছি, তিনি তখনি তাহা গ্রহণ করিতেছেন। তাঁহাকে আমরা বর্ত্তমান দেখিতেছি—ভুত কাল স্মরণ করিতে হয় না, ভবিষ্যৎ ক...র

প্রতিও দৃষ্টির আবশ্যক হয় না। প্রত্যক্ষ যে আলোক এখানে আলোক দিতেছে, প্রত্যক্ষ যে বায়ু সঞ্চালিত হইয়া সকলের প্রাণ বিধান করিতেছে, এবং আমারদের কথা কহিবার ও শ্রবণ করিবার শক্তি দিতেছে, এ সকলই তাঁহার ইচ্ছার উপরে নির্ভর করিতেছে। তাঁহার ইচ্ছার বিরাম হইলে এই আলোক নির্ব্বাণ হইয়া যায়—এই বায়ু স্পন্দহীন হয়, এই বাক্য স্তব্ধ হয়।

সেই জগৎ-কারণ জগৎ-পালকের ইচ্ছাতে সমুদয় জগৎ সংসার চলিতেছে। তিনি "রাজগণ-রাজা মহা-রাজাধিরাজ ত্রিভুবন-পালক।" "এষসেতুর্বিধরণএষাং লোকানামসম্ভেদায়" তিনি অখিল-বিধরণ, সেতু-স্বরূপ; সমুদয় লোক না চূর্ণ হইয়া যায়, এই হেতু তিনি সকলকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি সকল জগতের প্রাণ-রূপে রহিয়াছেন, অথচ তিনি ইহার সকলেরই অতীত।

যে ভূমা পুরুষের অঙ্গুলির এক ইঙ্গিতে কোটি কোটি লোক ভ্রাম্যমাণ হইতেছে, তাঁহার অঙ্গুলির চিহ্ন কোথায় দেখা না যায়। শরৎ কালের কোন রজনীতে আকাশে যখন পূর্ণকল চন্দ্রমা উদয় হইয়া এক মেঘ হইতে মেঘা-ন্তরে প্রবেশ করে, এবং আবার যখন পরিষ্কৃত গগনে আসিয়া স্বকীয় নির্ম্মল শুভ্র রশ্মিতে পৃথিবীকে রঞ্জিত করে ও আমারদের নয়নকে তৃপ্ত করে; তখন তাহাতে কাহার অঙ্গুলির আদেশ দেখিতে পাই। যাঁহার অঙ্গু-লির এক ইঙ্গিতে কোটি কোটি লোক ভ্রাম্যমাণ হই-তেছে, সেই সর্ব্ব নিয়ন্তারই অঙ্গুলির চিহ্ন দেখি।

যখন সাধু ব্যক্তি সম্পত্তির স্বচ্ছন্দাবস্থা হইতে বিপত্তির মধ্যে পতিত হন; আবার যখন তিনি সম্পত্তি লাভ করেন; সম্পত্তি হইতে বিপত্তি, বিপত্তি হইতে সম্পত্তি, এই প্রকারে সংসারের সহিত সংগ্রাম করত যখন তিনি ধর্ম্মেতে দৃঢ়িষ্ঠ ও বলিষ্ঠ হন; তখন তাঁহার জীবন-পুস্তকে কাহার অঙ্গুলির চিহ্ন দেখিতে পাই—সেই অঙ্গুলির চিহ্ন, যাহা প্রত্যেক শুভ ঘটনাতে মুদ্রিত রহিয়াছে।

আত্মা যখন পাপেতে পরাভূত হয়, যখন মোহ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়—পরে বিষাদ ও অনুতাপে দগ্ধ হইয়া আবার যখন আত্ম-প্রসাদ লাভ করে—সেই পাপ-সন্তাপ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া যখন নূতন বলে, নূতন স্ফূর্ত্তিতে, বিরাজ করিতে থাকে, তখন সে তাহাতে কাহার হস্তের চিহ্ন দেখিতে পায়? সেই হস্তের চিহ্ন, যাহা জগতের সমুদয় ঘটনাকে নিয়মিত করিতেছে। যাঁহার ইচ্ছাতে তৃষিত ধরা বৃষ্টি লাভ করিয়া শীতল হইতেছে, তাঁহারই ইচ্ছাতে তাপিত হৃদয় তাঁহার প্রসন্ন বারিতে শান্তি লাভ করিতেছে।

আমারদের প্রতি কি তাঁহার দৃষ্টি নাই? তিনি কি আমারদের আত্মাকে অসহায় ফেলিয়া রাখিয়াছেন যে সে আপনার উপরে যত পাপ ও মলিনতা সঞ্চিত করুক, তাহাতে তাঁহার দৃষ্টি নাই? কে আমারদিগকে অদ্যই এখানে প্রেরণ করিলেন? আমারদের মনে আলস্য, বিষয়াসক্তি, আমোদ-স্পৃহা, কত প্রকার কুটিল ভাব আছে, সে সকলের প্রতিকূলেও কে আমারদিগকে তাঁহা[illegible] এই

উপাসনা-স্থানে, এই পবিত্র ব্রাহ্ম-সমাজে, আনয়ন করিলেন? যিনি সূর্যকে প্রেরণ করিয়া প্রাতঃকালে কুজ্ঝটিকা দূর করেন, তিনিই কি আমারদিগকে এই সাধু-মণ্ডলীর মধ্যে রাখিয়া মনের মালিন্য দূর করিতেছেন না? এখানে আসিয়া পবিত্র হইয়াছ, অতএব পবিত্র হৃদয়ে সকলে মিলিয়া প্রীতি-পুষ্প দ্বারা তাঁহাকে অর্চ্চনা কর। আমারদের ভূত কাল স্মরণ করিবার আবশ্যক নাই—ভবিষ্যৎ দৃষ্টিরও প্রয়োজন নাই; তাঁহাকে এখানেই বর্ত্তমান দেখিয়া এখনই তাঁহাতে সমুদয় হৃদয় অর্পণ কর। তাঁর অধিকার সর্ব্বত্রই; তিনি সর্ব্বসাক্ষী-রূপে, অন্তরে বাহিরে, সর্ব্বত্র রহিয়াছেন। যদি উচ্চ পর্ব্বত-শিখরে আরোহণ করিয়া তাহার পশ্চাতে অভ্র-ভেদী আর এক পর্ব্বত-শৃঙ্গ দর্শন করি, সেখানে তাঁহার গম্ভীর ভাব দেখিতে পাই। যদি সমুদ্র-তটে দণ্ডায়মান হইয়া সমুদ্রের ফেনময় প্রবল তরঙ্গ-রাজি নিরীক্ষণ করি, সেখানেও তাঁহার রাজত্ব দেখি। যদি নদী-কূলের বৃক্ষ-চ্ছায়া হইতে নদীর লহরী-লীলা দেখি, সেখানেও তাঁহার আনন্দ-লীলা দেখিতে পাই। তিনি সকল দেশেতে সমান রূপে বিদ্যমান। তিনি সকল কালে সমান রূপে বিদ্যমান। তাঁহার নিকটে তামসী নিশা, আর মধ্যাহ্ন দিবস, উভয়ই সমান। তিনি আত্মার অন্তরতম প্রদেশে অধিষ্ঠান করিতেছেন। তিনি শোভার আকর, সৌন্দর্য্যের সাগর। সকলেই তাঁহার সৌন্দর্য্য হইতে সৌন্দর্য্য ধারণ করিতেছে; তাঁর প্রভাংশে প্রভাকর প্রভা দিতেছে—সুধাকর সুধা বর্ষণ

করিতেছে—বিদ্যুৎ মেঘের অন্ধকার মধ্যে আলোক দিতেছে। তিনি এই জগতের জীবন ও আলোক। তাঁহাকে যদি আমরা না দেখিতে পাইতাম, তবে সকলি প্রভাহীন মলিন হইয়া থাকিত; নক্ষত্র-তারা-খচিত অনন্ত আকাশও শোভাশূন্য হইত। তিনি বিনা এই জগৎ সংসার শূন্য গৃহ—শূন্য গৃহের শোভা কোথায়? সেই প্রকার আমারদের হৃদয়। তিনি বিনা এ হৃদয়, শূন্য হৃদয়। হৃদয় যদি তাঁহার সত্তাতে পূর্ণ না থাকে, তবে সে শুষ্ক হৃদয় লইয়া কি হইবে? এই জগৎ-মন্দিরে যদি সেই দেব-দেবকে না দেখি; এই হৃদয়-সিংহাসনে যদি তাঁহাকে দেখিতে না পাই; তবে কেবলি বিষাদের অন্ধকার। বাহিরে বিষাদ, অন্তরে বিষাদ। তিনি বিনা তাবৎ জগৎই লক্ষ্য হীন, অর্থ হীন, তাৎপর্য্য শূন্য, শৃঙ্খলা রহিত। বরং পশু হওয়াও ভাল ছিল—মনুষ্যের মত উন্নত ভাব ধারণ করিয়া যদি তাঁহাকে না দেখিলাম, তবে এ জীবনে কোন ফল নাই। কিন্তু ঈশ্বরের কি করুণা! তিনি আপনাকে দিয়া আমারদের সমুদায় আত্মাকে পূর্ণ করিতেছেন। আমারদের প্রীতি ভাব, কৃতজ্ঞতা ভাব, শ্রদ্ধা ভাব, মঙ্গল ভাব, পবিত্র ভাব, সেই একের উপাসনাতে এ সকলি চরিতার্থ হইতেছে। যে স্থানে তাঁহার কৃতজ্ঞ পুত্রেরা সকলে মিলিয়া সমুদয় হৃদয়ের সহিত তাঁহাকে পূজা করে, সেই স্থানই দেব-লোকের অনুরূপ। আমরাএ পৃথিবী হইতে তাঁহার সেই অমৃত নিকেতনে গিয়া সেখানে আর কি দেখিব? এই দেখিব "মধ্যে বামনমাসীনং বিশ্বেদেবা

উপাসতে" সেই সকলের সম্ভজনীয় পবিত্র পরমেশ্বর মধ্যে আছেন, আর দেবতারা সকলে তাঁহার উপাসনা করিতেছেন। আমরা হীন মলিন হইয়াও দেবতাদের সংসর্গে দেব-দেবের উপাসনা করিতে পাইব, এ আমা-রদের কেমন অধিকার! আমারদের আত্মা উন্নতির সোপান হইতে সোপানান্তরে গিয়া অবশেষে তাঁহারি ক্রোড়ে বিশ্রাম করিবে। এই রাত্রিতেই আমারদের আত্মাতে সত্যের ও মঙ্গলের যে বীজ পতিত হইল, সে বীজ কল্যই কি বিনাশ হইবে? ইহার সঙ্গে অনন্ত কালের যোগ। ইহাতে ঈশ্বরের করুণা-বারি সিঞ্চিত হইলে ক্রমে ইহা সারবান্ বৃক্ষ হইয়া তাঁহারি অভিমুখে উত্থিত হইবে এবং দেব-লোক হইতে দেব-লোকে আমার-দের সঙ্গে থাকিয়া ছায়া দান দ্বারা আত্মাকে শীতল ও পবিত্র রাখিবে।

হে পরমাত্মন্! তোমার সৌন্দর্য্য যেন আমরা চির-দিন হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাখি। তারা, বিভাকর, সুধা-কর, বিদ্যুৎ, তুমি এ সকল জ্যোতিরই জ্যোতি। তোমার জ্যোতিতেই এ জগৎ সংসার উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। তুমি আমারদের চক্ষুর জ্যোতি; তুমি আমারদের আত্মার জ্যোতি। তুমি জ্যোতির জ্যোতি; তুমি সৌন্দর্য্যের সৌন্দর্য্য। তুমি যদি আমারদের আত্মাকে পাপ-তাপ হইতে উদ্ধার করিতে চাহ, তবে অচিরাৎ তোমার দিকে লইয়া যাও। সংসার-যাতনা আর সহ্য হয় না। তুমি আমারদের নয়নের সম্মুখে নিরন্তর প্রকাশমান থাক।

যদি তোমা ছাড়া হই, তবে রবি শশী তারা আমার নিকটে শোভা-শূন্য হয়। হে হৃদয়েশ্বর! নিয়ত আমাকে তোমার সহচর অনুচর করিয়া রাখ। "ধন মান চাহি না তোমা হতে, দেও এই অধিকার, নিয়ত নিয়ত যেন সহচর অনুচর থাকি তোমারি।"

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

পঞ্চদশ ব্যাখ্যান।

৪ মাঘ ১৭৮২ শক।

আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত।

সেই সর্ব্বস্রষ্টা সর্ব্ব-লোক-পাতা পরমেশ্বরেরই প্রীতি-নয়নের উপর সমুদয় জগৎ সংসার চলিতেছে। এই সসাগরা পৃথিবী, এই অসীম আকাশের 'অযুত অগণ্য লোক' সকলেরই প্রতি তাঁর সেই প্রেম-দৃষ্টি। তিনি সমুদয় জগৎসংসারকে প্রীতি করিতেছেন; কিন্তু এই অসংখ্য জীব জন্তুদিগের মধ্যে কাহার নিকট হইতে তিনি প্রীতি চাহেন? আর যত অচেতন সচেতন বস্তু আছে, তাহারা তাঁহাতে প্রীতি প্রত্যর্পণ করিতে পারে না; মনুষ্যই তাঁহার প্রীতিকে প্রীতি দ্বারা গ্রহণ করিতে পারে। তিনি আর সমুদয় জীবকে প্রীতি করিতেছেন; কিন্তু তাহারদের নিকট হইতে পুনর্ব্বার চাহেন না। মনুষ্যকে প্রীতি করিতেছেন যে পুনর্ব্বার সে তাঁহাকে প্রীতি করিবে

তিনি তাঁহাকে প্রীতি দান করিতেছেন এবং তাঁহা হইতে প্রীতি গ্রহণ করিতেছেন। মনুষ্য কেবল এই জগৎ সংসারকে প্রীতি করিয়াই নিরস্ত নহেন; কিন্তু বিশ্ব-বন্ধু যে পরমেশ্বর, তাঁহাকেও প্রীতি করিতেছেন। তিনি মনুষ্যের নিকটে প্রীতি চাহেন, এই জন্য তাঁহাকে স্বাধীন করিয়া দিয়াছেন—তিনি সেই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন, যাহাতে তাঁহার প্রীতি করিবার সাধ্য হইতে পারে। মনুষ্যকে যদি এই প্রকার স্বাধীন ভাব না দিতেন, তবে তিনি তাঁহার নিকট হইতে প্রীতি চাহিতে পারিতেন না। যাহারা প্রকৃতিরই অধীন, তাহাদের নিকটে তিনি প্রীতি চাহেন না। যাহারা স্বাধীন, যাহারা আপন ইচ্ছাতে প্রীতি দান করিতে পারে—তাহাদের নিকট হইতে তিনি প্রীতি চাহেন—তাহারাই মনুষ্য। আমারদের ইচ্ছা, চাই তাঁকে প্রীতি করি, চাই না করি—চাই তাঁর ধর্ম্ম পালন করি, চাই না করি। যদি এই প্রকার স্বাধীনতা না দিতেন, তবে কি আমরা তাঁহাকে প্রীতি করিতে পারিতাম? যদিও পারিতাম; তথাপি সে প্রীতি প্রীতি-নামের যোগ্য হইত না। প্রীতি কি বাধ্যতার অধীন, না অনুরোধের অধীন? প্রীতি কি মুদ্রা দ্বারা ক্রয় করা যায়? দুর্ভাগ্য ক্রীত দাসকে কি কশাঘাত করিয়া প্রভু তাহার প্রীতি আকর্ষণ করিতে পারেন? স্বাধীনতা প্রীতির আশ্রয় ভূমি। ঈশ্বরের ইচ্ছা, মনুষ্য তাঁহাকে প্রীতি করুক; এই জন্য তিনি মনুষ্যকে স্বাধীন করিয়া দিলেন। তিনি আর আর সমুদায় বস্তুকে, সমুদায় জন্তুকে প্রকৃতির

অখণ্ড নিয়মে বদ্ধ করিয়া মনুষ্যকে ধর্ম্মের নিয়ম দিলেন। তিনি আমারদিগকে প্রীতি করিতে বাধ্য করেন না। যে আত্মা ধর্ম্মেতে উন্নত হইয়াছে, যে আত্মা স্বাধীন, যে আত্মা মুক্ত, যে আত্মা মঙ্গল-ভাবে সম্পন্ন হইয়াছে; তাহার নিকট হইতেই তিনি প্রীতি চাহেন। যে আত্মা পরাধীন, স্বীয় প্রবৃত্তিরই অধীন—যে আত্মা বিষয়-জালে বদ্ধ হইয়া অবসন্ন হইয়াছে; যাহার এত টুকুও বল নাই, এত টুকুও স্বাধীনতা নাই যে আপনার এক টুকু প্রবৃত্তির প্রতিকূলে গিয়া ধর্ম্মের মহান্ আদেশ পালন করে, তাহার নিকট হইতে তিনি প্রীতি পাইতে পারেন না। আমরা তাঁহার প্রীতি, তাঁহার পবিত্রতা, তাঁহার মঙ্গল-ভাব দেখিয়া আপনা হইতে যে প্রীতি তাঁহাতে দান করি, সেই প্রীতিই তিনি গ্রহণ করেন, তদ্ভিন্ন আর কিছুই গ্রহণ করেন না। ধর্ম্মের আবার এই প্রকার ভাব যে যখন আমরা ধর্ম্মেতে উন্নত হই, ধর্ম্মের সৌন্দর্য্য ও রমণীয় ভাব সকল গ্রহণ করি; তখন প্রীতি আপনা হইতেই সেই মঙ্গল-স্বরূপ পরমেশ্বরে যায়। কখন্ যায় না? যখন্ পশুবৎ আচরণ করিয়া হৃদয়ে মঙ্গল-ভাব নির্ব্বাণ করি। আর যে আত্মা যথার্থ মুক্ত—যে বিষয়ের কুটিল মন্ত্রণা-সকল অনায়াসে অতিক্রম করিতে পারে—যে আত্মা ধর্ম্মেতে, মঙ্গল-ভাবে, উন্নত হইয়াছে; ঈশ্বর-প্রীতি ভিন্ন কি আর কোন স্বাদ তাহার মিষ্ট লাগে? সে তাঁহার প্রীতির জন্য সহস্র সহস্র বিষয়-সুখ অনায়াসে পরিত্যাগ করিতে পারে, সহস্র সহস্র বিঘ্ন বিপত্তি অতি-

য়াসে অতিক্রম করিতে পারে। সূর্য্যোদয়ে যেমন রজনীর অন্ধকার আর প্রাতঃকালের কুজ্ঝটিকা দূর হয়; প্রীতির আগমনে তাহার সকল প্রকার ভয় ও ব্যাকুলতার শান্তি হয়। সেই ধর্ম্মাত্মা সাধু পুরুষের চিত্ত-ভূমিতে আত্ম-প্রসাদের বিশদ জ্যোৎস্না অবতীর্ণ হয়—সেই আলোকে যখন তিনি আবার পরমেশ্বরের মুখচ্ছবি দেখিতে পান; তখন তাঁর কত আনন্দ! একে আত্ম-প্রসাদের পবিত্র আলোক, তাহাতে ঈশ্বরের সেই বিমল মুখজ্যোতি; এই জ্যোতি সেই জ্যোতিতে একত্র হইয়া কি আশ্চর্য্য প্রভা প্রকাশ করে। এই প্রকার দর্পণের ন্যায় আত্মা যত পরিষ্কৃত হয়, ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব তাহাতে তত স্পষ্ট পড়ে। যখন আমারদের আত্মা তাঁহার সহিত সম্মিলিত হয়; তখন সকলি সুধাময়; তখন জগৎ সংসার আর এক বেশ ধারণ করে; তখন কিছুই আর অপবিত্র নহে। এই জগৎ তাঁহারই মন্দির, সমুদয়ই তাঁর সত্তাতে পরিপূর্ণ।

যখন আমরা ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করিয়া আপনারদের অল্প অল্প বিষয়েই ব্যস্ত থাকি, তখনই এ সংসার আমারদের নিকটে ক্ষুদ্র ভাব ধারণ করে। ঈশ্বর অপেক্ষা আর যাহাতে অধিকতর প্রীতি স্থাপন করি, তাহার জন্যই দুঃখ পাইতে হয়। প্রচুর ধন মান অর্জ্জন কর, আপনার প্রভুত্ব বিস্তার কর—কীর্ত্তি প্রচার কর; ইহার কিছুতেই শান্তি পাইবে না। এক পলকের মধ্যে সংসারের সকলি যাইবে। সেই ব্রহ্ম-পরায়ণের কথা নিশ্চয় সত্য, যিনি বিষয়ানুরাগীকে বলেন; তোমার যে প্রিয়, সে

মরণ-শীল। সংসারে যদি ঈশ্বরকে সঞ্চয় কর, তবে চির জীবনের ধন সঞ্চয় করিলে। এ ধন পাইলে আর সকলি দেওয়া যায়। এ ধন পাইলে আর কিছুরই অভাব থাকে না। এ হইতে বিচ্যুত হইবার আর ভয় থাকে না। সকল কালে, সকল অবস্থায়, ইনি আমারদের সঙ্গে থাকেন। সেই চিরজীবন-সখা কখনই আমারদিগকে পরিত্যাগ করেন না। যিনি আমারদের নিকট হইতে প্রীতি চাহিতেছেন; আমরা কি এমন অকৃতজ্ঞ হইব, যে তাঁহাতে প্রীতি অর্পণ করিব না? সংসারে এমন কি বস্তু, যাতে আমারদের সকল প্রীতি সমর্পিত হইবে, এক টুকুও ঈশ্বরের জন্য রাখিতে পারিব না? সংসারের এমন কি আকর্ষণী শক্তি, যে সংসার আমারদিগকে ঈশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন রাখিবে? সংসারের যে সুখ দুঃখ তাহা আমরা সকলেই জানি। সেই অকৃত অমৃত হইতে বিচ্যুত হইয়া এখানকার এই সকল ক্ষুদ্র বিষয় লইয়া কি হইবে? সেই অনন্ত কালের সম্বল যে ধর্ম্ম, সেই নিত্য কালের উপজীবিকা যে পরমেশ্বর, তাঁহাকে হারাইয়া আমারদের শান্তি কোথায়, আমারদের পরিত্রাণ কোথায়? এসো আমরা সকলে মিলিয়া সেই প্রীতি-স্বরূপকে প্রীতি উপহার দিয়া জীবন সার্থক করি। আমরা সপ্তাহের মধ্যে এক দিনের জন্য যে এখানে একত্র হই, ইহার ফল কি এই এক দিনেরই জন্য? এখানে যাহা অর্জন করি, তাহা যাহাতে চিরদিন আমারদের সঙ্গে থাকে, এই আমারদের উদ্দেশ্য। এখানে তাঁহার প্রেম-সুখ এমন করিয়া

দর্শন কর যে তাহার আভা আর ছয় দিন পর্য্যন্ত হৃদয়ে থাকে। এখানে তাঁহার প্রীতি-রস এত অধিক করিয়া পান কর যে আর ছয় দিবস তোমাকে শীতল রাখিতে পারে। আত্মার উন্নতিই আমারদের লক্ষ্য—দুই ঘণ্টা কালের ক্ষণ-স্থায়ী ভাবে কি হইবে? এই ভাব যদি তোমার কথাতে, কার্য্যেতে, প্রকাশ না পায়—এই ভাব যদি সাংসারিক দুঃখে তোমাকে উন্নত রাখিতে না পারে—এই ভাব যদি তোমারদিগকে এমন স্থানে রাখিতে না পারে, যেখানে পাপ-তাপের অধিকার নাই; তবে এখানে আসিয়া আর কি করিলে? ধর্ম্ম এক দিনের নয়—প্রীতি দুই ঘণ্টা কালের নয়—ঈশ্বর এ কালেরই ঈশ্বর নহেন। প্রতি দিনই আমারদিগকে ধর্ম্মানুষ্ঠানে বলীয়ান্ হইতে হইবে, আত্ম-জিজ্ঞাসা করিয়া গূঢ় পাপ-সকল দূর করিতে হইবে, সংসারের সহিত প্রতি ক্ষণে সংগ্রাম করিতে হইবে, প্রীতি ও সাধুভাব প্রত্যহ অর্জন করিতে হইবে। ঈশ্বরের নিকটে প্রতি দিন, প্রতি সন্ধ্যা, আমারদের হৃদয়-দ্বার মুক্ত করিতে হইবে—তাঁহাতে আত্ম-সমর্পণ করিয়া চিরজীবন থাকিতে হইবে। তাঁহাকে এখানে অর্জন করিলে সংসারে কোন ভয় থাকিবে না, কোন অভাব থাকিবে না। তাঁর মঙ্গল-চ্ছায়াতে আপনাকে নিরন্তর আচ্ছাদিত দেখিব। মৃত্যুর সময় বিদেশ হইতে স্বদেশে যাত্রার আনন্দ হইবে। সমুদয় হৃদয়, সমুদয় মন, সমুদয় আত্মা, তাঁহাতে সমর্পণ কর। হে পরমাত্মন্! কত দিনে আমারদের সমুদয়, তোমাকে সমর্পণ করিয়া নির্ভয় হইব।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

ষোড়শ ব্যাখ্যান।

২৫ মাঘ ১৭৮২ শক।

যথা সৌম্য বয়াংসি বাসোবৃক্ষং সম্প্রতিষ্ঠন্তে। এবং হ বৈ তৎ সর্ব্বং পরআত্মনি সম্প্রতিষ্ঠতে।

পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ ভাব এখানে আমারদের কত উপার্জ্জন হইল, তাঁহার বিশুদ্ধ-স্বরূপ মনে কত প্রতিভাত হইল; তাঁহার সহিত সম্বন্ধের কত অনুভব হইল, এক বার তাহার আলোচনা কর। আমরা জানিয়াছি যে যিনি আমারদের ঈশ্বর, তিনি "মহান্ প্রভুর্ব্বৈ পুরুষঃ।" তিনি এমন কোন বস্তু নন, এমন পিতা নন যে তাঁহাকে প্রীতি করিতে পারি না; তাঁহার সহিত সহবাস করিতে পারি না; তাঁহাতে আত্ম-সমর্পণ করিতে পারি না। তিনি এমন কোন অদৃশ্য অলক্ষ্য স্থানে নাই যে আমরা তাঁহার সিংহাসনের সমীপবর্ত্তী হইতে পারি না। কিন্তু আমরা দেখিয়াছি যে যাঁহার উপাসনার জন্য আমরা এখানে সম্মিলিত হই; তিনি আমারদের সঙ্গে সঙ্গেই বাস করিতেছেন, আমারদের প্রীতি-পুষ্প গ্রহণ করিতেছেন, আমারদের প্রার্থনা-বাক্য শ্রবণ করিতেছেন। এই সত্য আমারদের আত্মাতে দৃঢ় মুদ্রিত হইয়াছে। আমারদের যিনি ঈশ্বর, তিনি চিরকালের ঈশ্বর। পূর্ব্বে এক

কালে যখন চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, তারা, কিছুই হয় নাই, এক নিবিড় অন্ধকার মাত্র প্রসারিত ছিল; তখন কেবল সেই স্বপ্রকাশ জ্যোতির জ্যোতি পরমেশ্বর অনন্ত-রূপে বিরাজমান ছিলেন। তিনি ইচ্ছা করিলেন, আর সকলি হইল। বীজ হইতে যেমন ব্রীহি যবাদি হয়, সে প্রকার কোন অন্ধ শক্তি হইতে জগৎ হয় নাই; কিন্তু জ্ঞান-স্বরূপ প্রাণ-স্বরূপ ইচ্ছাবান্ পরম পুরুষ হইতে এই সমুদয় সৃষ্ট হইয়াছে। তাঁর সেই ইচ্ছার এখনো বিরাম হয় নাই—কিন্তু সেই ইচ্ছা-স্রোত অদ্যাপি প্রবাহিত রহিয়াছে। তিনি সকলের সৃষ্টি-কর্ত্তা। তিনি সকলের আশ্রয়-দাতা। তাঁহার ইচ্ছাতে সকলি উৎপন্ন হইয়াছে, তাঁহার ইচ্ছাতেই সকলে স্থিতি করিতেছে। আমরা এ-খান হইতে ইহা অপেক্ষা আর এক অমূল্য সত্য জানি-য়াছি। এই যে তিনি আর সকলকে আশ্রয় দিতেছেন, সমুদয় জগৎ সংসারকে প্রীতি করিতেছেন; কিন্তু মনুষ্যের নিকট হইতে পুনর্ব্বার প্রীতি চাহেন। সকলে তাঁহার প্রীতি-দৃষ্টির উপর চলিতেছে, কিন্তু তাহাদের নিকটে প্রীতি চাহেন না; মনুষ্যের নিকট হইতেই প্রীতি গ্রহণ করিতেছেন। আমারদের সঙ্গে তাঁহার এই বিশেষ সম্বন্ধ। এখানকার আর আর জীব জন্তুদের মধ্যে এ সম্বন্ধ কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। তিনি যেমন আমারদের নিকট হইতে প্রীতি চান, আমরাও যাহাতে তাঁহাকে প্রীতি প্রত্যর্পণ করিতে পারি, এ প্রকার অধিকার দিয়াছেন। সেই অধিকার আমারদের স্বাধীনতা। তিনি আমারদিগকে

স্বাধীন করিয়া দিয়া প্রীতি করিবার সাধ্য দিলেন। তিনি আমারদের আত্মাকে ধর্ম্মেতে উন্নত করিলেন, মঙ্গল-ভাবে সম্পন্ন করিলেন যে আমরা তাঁহার সৌন্দর্য্য ও রমণীয় ভাব-সকল দেখিয়া আপন ইচ্ছাতে তাঁহাকে প্রীতি করি। এই আমারদের সকল অধিকারের প্রধান অধিকার, এই আমারদের সমুদয় জীবনের পরম লক্ষ্য; সেই প্রেম-স্বরূপ যখন আমারদের নিকট হইতে প্রীতি চান, আমরাও যেন প্রীতির সহিত সমুদয় আত্মা তাঁহাতে সমর্পণ করি। হৃদয়কে পবিত্র করিয়া—মনের কলঙ্ক ও মলিনতা দূর করিয়া—আত্ম-প্রসাদকে উজ্জ্বল করিয়া সেই পরম প্রেমাস্পদ পরমেশ্বরকে প্রীতি কর। তিনি আমারদের প্রীতি পাইবার জন্য ব্যগ্র রহিয়াছেন। বালকের নিকট হইতে পিতা যেমন প্রীতি চান এবং তাহাকে গ্রহণ করিবার জন্য ক্রোড় প্রসারিত করেন, পরমেশ্বর সেই রূপ প্রতীক্ষা করিতেছেন; কখন্ আমরা পবিত্র হইয়া, তাঁর প্রীতিতে শীতল হইয়া, তাঁহার ক্রোড়ে গিয়া বিশ্রাম করিব। তিনি অপেক্ষা করিতেছেন, কখন্ আমরা আপনা হইতে তাঁহাতে প্রীতি সমর্পণ করিব, কখন্ তিনি আমারদিগকে আপনার আলিঙ্গনের মধ্যে গ্রহণ করিবেন। প্রীতি আমারদের সর্ব্বস্ব ধন। সেই প্রীতি যখন ঈশ্বরকে পিতৃ-ভাবে দেখে—মনুষ্যকে তখন ভ্রাতৃ-ভাবে আলিঙ্গন করে। সেই প্রীতি যে কার্য্যের কারণ হয়, তাহা পবিত্র। সেই প্রীতি যখন ঈশ্বরের সংস্রবে বিশুদ্ধ হইয়া পুনর্ব্বার সংসারে আইসে, তখন

তাহা সকল স্থানকেই মঙ্গল-নীরে অভিষিক্ত করে। আমরা কি তাঁহাকে প্রীতি করিব না? যাঁর প্রীতির ছায়াতে আমারদের চির কাল থাকিতে হইবে, তাঁহার প্রতি কি আমরা উদাসীন থাকিব?

জড় জগতের সঙ্গে তাঁর যে প্রকার সম্বন্ধ—আমারদের সঙ্গে তাহা হইতে তাঁর আর এক বিশেষ সম্বন্ধ দেখিতে পাই। এই ব্রাহ্মসমাজ-গৃহের আশ্রয় যেমন ইহার ভিত্তি ভূমি—এই আলোকের আশ্রয় যেমন বায়ু; পরমেশ্বর যেমন সকল আশ্রয়ের আশ্রয়। যেমন পত্তন-ভূমি ভিন্ন এই গৃহ থাকিতে পারে না, বায়ু ভিন্ন আলোক থাকিতে পারে না; সেই রূপ ঈশ্বরের আশ্রয় ভিন্ন আমরা কেহই থাকিতে পারি না। "যেমন পক্ষী-সকল তাহারদিগের বাস-স্থান বৃক্ষকে অবলম্বন করিয়া স্থিতি করে, তদ্রূপ এই সকলই পরমাত্মাকে অবলম্বন করিয়া স্থিতি করিতেছে"। সাধারণ-রূপে তাঁহার সঙ্গে সকলের এই সম্বন্ধ—তিনি সকলের আশ্রয়-দাতা। আমার সঙ্গে এ অপেক্ষাও উচ্চতর সম্বন্ধ। আমরা তাঁর সেই প্রকার আশ্রিত, যেমন পুত্র পিতার আশ্রিত। আমরা তাঁহার সেই প্রকার আশ্রিত; যেমন রাজার আশ্রিত প্রজা, যেমন প্রভুর আশ্রিত ভৃত্য। আমরা তাঁহার চির কালের দাস, চির কালের প্রজা, চির কালের সন্তান। তিনি আমারদের পিতা মাতা ও প্রভু। স্বাধীন হইলে অন্য স্বাধীন পুরুষের সঙ্গে যে সম্বন্ধ—আমারদের সঙ্গে তাঁর সঙ্গে সেই প্রকার সম্বন্ধ। তিনি আমারদিগকে

প্রীতি করিতে বাধ্য করেন না। আমারদের ধর্ম্ম-প্রকৃতি সে প্রকার বাধ্যতার অধীন নহে। তিনি ভয় দেখাইয়া আমারদের প্রীতি আকর্ষণ করেন না; কিন্তু প্রীতি দিয়া প্রীতি আকর্ষণ করেন। তিনি আদেশ করিয়াছেন, উন্নত হও, আত্মাকে ধর্ম্মেতে বলীয়ান্ কর— হৃদয়কে মঙ্গল-ভাবে পূর্ণ কর এবং আমার নিকটে আসিয়া শান্তি লাভ কর। কিন্তু তাঁহার এই মহান্ আদেশ আমরা সকল সময়ে পালন করিতে পারি না। আমরা দেখিতেছি, আমরা অতি দুর্ব্বল; আপনার উপরেই নির্ভর করিয়া কিছুই করিতে পারি না। আপনার বুদ্ধি-বলে, আপনার পুণ্য-বলে, আমরা জীবনের সেই পরম লক্ষ্য সম্পন্ন করিতে পারি না। যখন আপনাকে এই প্রকার ক্ষীণ হীন মলিন মনে হয়; তখন স্বভাবতই আমারদের সর্ব্বাশ্রয় পিতাকে আহ্বান করি, তখন তাঁর প্রতি আমারদের আত্মার সমুদয় নির্ভর যায়, তখন আপনাকে নিতান্ত অনন্যগতি জানিয়া তাঁহার প্রতি দৃষ্টি করি। তখনই তাঁহার নিকটে আমারদের প্রার্থনা যায়, আমারদের ক্রন্দন যায়। তখন দেখিতে পাই, তিনিই আমাদের আশা, তিনিই আমাদের ভরসা, তিনিই আমারদের নির্ভরের স্থান। তখন কাহারো উপদেশের অপেক্ষা করি না, আমরা আপনা হইতেই বলিতে থাকি "সব মোর লও তুমি প্রাণ হৃদয় মন।" তখন আপনা হইতেই তাঁহার হস্তে আমারদের সকলই সমর্পণ করি। সেই যে সময়ে আমারদের সমুদয় নির্ভর, বিশ্বাস, প্রত্যয়, শ্রদ্ধা;

সকলি ঈশ্বরেতে সমর্পিত হয়; তখনকার ভাব আমরা হৃদয়ে ধারণ করিতে পারি না—সমুদয় জগৎ সংসার সে ভাব ধারণ করিতে পারে না। সেই আন্তরিক নির্ভরের ভাবের প্রকাশ ভাবই উপাসনা। যখন দেখিতে পাই; আমি তাঁহার আশ্রিত, তিনি আমার আশ্রয় দাতা; আমি ক্ষুদ্র, তিনি মহান্—যখন আমারদের সকল অভাব মোচনের জন্য তাঁর প্রতি দৃষ্টি করি—তখন আমারদের সেই গূঢ় গভীর ভাব উপাসনাতে ব্যক্ত হয়। তখন আত্মার গভীরতম প্রদেশ হইতে এই প্রার্থনা উদয় হয়; "অসৎ হইতে আমাকে সৎস্বরূপে লইয়া যাও, অন্ধকার হইতে আমাকে জ্যোতিতে লইয়া যাও, মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃতে লইয়া যাও।"

তাঁর উপাসনাতে আমারদের জীবনের আরম্ভ, তাঁর উপাসনাতেই এ জীবনের অনন্ত জীবন। আমরা বর্ত্তমানে তাঁহার উপাসনা করি—ভুতকাল স্মরণ করিয়া তাঁর উপাসনা করি, ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টি করিয়া তাঁর উপাসনা করি। আমরা বর্ত্তমানে তাঁহাকে সাক্ষাৎ পিতা জানিয়া, পরম পূজনীয় দেবতা-স্বরূপ জানিয়া, ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার আরাধনা করি। অতীত কালে তাঁহার অজস্র প্রসাদ উপভোগ করিয়া কৃতজ্ঞতার সহিত তাঁহাকে নমস্কার করি। ভবিষ্যতে পাপের উপরে বল পাইবার জন্য, তাঁহার প্রসন্ন মুখ দেখিবার জন্য, তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করি। আমরা চির কালই তাঁহার আরাধনা করিব—তাঁহার প্রীতি, তাঁহার মঙ্গল-ভাব, দিন দিন

অধিক ধারণ করিয়া উন্নত ভাবে তাঁহাকে পূজা করিব। চির কালই তাঁহার প্রসাদ প্রার্থনা করিব, তাঁহাতে নির্ভর করিয়া বল বীর্য্য পুণ্য-ভাব তাঁহার নিকট হইতে গ্রহণ করিব। দিন দিন তাঁহার নূতন নূতন করুণার বর্ষণ পাইয়া কৃতজ্ঞতাকে দিন দিন উজ্জ্বল করিব। তাঁহার এই প্রকার উপাসনা আমরা প্রতি সপ্তাহেই এখানে শিক্ষা করি। হে পরমাত্মন্! আমারদিগকে এই প্রকার শিক্ষা দেও, যাহাতে তোমার উপাসনাতে দিন দিন উন্নত হইয়া জীবনের সাফল্য সম্পাদন করিতে পারি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

সপ্তদশ ব্যাখ্যান।

১৭ ফাল্গুন ১৭৮২ শক।

তংহ দেবমাত্মবুদ্ধিপ্রকাশং মুমুক্ষুর্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে।

পরমেশ্বরের সঙ্গে সমুদয় জগতের সঙ্গে যে সম্বন্ধ—সেই যে আশ্রয় আশ্রিত সম্বন্ধ—তাহা সমুদয় জগতের সঙ্গে আমারদের সঙ্গে সমান। আমারদের সঙ্গে পরমেশ্বরের সঙ্গে ইহা অপেক্ষা যে গাঢ়তর উচ্চতর গুরুতর নিগূঢ় সম্বন্ধ, তাহা অন্য কাহারো সঙ্গে নাই; সেই সম্বন্ধ থাকা-

তেই তাঁহার এই উপাসনা-মন্দিরে আমরা সকলে সম্মিলিত হইতেছি। সকলেই তাঁহাতে রহিয়াছে—তাঁহাতেই জীবিত রহিয়াছে; তাঁহাকে ছাড়িয়া কেহই থাকিতে পারে না, কিছুই থাকিতে পারে না। এখানে এই প্রাচীর, এই স্তম্ভ, তাঁহারই আশ্রয়ে রহিয়াছে; কিন্তু এই আশ্রয়-ভাব ইহারা কিছুই জানে না। এই সম্বন্ধ তিনি মনুষ্যকেই জানিতে দিয়াছেন। মনুষ্যের নিকট হইতে তিনি পূজা চান, প্রীতি চান। সেই প্রেমাস্পদ ধর্ম্মাবহ পরমেশ্বর আমারদের নিকট হইতে প্রীতি চান। তিনি আমারদের হৃদয়ে শ্রদ্ধা ভক্তি প্রীতি পুষ্প-সকল বিকশিত করিতেছেন; আমরা তাহাই তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিতেছি। তিনি আমারদিগকে স্বাধীন করিয়া দিয়াছেন, আমরা ইচ্ছা পূর্ব্বক তাঁহাকে পূজা করিতেছি। তিনি কহিতেছেন, আমাতে আত্মা ও মন সমর্পণ কর, আমাকে ভক্তি কর, আমাকে অর্চ্চনা কর, আমাকে নমস্কার কর। তিনি যাহা চাহিতেছেন, আমরা তাহা প্রদান করিতেছি এবং তিনি তাহা গ্রহণ করিতেছেন। তাঁহাকে আমারদের কি অদেয় আছে? আমরা আপনাপনি কিছুই পাই নাই; যাঁহা হইতে সকল পাইয়াছি, তাঁহাকে তাহা প্রত্যর্পণ করিতে সঙ্কোচ কি? তাঁহার নিকটে আপনার পশু-ভাব-সকল বলিদান দেও, আপনার প্রীতি-ভাব উন্নত করিয়া তাঁহার চরণে অর্পণ কর। হৃদয়ের কণ্টক-সকল উৎপাটন কর; হৃদয়ের পুষ্প-সকল প্রস্ফুটিত করিয়া প্রেম-স্বরূপ পরমেশ্বরকে গন্ধ দান কর।

আমরা যাঁহাকে পূজা করিবার জন্য এখানে সকলে মিলিত হইয়াছি, আমাবদের প্রতি তাঁহার কি উদাসীন ভাব? আমারদের প্রতি তাঁহার উদাসীন ভাব নহে। তিনি কেবল আমারদের মূক সাক্ষী নহেন। তিনি আমারদের সঙ্গে সঙ্গেই রহিয়াছেন এবং সঙ্গে থাকিয়া আমারদের শুভ কার্য্যে সাহায্য করিতেছেন। তিনি এখনি আমারদের প্রীতি ভক্তি-সকল প্রস্ফুটিত করিতেছেন। তিনি আমারদের মনে পবিত্র চিন্তা-সকল উদ্দীপন করিতেছেন; মঙ্গল ভাব প্রেরণ করিতেছেন। আমারদের স্বাধীনতা সবল করিতেছেন, ধর্ম্ম উন্নত করিতেছেন; তাঁহার সঙ্গে আমারদের এই প্রকার নিগূঢ় সম্বন্ধ। যখন জানিতেছি, তিনি আমার উপর তাঁহার প্রীতি অজস্র বর্ষণ করিতেছেন এবং তাঁহার অমোঘ সাহায্য অবিরত প্রেরণ করিতেছেন; তখন কি আমারদের সমুদয় প্রীতি ও বিশ্বাস তাঁহাতে সমর্পণ করিব না? হে সাধু যুবা! তুমি পাপকে পরিত্যাগ করিবার দৃঢ় সঙ্কল্প করিতেছ, তোমার কি কেহ উৎসাহ-দাতা নাই! তুমি আপনাকে দুর্ব্বল দেখিতেছ; আপনার সহস্র চেষ্টা ব্যর্থ দেখিয়া ম্রিয়মাণ হইতেছ; তোমার যে উচ্চ লক্ষ্য-স্থান, তত দূর আরোহণ করিবার সামর্থ্য বুঝিতেছ না; কিন্তু কিছুতেই নিরাশ হইও না। ঈশ্বর তোমার মর্ত্ত্য দেহে স্বর্গীয় বল প্রেরণ করিতেছেন, তিনি তোমার হস্ত ধারণ করিয়া তোমাকে পাপ-তাপ হইতে দূরে লইয়া যাইতেছেন। আমরা সকলেই সেই অমৃত নিকেতনের যাত্রী—তাঁহার শরণাপন্ন

হইলে পথের কোন বিঘ্ন আমারদিগকে বাধা দিতে পারিবে না।

যখন আমরা অভয়-দাতা পরমেশ্বরের আশ্রয় লইয়াছি, তখন আমারদের কি ভয়। তিনি আমারদিগকে স্বাধীন করিয়া দিয়া আমারদিগকে ত্যাগ করেন নাই; কিন্তু আমারদের সঙ্গে সঙ্গেই রহিয়াছেন। তিনি আমারদিগকে স্বাধীন করিয়া দিয়া আপনার আপনার ক্ষুদ্র বলের উপরেই আমারদের সকল নির্ভর রাখিয়া দেন নাই; তিনি আমারদের নিকট হইতে দূরে চলিয়া যান নাই যে একবার পতিত হইলে আর আমরা তাঁহাকে ডাকিতে পারিব না। এ প্রকার হইলে এমন স্বাধীনতা আমারদের না হওয়াই ভাল ছিল। এ প্রকার হইলে পাপীর আর আশা থাকিত না; উদ্ধারের আর উপায় থাকিত না। আমারদিগকে স্বাধীন করিয়া দিয়া আমারদের সঙ্গে থাকিবার তাঁহার আরো অধিক প্রয়োজন। এ হেতু বাস্তবিকও তিনি আমারদের সঙ্গে সঙ্গেই আছেন এবং আমরাও তাহা সময়ে সময়ে অনুভব করিতেছি। পিতা তাঁহার সন্তানকে পদ-চালনা শিক্ষা দিবার সময় তাহাকে ছাড়িয়া দেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে থাকেন যে একেবারে পড়িয়া গিয়া মৃত্যুর অভিমুখ না হয়। শিশু যখন আপনার বলেই চলে, তখন ভয়ে ভয়ে থাকে; যখন পিতার হস্ত পায়, তখনই সাহস পায়। ঈশ্বরের সঙ্গে আমারদের সেই প্রকার ভাব। তিনি আমারদিগকে সংসার-ক্ষেত্রে ছাড়িয়া দিয়াছেন, যে সাংসারিক বিঘ্ন বিপত্তির সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া

আমরা বলীয়ান্ হইব; কিন্তু তিনি আমারদের সঙ্গে সঙ্গেই রহিয়াছেন যে একেবারে এমন পতিত না হই যে আর কখন উদ্ধার হইতে না পারি। তিনি কখনো আমারদের সাধু চেষ্টাতে উৎসাহ দিতেছেন, কখনো আপনার রুদ্র মুখ দেখাইয়া আমারদিগের পাপ-প্রলোভন দমন করিতেছেন; কখনো উপযুক্ত দণ্ড বিধান করিয়া আমারদের চরিত্র শোধন করিতেছেন। এই প্রকার তিনি আমারদের আত্মাতে থাকিয়াই আমারদের সঙ্গে সঙ্গে কার্য্য করিতেছেন; যখনই তাঁহার নিকটে আমারদের প্রার্থনা যায়, তখনই তাঁহার নিকট হইতে বল আইসে। তাঁহার সঙ্গে আমাদের এই আধ্যাত্মিক নিগূঢ় সম্বন্ধ।

হে আত্ম-বুদ্ধি-প্রকাশক পরমেশ্বর! আমি মুমুক্ষু হইয়া তোমার শরণাপন্ন হইতেছি, তুমি আমার আত্মাতে শুভ বুদ্ধি প্রদান কর, তুমি আমার হৃদয়ে তোমার মঙ্গল ভাব প্রেরণ কর, তুমি আমাকে তোমার ইচ্ছার অনুগামী কর। হে দেব! আমাকে তোমার সঙ্গী করিয়া লও।

ওঁএকমেবাদ্বিতীয়ং।

ঊনবিংশ ব্যাখ্যান।

২৪ ফাল্গুন ১৭৮২ শক।

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম যোবেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্। সোহশ্নুতে সর্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা।

আমরা বাহিরের বস্তুতে পরমেশ্বরের সুন্দর মঙ্গল রূপ দেদীপ্যমান দেখিতে পাই; অসীম আকাশে তাঁহার মহান্ ভাব প্রচারিত দেখি। নদীর লহরীতে তাঁহার আনন্দ লীলা, সমুদ্র-তরঙ্গে তাঁহারই শক্তি, সূর্য্য-কিরণে তাঁহারই প্রকাশ দেখিতে পাই। আবার যখন আপনার অন্তরে দেখি, তখন আপনার হৃদয়ে তাঁহার আবির্ভাব, তাঁহার মঙ্গল, লীলা প্রত্যক্ষ দেখি। যখন আমরা হৃদয়েশ্বরকে প্রত্যক্ষ করি; তখন তাঁহার প্রীতি তাঁহার পবিত্রতা, তাঁহার মঙ্গল ভাব, কি উজ্জ্বল হইয়া উঠে! তিনি আমার হৃদয়ের ঈশ্বর, হৃদয়ের প্রিয় ধন। আমরা যেন আমারদের হৃদয়কে লৌহ কবাটে বেষ্টিত না করি—হৃদয়ের স্বামীকে হৃদয়-রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত না করি। ঈশ্বরের সুরম্য নিকেতনে ঈশ্বরকে আসিতে দেও, হৃদয়-রাজ্যে হৃদয়ের রাজাকে স্থাপন কর। সকল বৃত্তিকে তাঁর অনুচর করিয়া তাঁহার পরিচারণা কর। জগতের মধ্য স্থানে পরমেশ্বর আছেন; আর তাঁহার চতু-

র্দিকে নক্ষত্র, গ্রহ, তারা, সুশৃঙ্খল সুন্দর নিয়মে পরিভ্রমণ করিতেছে; সেই রূপ আমরা যখন হৃদয়েশ্বরকে আমাদের হৃদয়-রাজ্যে স্থান দিই, তখন মনের সমুদয় বৃত্তি সম্মিলিত হইয়া তাঁহারই কার্য্যে নিযুক্ত থাকে। প্রভু যখন তাঁহার গৃহে আইলেন, তখন তাঁহার সেবাতে কেন না আমরা নিযুক্ত হইব? যাঁর ধন আমরা ভোগ করিতেছি, তাঁহাকেই তাহা অর্পণ করিয়া কেন না আমরা বীতশোক হইব? তাঁহার প্রিয় কার্য্য সম্পন্ন করিতে গিয়া কেন তাঁহার আদেশ হেলন করিব? তাঁহার জন্য যে কার্য্য করি, তাহা ক্ষুদ্র হইলেও মহান ও পবিত্র। আমরা যদি তাঁহার কার্য্য মনে করিয়া কোন ক্ষুধিত ব্যক্তিকে এক বেলারও অন্ন দিতে পারি, তথাপি সেই কার্য্য মহান; আর আপনার যশ ও মান ও স্বার্থপরতা চরিতার্থ করিবার জন্য যদি সহস্র লোককেও প্রচুর অন্ন বস্ত্র দান করি, তবে তাহা অতি ক্ষুদ্র কর্ম্ম। তাঁহার অধীনে থাকিয়া যে কিছু কার্য্য করি; তাহা অক্ষয় কার্য্য, তাহার ফল অনন্ত ফল। বিশুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে আপনার হৃদয়াকাশে স্থাপন কর, প্রাণ-পণে তাঁহার কার্য্য সাধন করিতে প্রবৃত্ত হও, তাঁহার সহিত কামনার সমুদয় বিষয় উপভোগ করিতে পাইবে।

আমরা ঈশ্বরের জীব, আমরা স্বাধীন পুরুষ। আমরা ইচ্ছা পূর্ব্বক যাহা ঈশ্বরকে প্রদান করি, তাহাই তিনি গ্রহণ করেন, নতুবা গ্রহণ করেন না। প্রীতি পূর্ব্বক, শ্রদ্ধা পূর্ব্বক, আন্তরিক ইচ্ছার সহিত যে পূজা তাঁহাকে

অর্পণ করি, তাহাই তিনি গ্রহণ করেন। আমরা মনের সহিত আপন ইচ্ছাতে তাঁহার যে মঙ্গল কার্য্য সম্পন্ন করি, তাহাই তাঁহার প্রিয় কার্য্য। পরমেশ্বর আমার-দিগকে স্বাধীন করিয়া দিয়াছেন। স্বাধীনতা আমারদের গুরুতর অধিকার। আর সমুদয় জগৎ যন্ত্র, ঈশ্বর তা-হার যন্ত্রী। মনুষ্যকে স্বাধীন করিয়া দিয়া যেন তাহাকে তিনি আপনা হইতে পৃথক্ ও বিছিন্ন করিয়া দিলেন। চন্দ্র, সূর্য্য; বায়ু, বৃষ্টি; শীত, বসন্ত; সকলই তাঁহার অনুগত হইয়া চলিতেছে, কেহই তাঁহার নিয়ম অতিক্রম করিয়া এক পদও চলিতে পারে না। মনুষ্য অনায়াসে তাঁহার ইচ্ছা অতিক্রম করিয়া চলিতেছে, ইচ্ছা পূর্ব্বক তাঁহার ধর্ম্মসেতু ভঙ্গ করিতেছে, আপনার উপরে মলি-নতা সঞ্চয় করিতেছে। আমারদের স্বাধীনতার ফল কি এই হইল যে আমরা দুর্গতিই প্রাপ্ত হইব? পরম পিতা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াই কাল যাপন করিব? এ কি বিপরীত ভাব! আপাততঃ এ প্রকার মনে হয় বটে, কিন্তু বাস্তবিক ইহার নিগূঢ় অর্থ আছে। ঈশ্বর আমার-দিগকে প্রথমে বিচ্ছিন্ন করিলেন যে আমরা ইচ্ছা পূর্ব্বক তাঁহার সহিত সম্মিলিত হইব। তিনি আমারদের নিজস্ব অধিকার দিলেন যে আমরা আপনারা তাঁহাকে আমার-দের সর্ব্বস্ব দান করিয়া তাঁহাকে লাভ করিব। এক বার তাঁহা হইতে দূরে না থাকিলে ইচ্ছা পূর্ব্বক তাঁহার নিকটে যাওয়া হয় না। আমার যদি এমন কিছুই না থাকে, যাহাতে আমার স্বত্ব বোধ হয়, যাহাকে আমি আপনার

বলিতে পারি, তবে ঈশ্বরকে কি প্রদান করিব? ঈশ্বর আমারদিগকে যাহা কিছু দিয়াছেন, তাহাতে প্রথমে আপনার অধিকার বোধ হইলে পরে আমরা আপনার ইচ্ছাতেই ঈশ্বরকে বলিতে পারি "তোমা হইতে আমি সকলই পাইয়াছি, তোমাকেই তাহা পুনর্ব্বার প্রদান করিতেছি, তুমি আমার সর্ব্বস্ব গ্রহণ কর। যেমন জগতের রাজা হইয়া চন্দ্র সূর্য্যকে শাসন করিতেছ, আমার হৃদয়ের অধিপতি হইয়া আমাকে সেই প্রকার অনুগত কর; আমার ইচ্ছাকে তোমার ইচ্ছার অধীন করিয়া লও।" ঈশ্বরকে আমরা এইরূপ বলিতে পারি এবং তাঁহাকে ইচ্ছা পূর্ব্বক আমারদের সকল দিতে পারি; এই আমারদের স্বাধীনতা। এখন আমারদের জ্ঞান তৃপ্ত হইল; আমরা জানিলাম, স্বাধীনতা আমারদের কি অমূল্য অধিকার। আমরা অন্ধ জড় নহি, অকাট্য ভৌতিক নিয়মেরই অধীন নহি; আমারদের আত্মার নিয়ম জড়ের নিয়ম হইতে অধিক, তাহা ধর্ম্মের নিয়ম। আমরা যাহা সত্য, যাহা মঙ্গল, যাহা পবিত্র, তাহা দেখিতে পাই এবং সত্য মঙ্গল পবিত্রতার আয়তন পরমেশ্বরের সহিত আমারদের যে সম্বন্ধ, তাহা কেহই বিনাশ করিতে পারে না। আমারদের আত্মার যে শক্তি তাহা জগতের সকল শক্তি হইতে বলীয়ান্; সেই শক্তির প্রভাবে আমরা সকল অবস্থা, সকল ঘটনার বিপক্ষে ধর্ম্মেতে ঈশ্বরেতে অনুরক্ত থাকিতে পারি; আমরা ঈশ্বরের হস্তে আমারদের হৃদয়, মন, আপন ইচ্ছাতে সমর্পণ করিতে পারি। আমরা স্বাধীন হইয়া স্বেচ্ছাচারী

হইলে তাহা হইতে বিচ্ছন্ন হই, কিন্তু স্বাধীন হইয়া আপন ইচ্ছাতে তাঁহার অধীন ও ধর্ম্মের অধীন হইলে তাঁহার সহিত সম্মিলিত হই; তাঁহার সহিত তাহাতে আমারদের গাঢ়তর উচ্চতর সম্বন্ধ নিবদ্ধ হয়। তিনি সমুদয় জড় জগতের যন্ত্রী;—কিন্তু আমারদের পিতা। তিনি জগতের আশ্রয়, তাহা হইতেও অধিক রূপে আমারদের আশ্রয়। আমরা তাঁহার যত নিকটে, এই জড় জগতের কিছুই তাঁহার তত নিকটে থাকিতে পারে না; কিন্তু আমরা তাঁহার এত নিকটে থাকিয়াও অনন্ত কাল পর্য্যন্ত তাঁহার আরও নিকটবর্ত্তী হইতেছি এবং তাঁহার আরও অধিকতর আশ্রয় লাভ করিতেছি। তিনি আর সকলকে প্রীতি করিতেছেন, আমারদের নিকট হইতে প্রীতি চাহিতেছেন। সকলে মিলিয়া তাঁহার চরণে প্রীতি-পুষ্প বিকীর্ণ কর।

হে পরমাত্মন্! তুমি যখন আমারদিগকে স্বাধীন করিয়াছ, আমারদিগকে পরিত্যাগ করিও না—তোমার উপরেই আমারদের সকল নির্ভর; তুমিই আমারদের সহায়, সম্পত্তি; তুমিই আমারদের পিতা, সুহৃৎ। আমি তোমার শরণাপন্ন হইতেছি; আমাকে তোমার সুন্দর প্রসন্ন মুখ দেখাও—তোমার প্রীতিতে আমাকে পবিত্র কর—ইচ্ছাকে এই প্রকার বলবতী কর, যেন চির জীবন তোমার মঙ্গল কার্য্য সাধন করিতে থাকি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

বিংশ ব্যাখ্যান।

৮ চৈত্র ১৭৮২ শক।

যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি।

যদি তোমাদের এই ভয়াবহ সংসার-সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হইবার ইচ্ছা থাকে, যদি সংসার-পার সেই অভয় ব্রহ্ম-পদ লাভ করিবার বাসনা থাকে; তবে সেই মহানের প্রতি লক্ষ্য কর। এখন অবধি সেই ভূমা পরমেশ্বরে সম্পূর্ণ-রূপে আপনাকে সমর্পণ কর। জ্ঞানকে উজ্জ্বল করিয়া তাঁহার মহান্ সত্য ভাব ধারণ কর; প্রীতিকে প্রসারিত করিয়া সেই প্রেম-স্বরূপে অর্পণ কর; ইচ্ছাকে বলবতী করিয়া তাঁহার মঙ্গলময়ী ইচ্ছার অধীন কর। সম্পূর্ণ-রূপে তাঁহার শরণাপন্ন হও। আমরা শরীর মন আপনা আপনি পাই নাই। আমারদের যাহা কিছু স্বত্ব, যাহা কিছু অধিকার, তাহা সেই পরমেশ্বর হইতে পাইয়াছি; স্বাধীনতা যে আমারদের এমন অমূল্য অধিকার তাহাও তাঁহার দান। আমরা এক্ষণে কি করিব? আমরা কি ঈশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিয়া এবং আপনার ক্ষুদ্র ভাবেই নিমগ্ন রহিয়া দিবা-নিশি শোক করিতে থাকিব? না ইচ্ছা পূর্ব্বক প্রীতির সহিত ঈশ্বরকে আমারদের সমুদয় সমর্পণ করিয়া অদীন-সত্ত্ব হইব? অল্পেতে আমারদের সুখ নাই; সংসার আমারদের আত্মাকে পূর্ণ করিতে পারে না। আমরা মৃগ-তৃষ্ণিকাবৎ সাংসারিক সুখের

পশ্চাৎ ধাবিত হই ; এমন এক বিন্দুও জল পাই না, যাহাতে আমারদের তৃষ্ণা নিবারণ হয়। সংসার হইতে বার বার আঘাত পাইয়া অবশেষে সেই অমৃতের সঙ্গে সম্মিলিত হই, দুঃখেতে ক্ষত বিক্ষত হইয়া সেই সুখ-সাগরে গমন করি। প্রতি দিনের পরীক্ষাতে আমরা জানিতেছি, অল্প বিষয়ে সুখ নাই। এখানকার সকল সুখ দুঃখ-রূপে পরিণত হইতেছে। যাহাকে বন্ধু বলিয়া আলিঙ্গন করিতে যাই, সে শত্রুর রূপ ধারণ করে। এই সংসার সুখের স্থান নহে। ঈশ্বর এ সংসারকে সুখের স্থান করিয়া দেন নাই। তিনি আমারদিগকে এখানে রাখিয়া দিয়াছেন যে আমরা এখানে শিক্ষিত হই, তাঁহার সহিত সম্মিলিত হই। এখানে বিষয়ের সহিত সংগ্রাম করিয়া প্রতি পদ অগ্রসর হইতে হইবে ; কিন্তু সংগ্রাম করিব কাহার বলে? যখন আপনার প্রতি দৃষ্টি করি, তখন দেখি, আমি অতি দুর্ব্বল। যখন ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর যায়, তখন সকল বল ও সাহসের আকর স্থানে উপনীত হই। সুখ সম্পদের ন্যায় দুঃখ ক্লেশও ঈশ্বরের দিকে যাইবার জন্য আমাদের সহায় হইতেছে, আমারদের অশ্রু-জলেও আত্মা বর্দ্ধিত হইয়া ঈশ্বরের অভিমুখে উন্নত হইতেছে।

ঈশ্বরেতে আপনার সমুদয় সমর্পণ কর, জ্ঞানেতে প্রীতিতে ইচ্ছাতে সেই সত্য সুন্দর মঙ্গল-স্বরূপ পরমেশ্বরের সহিত সম্মিলিত হও। আপন ইচ্ছায় যদি ঈশ্বরকে সমুদয় দান করিতে না পারিলাম; তবে আমারদের স্বাধীনতার

প্রয়োজন কি? এক সময়ে আমারদের এ সকল পরিত্যাগ করিয়া যাইতেই হইবে; এক সময়ে সংসারের নিকটে, সংসারের ধন ঐশ্বর্য্যের নিকটে, বিদায় হইতেই হইবে। এখন জীবিত আছি, যেমন নিশ্চয়; দিন কতক পরে চলিয়া যাইব, তেমনি নিশ্চয়। কতক দিন পরে আমার এই বাক্য নিরোধ হইবে; এই হস্ত অসাড় হইয়া পড়িবে। আমি আপনার ইচ্ছায় ঈশ্বরের জন্য যাহা কিছু ত্যাগ করিতে পারিলাম না, মৃত্যু তাহা আমার নিকট হইতে বল পূর্ব্বক লইয়া যাইবে। অতএব সতর্ক হও। ঈশ্বর হইতে যে কিছু অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছ, তাহা সকলই তাঁহাকে অর্পণ করিয়া অনন্ত ফল লাভ কর; আপনার অস্থায়ী অকিঞ্চিৎকর বস্তু-সকলের বিনিময়ে অমূল্য ও অক্ষয় ধন লাভ কর। প্রাণ থাকিতে থাকিতে প্রাণ মন সর্ব্বস্ব আপনা হইতে তাঁহাতে সমর্পণ কর। এই জীবন তাঁহার হস্তে রাখিয়া দিলে ইহা অমূল্য জীবন, অক্ষয় জীবন, হইয়া রহিল। তাঁহাকে পাইবার জন্য কোন ত্যাগকে কি আমারদের ত্যাগ বোধ হইবে? যদি সমুদয় পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মের আনন্দ লাভ করিতে পারি, ঈশ্বরের প্রসন্নতা লাভ করিতে পারি, তবে তাহা করিতে কি আমরা সঙ্কুচিত হইব? আমারদের হৃদি স্থিত কামনা-সকল সংসারের এই সকল ক্ষুদ্র বিষয়ের সহিত এ প্রকার জড়িত হইয়া রহিয়াছে যে তাহা অনায়াসে ছাড়িতে পারি না; কিন্তু এক বার যখন আমারদের নিকটে ঈশ্বরের আবির্ভাব হয়—এক

বার যখন তাঁহার মঙ্গল ছায়াতে থাকিতে পাই, এবং হৃদয়-গ্রন্থি-সকল শিথিল হইয়া পড়ে; তখন তাঁহার জন্য ত্যাগ করা কেমন সহজ বোধ হয়। তখন মনে হয়, তাঁহার প্রসন্ন মুখ দেখিবার জন্য সর্ব্বস্ব দেওয়াও কিছুই নহে। তখন সংসারের ক্ষুদ্র ভাব আমারদের নিকটে প্রকাশ পায়; তখন ঈশ্বরকে বলি, তোমাকে কেমন করিয়া চির দিন হৃদয়ে রাখিয়া দিব। তুমি আমার সকলি গ্রহণ কর, আমাকে তোমার নিকটে রাখিয়া দেও। কিন্তু আমরা এ প্রকার হীন-স্বভাব যে পরক্ষণে আবার সংসারের আকর্ষণে মুগ্ধ হই, ঈশ্বরের সেই সকল মহান্ ভাব অন্তর হইতে চলিয়া যায়, আবার তাঁহা হইতে দূরে পড়ি। ব্রাহ্ম ধর্ম্মের প্রসাদে আমরা এই সত্য জানিয়াছি যে আমারদের যত্ন ও চেষ্টা থাকিলে ঈশ্বর কখনই আমারদের প্রতি বিমুখ হয়েন না। হে সাধু যুবা! তুমি কেন এ প্রকার আক্ষেপ করিতেছ; আপনাকে দুর্ব্বল দেখিয়া কেন এত বিষণ্ন হইতেছ? কখনই নিরাশ হইও না। যদি যথার্থই তোমার আপনাকে সংশোধন করিবার ইচ্ছা থাকে, তবে তাহা অবশ্যই পূর্ণ হইবে। তোমার যাহা সাধু ইচ্ছা, ঈশ্বরেরও তাহাই ইচ্ছা। তাঁহার এই ইচ্ছা যে তাঁহার প্রতি সন্তান ধর্ম্মেতে পবিত্রতাতে বর্দ্ধিত হউক। তিনি আপনিই তাঁহার প্রিয় পুত্রদিগের হৃদয়ে জীবন ও পবিত্রতার স্রোত সঞ্চারিত করিতেছেন। আমরা আপনারা যদি আমারদের হৃদয়কে লৌহ কবাটে বেষ্টিত করিয়া তাঁহাকে দূরে না

রাখি; তবে নিশ্চয় জান, তিনি কখনই দূরে থাকিবেন না। তাঁহাতে আপনার হৃদয়, মন, সমুদয় সমর্পণ কর—সরল হৃদয়ে তাঁহার নিকটে যাও, অবশ্যই তিনি তোমাকে গ্রহণ করিবেন। পিতা কি পুত্রকে গ্রহণ করিতে বিমুখ হইবেন? যিনি চান, আমরা সমুদয় হৃদয়ের সহিত তাঁহাকে প্রীতি করি, তিনি কি সেই হৃদয়ের প্রীতি-অগ্নিকে শীতল বারি দিয়া নির্ব্বাণ করিবেন? আমরা তাঁহার ধর্ম্মকে রক্ষা করিবার জন্য প্রাণ-পণে যত্ন করিলে তিনি কি আমারদিগকে সাহায্য দিবেন না? আমরা পাপ তাপ হইতে উদ্ধার হইতে চাহিলে তিনি কি আমারদের হস্ত ধারণ করিয়া তাহা হইতে উদ্ধার করিবেন না? আমরা তাঁহার নিকটে অশ্রু পাত করিলে তিনি কি সান্ত্বনা বাক্যে আমাদের অশ্রু মোচন করিবেন না? আমরা তাঁহার জন্য ব্যাকুল হইলে তিনি কি আপনার মুখ-জ্যোতি দেখাইয়া আমারদের ব্যাকুলতা শান্তি করিবেন না? এমন কখনই হইতে পারে না। আমরা যদি তাঁহার নিকটে এক পদ অগ্রসর হই, তিনি সহস্র পদ অগ্রসর হইয়া আমারদিগকে আলিঙ্গন করেন। আমারদের নিকট হইতে যদি কণা মাত্র প্রীতি পান, তিনি আপনার উদার প্রীতি অজস্র-রূপে বিতরণ করেন। আহা! সরল হৃদয়েতে তাঁহার প্রীতি-সুধা তিনি কি প্রচুর-রূপে বর্ষণ করেন। এস, আমরা সকলে সরল হৃদয়ে তাঁহার নিকটে গিয়া উপনীত হই, হীন মলিন ভাব-সকলকে উচ্ছিন্ন দিয়া তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হই। তাঁহাকে

বলি, হে জীবনের জীবন! জ্যোতির জ্যোতি! তোমার প্রসন্ন মুখ আমারদিগকে দেখাও। আমারদের হৃদয়কে তোমার প্রতি আকর্ষণ কর, আর আমরা তোমা হইতে দূরে যাইব না; আর আমরা তোমাকে হৃদয়ের অন্তর করিব না; এখন অবধি আমরা আমারদের হীন মলিন ভাব-সকল পরিত্যাগ করিতেছি—সম্পূর্ণ-রূপে তোমার অধীন হইতেছি। তোমার প্রসন্নতা প্রাণ-পণে রক্ষা করিব; তোমার মঙ্গল ভাব হৃদয়ে ধারণ করিব; সংসারের আকর্ষণে আর ভুলিয়া থাকিব না। তোমার প্রতি প্রতি দিন উন্নত হইব; তোমার চক্ষের সমক্ষে জীবন ধারণ করিব; তোমারই হস্তে জীবন সমর্পণ করিব। তুমি আমারদের সর্ব্বস্ব গ্রহণ কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

একবিংশ ব্যাখ্যান।

১৫ চৈত্র ১৭৮২ শক।

ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথামাগৃধঃ কস্যস্বিৎ ধনং॥

পরমেশ্বর দ্বারা এই সমুদয় জগৎ আবাস্য হইয়া রহিয়াছে, অল্প কি বৃহৎ যাহা কিছু সকলই তাঁহার সত্তাতে পূর্ণ রহিয়াছে; জড়েতে তিনি ওতপ্রোত হইয়া আছেন,

আত্মার সঙ্গে তিনি সংস্পৃষ্ট হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহার অভাবে জড়ের সমুদয়ই বিলুপ্ত হয়; তাঁহার অভাবে মনের চিন্তা দূর হয়—হৃদয়ের প্রীতি নির্ব্বাণ হইয়া যায়—আত্মার জীবন বিনাশ প্রাপ্ত হয়। তাঁহার সত্তাতেই আমারদের সকলের সত্তা; তিনি জীবন্ত-রূপে আমারদের সঙ্গে রহিয়াছেন, আর আমরা জীবিত রহিয়াছি। আমারদের ঈশ্বর কি শূন্য ঈশ্বর? যাঁহার অভাবে আমারদের আত্মার জীবন শুষ্ক হইয়া যায়, তাঁহাকে কি আমরা জীবন্ত-রূপে গ্রহণ করিতে পারি না? তিনি কি আমারদের মনের কল্পনা মাত্র? তিনি শূন্য ঈশ্বর নহেন, তিনি আমারদের মনের ভাব নহেন, তিনি গুণ মাত্র নহেন; তিনি কেবল জ্ঞান কি শক্তি নহেন—গুণ কদাপি বস্তু ভিন্ন থাকিতে পারে না। পরমেশ্বর পরম বস্তু; তিনি জ্ঞান শক্তি সমন্বিত, মঙ্গল-ভাব সমন্বিত পুরুষ। তিনি সত্যের আশ্রয়-ভূমি, তিনি আত্মার প্রতিষ্ঠা, তিনি আমার আশ্রয়। তাঁহা অপেক্ষা আর কাহার সঙ্গে আমার জীবিত সম্বন্ধ? তিনি ইন্দ্রিয়ের অতীত; কিন্তু তাঁহার জন্য হৃদয়ের শত শত জ্ঞান-দ্বার মুক্ত রহিয়াছে। সেই পরম পিতা—তিনি এখানেই আছেন, তিনি আমারদের অন্তরেই রহিয়াছেন। আকাশ তাঁহার সত্তাতে পূর্ণ রহিয়াছে। আমারদের শরীরে যেমন আত্মা ওতপ্রোত হইয়া আছে; এই জগৎ সংসারে তিনি সেই প্রকার ওতপ্রোত হইয়া রহিয়াছেন। তিনি স্বয়ং আমারদের চতুর্দ্দিকে রহিয়াছেন; তিনি স্বয়ং আমারদের হৃদয়ে বাস করিতেছেন। যাঁর জ্ঞান শক্তি

ও মঙ্গল ভাবে সমুদয় জগৎ পরিপূরিত, তিনি আবার অ-মার অন্তরের অন্তর হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহার মত নিকটের বস্তু আর আমার কেহই নাই। তাঁহার তুলনায় আর সকলই আমা হইতে দূর। তিনি আমারদের অন্তরে যে প্রকারে প্রবেশ করিতেছেন, আমারদের হৃদয়-বন্ধুও সে প্রকারে পারে না। আর আর সকলে শরীরের বাহির থাকিয়া আমারদের সঙ্গে আলাপ করে, তিনি আত্মার অন্তরে রহিয়াছেন। অন্য বস্তুর সঙ্গে আমারদের সঙ্গে আকাশের ব্যবধান রহিয়াছে, ঈশ্বর আত্মাতে পরিব্যাপ্ত ও প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছেন। তিনি নিরাকার হইলেন, তাহাতে কি? আমারদের শূন্য নিরাকার ভাবিতে হইবে না। আমি যখন আপনাকে জানিতেছি, তখন কি আপনাকে শূন্য দেখিতেছি; আমারদের আত্মা নিরাকার বলিয়া কি তাহাকে উপলব্ধি করিতে পারি না? তবে আমারদের সমুদয় জীবনের আশ্রয়-দাতাকে কেন মনে করিতে পারিব না? আমারদের পরিমিত জ্ঞান কি সেই অনন্ত জ্ঞানকে প্রকাশ করিতেছে না? আমারদের প্রীতি ভাব, মঙ্গল ভাব, কি সেই নিষ্কলঙ্ক পবিত্র-স্বরূপ প্রেমময় পুরুষের দিকে আমারদিগকে লইয়া যাইতেছে না? আমরা ব্রাহ্ম ধর্ম্ম হইতে শিক্ষা পাইয়াছি যে আমারদের ঈশ্বর যিনি, তিনি অসীম অনন্ত। যিনি অসীম অনন্ত ও মহান্ হইলেন, তিনি কি আমারদের এই ক্ষুদ্র হৃদয়কেও পূর্ণ করিতে পারেন না? তাঁহার মঙ্গল ভাব অসীম বলিয়া কি তাহা মঙ্গল ভাব

নহে? আমরা কি তাঁহার কিছুই জানিতে পারি না— তাঁহাকে পূজা করিতে পারি না? আমারদের প্রীতি কি আমরা শূন্যে অর্পণ করি? এ প্রকার হইলে ঈশ্বর আমারদের নিকটে থাকা না থাকা সমান হইত; বাস্তবিক তাহা নহে, তাঁহার সঙ্গে আমারদের সঙ্গে অতি নিকট সম্বন্ধ। তিনি সমুদয় জগতের ঈশ্বর, কিন্তু তিনি আমারদের পিতা; তিনি সমুদয় আকাশের অতীত "পরআকাশাৎ" অথচ আমারদের প্রত্যেকেরই নিকটে আছেন; তিনি আমারদের নিত্য-সঙ্গী; যখনি আপনাকে দেখি, তখনি তাঁহাকে আপনার আশ্রয়-রূপে দেখিতে পাই। সূর্য্য হইতে দূরস্থ সূর্য্যে, নক্ষত্র হইতে দূরস্থ নক্ষত্রে, তাঁহার সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত নহে; তাঁহার সুরম্য নিকেতন আমারদের হৃদয়ে। তিনি আমারদের জ্ঞানের পরম অন্ন। তিনি আমারদের চিরন্তন সত্য-ভাব-সকলের আশ্রয়-ভূমি। তিনি আমারদের অবিনশ্বর ধর্ম্ম-নিয়মের প্রতিষ্ঠাতা।

পরমেশ্বর আমারদের হৃদয়ের ধন--তবে তাঁহাকে দেখিতে পাই না কেন? তাঁহার সঙ্গে আমারদের সঙ্গে ব্যবধান কি? আমরা আপনারাই ব্যবধান। আমারদের বিষয়-কামনা, বিষয়-লালসাই, ব্যবধান। আকাশের সঙ্গে যোগ হইলে যেমন দূর হয়, ঈশ্বর হইতে আমরা সে প্রকার দূর নহি; আমারদের স্বার্থপরতা, কুটিল-ভাব-সকলই, তাঁহা হইতে আমারদিগকে দূরে প্রক্ষেপ করে। ব্রাহ্ম ধর্ম্মের উপদেশ এই, পাপ-কলঙ্ক ও বিষয়-লালসা পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মানন্দ উপভোগ কর। আমরা আ-

পনারা যদি অপবিত্র থাকি, তবে সেই পবিত্র পুরুষের নিকটে যাইবার স্পৃহা হইবে কেন? তাঁহাকে পাইবার জন্য সে ব্যাকুলতা আসিবে কেন? আমরা পাপদোষে জঘন্য, অতি দীন হইয়া মনে করি; ঈশ্বর বুঝি আমারদিগকে দেখিতেছেন না, হৃদয়ের অধীশ্বরকে হৃদয়ে দেখিতে পাই না। ঈশ্বর প্রতি হৃদয়ে প্রবেশ করিবার জন্য যে যত্ন করিতেছেন, তাহা তখন বুঝিতে পারি না। ঈশ্বরকে নিকটে দেখিতে চাও, তবে হৃদয়কে পবিত্র কর—অন্তরে যদি কোন গূঢ় পাপ পোষণ করিয়া থাক, তাহা দূর করিয়া দেও; এখনি তাঁহার প্রসন্ন মুখ দেখিতে পাইবে। ঈশ্বর আমাদের কাহাকেও দূরে রাখিতে চাহেন না—তিনি নিয়তই অবসর দেখিতেছেন, কখন্ আমারদিগেকে গ্রহণ করেন। তাঁহার প্রসাদ তো আপনা আপনি আসিবে, কেন আমারদের যত্নের ক্রটি হয়? তিনি আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করিবার জন্য কতই যত্ন করিতেছেন, আমরা কেন তাঁহাকে হৃদয়-দ্বার খুলিয়া না দি? আমরা তাঁহার প্রসাদ-বারির জন্য কেন প্রতীক্ষা করিয়া না থাকি? ব্যাকুল অন্তরে কেন না তাঁহাকে অন্বেষণ করি?

হা! আমরা সকল সময়ে মনে করি না, সেই পরম পিতা আমারদের জন্য কতই করিতেছেন। তাহা মনে করিলে কখনই তাঁহাকে এ প্রকার ভুলিয়া থাকিতাম না। দেখ, কোথায় তিনি সকল জগতের রাজা, অচিন্ত্য অসীম পুরুষ, আর আমরা এখানকার এই হীন মলিন জীব;

আমারদিগকেও তিনি বিস্মৃত নহেন। আমরা তাঁহার করুণার কোন রূপেই যোগ্য নহি। তিনি আমারদের জন্য এত করিতেছেন, আমরা তাঁহার জন্য কি করিতে পারিতেছি? তিনি আমারদের নিকট আর কিছু চান না, কেবল আমাদের প্রীতি চান। এস আমরা বিনীত ভাবে তাঁহার নিকটে গিয়া তাঁহাকে বলি; তোমাকে আমরা হৃদয়ের সমুদয় প্রীতি সমর্পণ করিতেছি, তুমি তাহা প্রসন্ন হইয়া গ্রহণ কর।

হে পরমাত্মন্! তুমি আমারদের এত নিকটে রহিয়াছ; তবে আমরা কেন বলি, তুমি দূরে। আমরা যত্ন করি না, তাই তোমাকে দেখিতে পাই না। আপনার দোষ মনে না করিয়া মনে করি, তুমি আমারদিগকে দেখিতেছ না। তোমার জন্য ব্যাকুল হইলে তুমি তৎক্ষণাৎ দেখা দেও, তথাপি আমরা তোমাকে ভুলিয়া থাকি। হে পরমাত্মন্! তোমার অন্বেষণে যেন আমারদের সমুদয় হৃদয়, সমুদয় বল বীর্য্য, অর্পণ করি। তোমাকে যেন আমারদের সকল প্রীতি প্রদান করি। তোমার কার্য্যের জন্য যেন সমুদয় জীবন সমর্পণ করিতে পারি, তুমি এই প্রকার অনুগ্রহ কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

দ্বাবিংশ ব্যাখ্যান।

২২ চৈত্র ১৭৮২ শক।

নাবিরতোদুশ্চরিতান্নাশান্তোনা-
সমাহিতঃ। নাশান্তমানসোবাপি
প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ ॥

যে ব্যক্তি দুষ্কর্ম্ম হইতে বিরত হয় নাই—ইন্দ্রিয়-চাঞ্চল্য হইতে শান্ত হয় নাই—যাহার চিত্ত সমাহিত হয় নাই; সে কেবল জ্ঞান মাত্র দ্বারা পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হয় না। যখন বিষয়-লালসা আসিয়া চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করে—যখন জীবনের মহান্ লক্ষ্য ভুলিয়া গিয়া নীচ চিন্তা মলিন কামনাতে মন অভিভূত হয়; তখন তাঁহাকে দেখিতে পাই না। অনন্তের মহিমা সেই জানে, যে বিষয়-কামনা হইতে নিবৃত্ত হইয়া, সমাহিত-চিত্ত হইয়া, তাঁহার প্রতি দৃষ্টি করে। যাহার চিত্ত পাপ-কলঙ্কে মলিন—যাহার হৃদয় সাংসারিক ভাবেই পরিপূর্ণ; সে কেবল জ্ঞান দ্বারা পরব্রহ্মকে লাভ করিতে পারে না। যখন সংসারের মলিন পঙ্কিল জলে হৃদয় পরিপূর্ণ হয়, যখন তাহাতে এমন এক বিন্দুও স্থান থাকে না যে ঈশ্বরের নির্ম্মল অমৃত বারি তাহাতে প্রবেশ করিতে পারে; তখন তাহা অজস্র ধারা-তে তাহার উপরে বর্ষিত হইলে কি হইবে? যাহার চিত্ত বিষয়-চিন্তাতেই বিক্ষিপ্ত—ভ্রমরের রূপ সংসারের

সঙ্গেই যাহার সমুদয় জীবন সংশ্লিষ্ট হইয়া রহিয়াছে, অমৃত বারির আস্বাদ সে কোথা হইতে পাইবে? হৃদয়কে বিষয়-কামনা হইতে শূন্য না করিলে তাহাতে ঈশ্বরের ভাব প্রবিষ্ট হয় না। হৃদয়কে পরিষ্কার কর—পরিষ্কার করিয়া ঈশ্বরের অমৃত বারির জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাক। সময়ের নিরূপণ নাই, কখন্ স্বর্গ হইতে সেই অমৃত বারি পতিত হয়—চাতকের ন্যায় প্রতীক্ষা করিয়া থাক; যখনি সেই জল বর্ষিত হয়, অমনি আগ্রহের সহিত তাহা গ্রহণ কর। মন যখন এই প্রকার শান্ত সমাহিত হয় ও উদাস ভাব ধারণ করে, তখন সহজেই তাহা ঈশ্বরের দিকে যায়। অদ্যকার চন্দ্রমার মহিমা দেখ, তাহার অমৃত কিরণ সহস্র ধারে বর্ষিত হইতেছে; অদ্য রজত রঞ্জনে পৃথিবী রঞ্জিত হইয়াছে, বৃক্ষেরা হরিৎ বর্ণ পরিত্যাগ করিয়া রৌপ্য বর্ণে শোভিত হইয়াছে। মাসে মাসে চন্দ্রের শুভ্র রশ্মি এই প্রকারে পতিত হয়; কিন্তু কখন্ তাহার মাধুর্য্য গ্রহণ করিয়া অনন্তের মহিমা অবলোকন করি? তোমারদিগকে জিজ্ঞাসা করি—তোমাদের মধ্যে যাঁহারা গঙ্গা-তীরের শুভ্র চড়ার উপরে চন্দ্র-কিরণ ভোগ করিয়াছ, তাঁহারদিগকে জিজ্ঞাসা করি যে গঙ্গা-তীরে একাকী, কি দুই চারি বন্ধুর সঙ্গে, ভ্রমণ করিতে করিতে গঙ্গার স্নিগ্ধ মারুতে শরীর যখন শীতল হইল—সকল জগৎ স্তব্ধ পুলকে চন্দ্রের অমৃত কিরণ পান করিতেছে দেখিয়া মন যখন আর্দ্র হইল, এমন সময়ে কি কাহারও মনে অনন্তের মহিমা উদয় হয় নাই? অবশ্য অনেকেরই হইয়া থাকিবেক। সেই চন্দ্রমার

সৌন্দর্য্য দেখিয়া মন যখন সৌন্দর্য্যের সৌন্দর্য্যে নিমগ্ন হইল—তখনকার ভাব এক বার মনে করিয়া দেখ দেখি, কোন্ অবস্থাতে আমারদের মন সেই অনন্তের মহিমাতে মগ্ন হয়? যখন সে উদাস ভাব ধারণ করে তখন, কি যখন বিষয়-লালসাতে ব্যাকুল থাকে? প্রতি মাসেই আমরা এই চন্দ্র দর্শন করিতেছি—আমারদের হৃদয়-প্রফুল্লকর চন্দ্রমা কোন্ সময়ে সেই অনন্তের মহিমা প্রকাশ করে—কোন্ মনের অবস্থাতে আমরা চন্দ্রের শোভাতে শোভার আকর পরমেশ্বরকে দেখিতে পাই? সেই সময়ে, যখন আমারদের মন সংসার হইতে উন্নত হইয়া উদাস ভাব ধারণ করে, যখন বিষয়-কামনা আমারদের মনে স্থান পায় না। এই সংসারের দাস হইয়া যে সময়ে আমোদ-কোলাহলে মত্ত থাকি, যখন ইন্দ্রিয়-সেবায় রত থাকি, যখন মনো-দেবতাকেই উপাসনা করি; তখন যে দিকে চাই, ঈশ্বরের মহিমাকে আর দেখিতে পাই না। মন যখন ঈশ্বরের দিকে উন্মুখ থাকে, তখন আপনার সুখ দুঃখের প্রতি আর ভয় আশা থাকে না—তখন সে উদাস ভাব, উদার ভাব, ধারণ করে; তখন সকলই অনুকূল হইয়া তাহার আন্তরিক সাধু ভাব-সকলকে পোষণ করিতে থাকে। তখন উষার শোভায়, সন্ধ্যার শোভায়, চন্দ্রের মহিমায়, সেই অনন্তেরই মহিমা প্রকাশিত হয়। কেবল দর্শন-শাস্ত্রের আলোচনা করিলে ঈশ্বরকে জানা যায় না; আত্মার সেই নিষ্কাম নিস্পৃহ ভাব চাই—ঈশ্বরের জন্য সেই ব্যাকুলতা চাই—তাঁহাকে না দেখিলেই নয়—না

পাইলেই নয়; তবে সকল স্থান হইতে, সকল বিষয় হইতে, তাঁহারই মহিমা অনুভব করি—চন্দ্র, সূর্য্য, তারা, সকলই তাঁহাকে দেখাইয়া দেয়। কুটিল-হৃদয়ের নিকটে সকলই অন্ধকারময়। সরল-হৃদয়ের নিকটে সকলই অনুকূল। ঈশ্বরের এক স্নিগ্ধ প্রীতি-দৃষ্টির নিকটে সকল সংশয় দূর হয়। যুক্তি ও তর্ক ও শাস্ত্রের আলোচনা দ্বারা যাহা না হয়, ঈশ্বরের এক অনুরাগ দ্বারা তাহা হয়—সকল মোহ দূর হয়। তাঁহার এক প্রীতিতে সকল সত্য উজ্জ্বল হইয়া উঠে।

আমারদের বিশুদ্ধ প্রীতি ঈশ্বরকে যেমন প্রকাশ করে—দর্শন ও তর্ক শাস্ত্রের তেমন বল নাই। আত্মাকে পবিত্র না করিলে—সাধু ব্যবহার দ্বারা সাধু-ভাবে হৃদয়কে পূর্ণ না করিলে, কেবল পুস্তকের কীট হইয়া থাকিলে কি হইতে পারে? আমরা অধ্যয়ন করিলে অধ্যাপক হইতে পারি, জগন্মান্য পণ্ডিত হইতে পারি—শাস্ত্রের আলোচনায় শাস্ত্রী হইতে পারি, বুদ্ধির ব্যুৎপত্তি বলে তার্কিক হইতে পারি; কিন্তু ঈশ্বরকে কদাপি লাভ করিতে পারি না। তাঁহার নিকটে যাইতে হইলে শিশুর ন্যায় অকপট ভাবে যাইতে হয়। সরল হৃদয়ে, পবিত্র হৃদয়েই, পরমাত্মা প্রকাশিত হন। তখন আমি তাঁহার হই—তিনি আমার হন—যেন সৃষ্টির মধ্যে আর কেহই নাই। তখন আমার হৃদয়ে বসিয়া তিনি তৃপ্ত হয়েন এবং আমার সমুদয় হৃদয়কে সংতৃপ্ত করেন। তখন আমার প্রীতি তাঁহার নিকটে যায়—তাঁহার প্রীতি আমার হৃদয়ে

আইসে। এই দুই প্রীতি সম্মিলিত হইয়া অমৃত ফল প্রসব করে। যদি অমৃতের সঙ্গে মিলিত হইতে চাও; তবে আত্মাকে পবিত্র কর—সংসারের পঙ্কিল মলিন জল পরিহার কর—হৃদয়কে তাঁহার ভাবের ভাবুক কর—মনকে তাঁর প্রেমে প্রেমিক কর। সর্ব্বত্যাগী হইয়া তাঁহার অনুচর হও।

হে পরমাত্মন্! তুমি আমারদের কুপ্রবৃত্তি-সকল দমন কর। ইন্দ্রিয়-চাঞ্চল্য হইতে বিরত করিয়া, নীচ কামনা হইতে দূরে রাখিয়া, কেবল তোমার প্রেমে আমারদিগকে নিমগ্ন কর এবং তোমার প্রিয় কার্য্য সাধনে নিযুক্ত কর।

ওঁএকমেবাদ্বিতীয়ং।

ত্রয়োবিংশ ব্যাখ্যান।

২০ বৈশাখ ১৭৮৩ শক।

যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্ব্বং প্রাণএজতি নিঃসৃতং।

ইনি প্রাণ-স্বরূপ, যিনি সর্ব্বভূতে প্রকাশ পাইতেছেন। এই জীবন্ত মহা-বাক্য আমরা ব্রাহ্ম ধর্ম্ম হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি। সেই প্রাণ-স্বরূপ হইতে এই জগৎ নিঃসৃত হইয়াছে, সেই প্রাণ-স্বরূপের নির্দ্দিষ্ট নিয়মেই ইহারা নিজ নিজ কর্ম্মে প্রবৃত্ত রহিয়াছে, এবং সেই প্রাণ-স্বরূপের

ইচ্ছার স্রোত অদ্যাপি বর্ত্তমান থাকাতেই এই চরাচর ভ্রাম্যমাণ হইতেছে। ইনি আমাদের জীবন্ত জাগ্রত দেবতা, ইনি আমারদিগের হৃদয়ের পরম ধন; ইঁহারই উপাসনার নিমিত্তে আমরা এই ব্রাহ্ম সমাজে সম্মিলিত হইয়াছি, ইঁহাকেই প্রীতি দান করিবার জন্য আমরা এখানে উপস্থিত হইয়াছি। অতএব সেই প্রীতি-স্বরূপের প্রীতি-নয়ন দেখিয়া জীবন সার্থক কর। তিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বনিয়ন্তা—তিনি আমারদিগের আশ্রয় দাতা; সেই পরমেশ্বরের উপাসনার নিমিত্তে, তাঁহারই প্রীতির নিমিত্তে আমরা এখানে একত্রে মিলিত হইয়াছি। অতএব তাঁর প্রতি প্রীতিকে উজ্জ্বল কর। এখানে আসিয়া আমারদের জ্ঞান নেত্র যেন এই স্থানে তাঁহাকে দেখিতে পায়। তাঁহাকে সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বব্যাপী জানিয়া তাঁহার পূজার নিমিত্তে উৎসুক হও; যেন কুটিল বিষয়-চিন্তা-সমূহ এ সময়ে তোমাদের শ্রোত্রকে রুদ্ধ ও মনকে বিক্ষিপ্ত না করে। সমস্ত দিবস আমরা যাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলাম, এক্ষণে সেই সময় উপস্থিত হইয়াছে। অতএব হৃদয়-দ্বার মুক্ত করিয়া আপনার মনকে তাঁহার আনন্দে পূর্ণ কর। আমাদের কি সৌভাগ্য যে যাঁর সঙ্গে অনন্ত কালের সম্বন্ধ, তিনিই আসিয়া আমারদের হৃদয়কে পূর্ণ করিতেছেন। এই বঙ্গ দেশ সকল দেশ অপেক্ষাই দুর্ব্বল। এই ক্ষীণ হীন দেশে জন্ম গ্রহণ করিয়া আমরা সকলে মলিন হইয়াছি; তথাপি ঈশ্বরের কি অনুগ্রহ, তিনি এই সমাজ-মন্দিরের মধ্যে আমারদিগের নিকটে প্রকাশ পাইতেছেন।

মাতার যেরূপ দুর্ব্বল শিশুর প্রতি স্নেহ অধিক হয়, তদ্রূপ ঈশ্বরেরো স্নেহ বঙ্গ দেশের প্রতি অধিক প্রকাশ পাইতেছে। তাঁহার এত অনুগ্রহ পাইয়াও কি আমরা তাঁহাকে ভক্তি ও প্রীতিপূর্ব্বক প্রণিপাত করিব না? তাঁহার অনুগ্রহই আমারদের সর্ব্বস্ব। আজ সমাজ-মন্দিরে আসিয়া তাঁহার প্রসাদ প্রচুর-রূপে উপভোগ করিতেছি, ঈশ্বরের এই প্রসাদ যেন আমারদিগকে প্রতি সপ্তাহে এ স্থলে আনয়ন করে। আমাদের কিঞ্চিৎ যত্ন থাকিলে তাঁহার প্রসন্নতা তিনি মুক্ত হস্তে বিতরণ করেন; আমরা এক পদ অগ্রসর হইলে তিনি সহস্র ধারে অমৃত বর্ষণ করেন। ঈশ্বরের সঙ্গে আমারদের যে প্রকার সম্বন্ধ, মনুষ্য হইয়া কি আমরা তাহা রক্ষা করিতে পারিব না? তাঁহার সেই সুন্দর মঙ্গল-ভাব দেখিয়া আত্মাকে উজ্জ্বল কর, কুটিল ভাব-সকল পরিত্যাগ করিয়া আত্মাকে পবিত্র কর, ধর্ম্মের ও ঈশ্বরের অধীন হইয়া স্বাধীন হও—স্বেচ্ছাচারী হইও না। যাহারা স্বেচ্ছাচারী, তাহারা স্বাধীন নহে, তাহারা স্বীয় কুটিল প্রবৃত্তিরই অধীন। জ্ঞানহীন ধর্ম্মহীন পশুরাই স্বেচ্ছাচারী। যাহারা আপনাকে বশীভূত করিতে পারে নাই, যাহারা আপনারদিগের প্রবৃত্তি-স্রোতকে ধর্ম্মের অনুগত করিতে পারে নাই, যাহারা আপনারাই আপনার প্রভু নহে, তাহারদের অপেক্ষা হতভাগ্য পরাধীন আর কে আছে? "ইন্দ্রিয়াণাং বিচরতাং যন্মনোনুবিধীয়তে। তদস্য হরতে প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি॥" মন যদি স্বেচ্ছাচারী ইন্দ্রিয়-সকলের অনুগামী হয়, তবে বায়ু যেমন নৌকাকে জলেতে মগ্ন করে,

ঐ মনও তদ্রূপ পুরুষের বুদ্ধিকে নষ্ট করে। পরাধীন হওয়া যে কত কষ্ট, তাহা বর্ণনার অতীত। পাপ-প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হওয়া যে কত যন্ত্রণা, তাহা এক মুখে ব্যক্ত করা যায় না। পাপের ঔষধ কেবল এক মাত্র ব্রাহ্ম ধর্ম্ম। যে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের প্রাণ স্বয়ং ব্রহ্ম, সেই ধর্ম্মের বলে আমরা পুনরায় স্বাধীনতা লাভ করিব। স্বাধীনতা ব্যতীত সুখ সৌভাগ্য লাভ করা অসম্ভব, পরাধীনতাই দুঃখের মূল। ব্রাহ্ম ধর্ম্মে আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি যে পাপ হইতে মুক্ত হওয়াই আত্মার স্বাধীনতা এবং আত্মার স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গেই সকল প্রকার স্বাধীনতা লাভ করা যায়। বঙ্গ দেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম দ্বারা যে কত মঙ্গল সাধন হইবে তাহা যাঁহারা ইঁহাকে এক বার হৃদয়ে ধারণ করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন। যত দূর ঈশ্বরের রাজ্য, তত দূর ব্রাহ্মধর্ম্মের বল ও আধিপত্য। যদি তোমাদের স্বাধীনতা প্রাপ্তির নিমিত্তে কিঞ্চিন্মাত্রও যত্ন থাকে, যদি আত্ম-প্রসাদ লাভের নিমিত্তে এক টুকুও ব্যগ্রতা থাকে; তবে তাহা কেবল এক মাত্র ব্রাহ্ম ধর্ম্মের সাহায্যে সিদ্ধ হইতে পারে, কেবল এক মাত্র ব্রাহ্ম ধর্ম্মেরি আশ্রয়ে পাপকে পরাভূত করা যায়। একে বঙ্গ দেশের এই দুরবস্থা, তাহাতে যেন আবার এই ধর্ম্মের প্রতি অবহেলা না থাকে। ব্রাহ্ম ধর্ম্ম ব্যতীত এ দেশের দুরবস্থার পরিসীমা থাকিবে না। ঈশ্বরের প্রেম-মুখ দেখিবার জন্য প্রার্থনা কর এবং ধর্ম্ম-বুদ্ধি ও শুভ-বুদ্ধি পাইবার নিমিত্তে তাঁহার প্রতি উন্মুখ হও। তিনি তোমার প্রার্থনা অবশ্যই সিদ্ধ করিবেন; তাঁহার প্রসাদ-বারি তোমারদিগকে অবশ্যই

সিক্ত করিবে; ক্রমে তোমার সকল বৃত্তিই সেই মঙ্গলময়েরি অনুগামী হইবে। যদি ঈশ্বর আপনার প্রতিনিধিস্বরূপ ব্রাহ্ম ধর্ম্মকে আমারদিগের নিকটে প্রেরণ না করিতেন, যদি ব্রাহ্ম ধর্ম্ম আমারদিগের প্রিয় বন্ধুর ন্যায় কার্য্য না করিতেন; তবে আমারদিগের কি ক্লেশই সহ্য করিতে হইত, কি নরকই ভোগ করিতে হইত। আমরা ক্রমে পাপের অধীন হইয়া সংসার-পিঞ্জরেই বদ্ধ হইয়া থাকিতাম। কিন্তু ব্রাহ্ম ধর্ম্মের প্রসাদে আমরা ঈশ্বর হইতে বঞ্চিত হই নাই; ইঁহার সহবাসে আমরা ক্রমে বলীয়ান্ হইতেছি। এখানে যেমন আত্মার উপযোগী ব্রাহ্ম ধর্ম্ম, আর ব্রাহ্ম ধর্ম্মের উপযোগী আত্মা; এমন আর কিছুই নাই। যেমন সর্ব্ব প্রথমে পূর্ব্বদিক্ হইতে বিভাবসু সূর্য্য উদিত হইয়া সমুদায় পৃথিবীকে আলোকময় করে, তদ্রূপ এই পূর্ব্বদিক্ স্থিত বঙ্গদেশ হইতে ব্রাহ্ম ধর্ম্ম উদয় হইয়াছে। ইহা এইক্ষণে সমুদায় পৃথিবীকে ক্রমে ক্রমে আলোক দান করিবে। এ ধর্ম্মকে অবহেলা করিলে শরীর ভগ্ন হইবে, মন বিকৃত হইবে, আত্মা শুষ্ক হইয়া যাইবে। ইঁহাকে আশ্রয় করিলে তোমরা ইঁহার বলে বলীয়ান্ হইবে; যদিও শত সহস্র ব্যক্তি তোমারদের বিপক্ষে খড়্গ ধারণ করে, তথাপি ঈশ্বর-দত্ত অভেদ্য কবচে আবৃত থাকিয়া সকল ভয়কে অতিক্রম করিবে। অতএব সকলে মিলিয়া এই ব্রাহ্ম ধর্ম্মকে অতি যত্নের সহিত রক্ষা কর, ইনি নিশ্চয় তোমারদিগকে সকল সময়েই রক্ষা করিবেন। যে ব্রাহ্ম ধর্ম্ম এই পৃথিবীর ধর্ম্ম এবং যাহা এই অসীম জগতের ধর্ম্ম,

তদ্দারা হৃদয়কে পূর্ণ কর; ক্রমে তোমারদিগের সাধু দৃষ্টান্তে ইহা সমুদায় পৃথিবীময় ব্যাপ্ত হইবে। হে পরমাত্মন্! কবে এই মর্ত্ত্য লোকে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের আবির্ভাব জাজ্বল্যতর হইবে, কবে এই বঙ্গ দেশ হইতে দ্বেষ ও মলিন ভাব-সকল দূরীভূত হইবে, কবে সকলে ঈশ্বর-প্রেমে মগ্ন হইবে এবং ব্রাহ্ম ধর্ম্মের সহায়তাতে তাঁহাকে লাভ করিয়া আপ্ত-কাম হইবে। হে জগদীশ্বর! তুমি আমার এই নির্ম্মলতম অন্তরতম কামনা পূর্ণ কর।

ওঁএকমেবাদ্বিতীয়ং।

চতুর্বিংশ ব্যাখ্যান।

২৭ বৈশাখ ১৭৮৩ শক।

শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেতস্তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ।

যখন আমরা সংসারের স্রোতেই ভাসিতেছিলাম—যখন প্রেয়ের বশবর্ত্তী হইয়া ইন্দ্রিয়-সুখ বিষয়ামোদেই মগ্ন ছিলাম—তখন কোথা হইতে বল আসিল, যাহাতে সেই প্রবল স্রোতের প্রতিকূলে যাইতে সক্ষম হইলাম? যখন সমুদয় সুখ দুঃখ, আশা ভরসা, এই সংসারেতে সমর্পণ করিয়া প্রেয়ের পথেই বিচরণ করিতেছিলাম; তখন কে হস্ত ধারণ করিয়া আমারদিগকে সেই দুর্গতি হইতে উদ্ধার

করিলেন? যখন বয়স্যদের সঙ্গে আমোদ-কোলাহলে উন্মত্ত ছিলাম, এমন একটী সাধুর মুখ দেখিতে পাই নাই যে সে ঈশ্বর-পথের এক ধূলি-কণা দেখাইয়া আমার আত্মাকে জাগ্রত করিয়া দেয়; তখন কে আমারদিগকে সুমধুর উপদেশ দিয়া কল্যাণময় শ্রেয়ের পথ প্রদর্শন করিলেন? প্রতি জন মনে করিয়া দেখ, এমন এক এক সময় আসে কি না, এমন এক এক অবস্থা হয় কি না, যখন প্রেয়ের আকর্ষণ, সাংসারিক সুখের আকর্ষণ, প্রবল হইয়া আমারদের সমুদয় হৃদয় ও মনকে মুগ্ধ করিয়া রাখে? সেই অন্ধকারাবৃত মোহ-ঘনাবৃত সময়ে কি আমারদের উপরে কাহারো দৃষ্টি থাকে না? যখন সকলেই সমবেত হইয়া আমারদের আত্মাকে বিনাশ করিতে উদ্যত হয়, তখন ঈশ্বর কি আমারদের সহায় থাকেন না। তিনি কি দেখিতে থাকেন না, কখন্ আমারদিগকে প্রেয়ের কুটিল পথ হইতে আপনার আলোকময় শ্রেয় পথে উত্তীর্ণ করেন। যখন সংসারকেই আমাদের সার বোধ হয়—যখন প্রবৃত্তি-সকল বিষয়-ভোগের জন্য লালায়িত হয়—যখন হৃদয়ের সমুদায় কামনা, সমুদয় প্রীতি সংসারেই সম্পূর্ণরূপে বদ্ধ থাকে; তখন এই প্রকার আকর্ষণ হইতে স্বয়ং ঈশ্বর আমারদিগকে উদ্ধার করেন। তখন তিনি আমারদের আত্মাতে অমৃত ভাব প্রেরণ করেন। তখন চেতন পাইয়া আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, আমি কোথা হইতে আসিয়াছি? কোথায় যাইব? আমি কি করিতেছি? এই সকল ক্ষুদ্র বিষয় লইয়াই কি চির কাল থাকিব? তখন সংসারের

অসারতা হৃদয়ে প্রতিভাত হয়। ঈশ্বরের করুণা না পাইলে আমরা কোন প্রকারেই এই মোহ-জাল হইতে মুক্ত হইতে পারি না। আমরা নানা শাস্ত্রে আলোচনা করি; সাধু-সঙ্গে দিন-পাত করি; তথাপি প্রতিহত জল-স্রোতের ন্যায় পুনঃ পুনঃ আমাদের মন সংসারের দিকেই ফিরিয়া আইসে। যখন আপনার বলের উপর নির্ভর থাকে, তখন আর আশা থাকে না, কি প্রকারে এই সকল দুর্গতি হইতে পরিত্রাণ পাইব। যখন ঈশ্বরের হস্ত দেখিতে পাই তখনই ভরসা হয়। আমরা কি এমন কোন অবস্থা মনে করিতে পারি—যাহাতে ঈশ্বরের নিকট হইতে আমাদের কোন আশাই থাকে না? এমন কোন অবস্থা কি আমাদের আসিতে পারে যে ঈশ্বর আমারদিগকে শোধনের অতীত দেখিয়া পরিত্যাগ করেন? এ প্রকার হইলে আমরা অসহায় নিরুপায় হইয়া পড়িতাম। তিনি যদি আমারদিগকে আপনার আপনার বলের উপরেই রাখিয়া দিতেন;—আমরা আপনার উপরে যতই পাপ ও মলিনতা সঞ্চয় করি না কেন, তিনি যদি তাহা সংশোধন না করিতেন; তবে এত দিনে আমাদের আত্মা একেবারে অসাড় হইয়া যাইত; তাহার উদ্ধারের আর কোন উপায় থাকিত না। কিন্তু ঈশ্বর আমাদের এমন ঈশ্বর নন যে তিনি তাঁহার হীন মলিন সন্তানদিগের প্রতি উপেক্ষা করেন। আমরা যোগ্য না হইলেও তাঁহার প্রীতি আসিয়া আমারদের উপর অমৃত সিঞ্চন করিতেছে। তাঁহার এ অখিল সংসারে তাঁহার কোন পুত্র ত্যজ্য নহে। এই সংসারের

প্রবল তুরঙ্গের মধ্যে তিনি আমারদের কর্ণধার হইয়া আছেন। তিনি আমারদের সঙ্গী হইয়া সাক্ষী হইয়া রহিয়াছেন, আবার আমাদের সঙ্গে সঙ্গে কার্য্য করিতেছেন। তিনি আত্মাতে ধর্ম্ম-বুদ্ধি প্রেরণ করিতেছেন। তিনি হৃদয়ে বল বিধান করিতেছেন, যে তাঁহার বলে বলীয়ান্ হইয়া আমরা সংসারের সহিত সংগ্রাম করিতে পারি। আমারদের যদি কিঞ্চিৎ যত্ন থাকে, তিনি তাহার শত গুণ অধিক বল দেন। আমরা যদি প্রেয়কে পরিত্যাগ করিয়া শ্রেয়কে অবলম্বন করিবার চেষ্টা পাই—আর আমাদের সম্মুখে যদি অলঙ্ঘ্য পর্ব্বত সাগর সমান সহস্র প্রতিবন্ধক থাকে, যদি সকল সংসার আমাদের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হয়; তথাপি আমাদের ভয় নাই, কেন না ঈশ্বর আমাদের সহায়। আমরা নিজে দুর্ব্বল হইলাম, তাহাতে কি? ঈশ্বর আমারদের দুর্ব্বলতার বল। যখন তাঁহাকে ছাড়িয়া আমরা সংসারকেই সর্ব্বস্ব জ্ঞান করি; তখনই আমারদের ভয়, তখনই আমারদের শোক, তখনই আমারদের নিরাশা। তখন সংসারে মগ্ন হই—কিন্তু সংসার আমাদের হৃদয়কে পূর্ণ করিতে পারে না। সংসারে আমরা সমুদয় প্রীতি অর্পণ করি, কিন্তু তাহা হইতে প্রীতি পাই না। সংসারকে সুখ-সাধনের উপায় করিতে যাই—সুখ মৃগ-তৃষ্ণিকার ন্যায় বঞ্চনা করে। আমরা অমৃত মনে করিয়া যাই, বিষের আস্বাদ পাই। আমাদের এ কি মোহ! কেন আমরা এই প্রকারে বৃথা ভ্রাম্যমাণ হইতেছি; কেন আমরা এই সকল ক্ষুদ্র বিষয়ে মুগ্ধ রহিয়াছি, যেন

এই সকল আমাদের চির কালের ধন। আমরা চির দিন এই রূপে জীবন বৃথা ক্ষেপণ করিতেছি, এক বার মনেও করি না, আমাদের কি দুর্দ্দশা হইতেছে। আমরা দুঃখেতে ক্লেশেতে আবৃত হইতেছি—পাপেতে তাপেতে অবসন্ন হইতেছি, আমাদের শরীর রুগ্ন হইতেছে, মন ক্লিষ্ট হইতেছে—তথাপি আমরা জানি না, কোন্ স্থানে অবস্থিতি করিলে আমরা অনাহত থাকিব? এখন হইতে সকলেই ঈশ্বরের শরণাপন্ন হও। যাঁর বলে সমুদয় সংসারের বল, তাঁহার বলে বলী হইয়া নির্ভয় হও। প্রেয়-পথ পরিত্যাগ কর। শ্রেয়ের পথ অবলম্বন কর, ঈশ্বর সহায় হইবেন। তাঁর বলেই সকল বল। তাঁর আশ্রয়েই আমাদের জীবন। যদি সেই সূর্য্যের আলোক এখনি আত্মাতে প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, তবে এখনি আমরা নূতন হইয়া উত্থিত হই। সেই সূর্য্যের প্রকাশে তখন আপনার ক্ষুদ্র ভাব সকলি অস্তমিত হয়। যখন সূর্য্যের উদয় হয়, তখন কি চন্দ্রের শোভা থাকে? যখন ঈশ্বর হৃদয় উজ্জ্বল করিয়া প্রকাশিত হন, তখন কি সে হৃদয়ে মলিন হীন ভাব থাকিতে পারে? তখন কি আপনার শোভা, আপনার মহত্ত্ব, না আপনার মান অভিমান, মনে থাকে? যখন সূর্য্য অস্ত হন, আকাশ যখন অন্ধকার হয়, তখনি খদ্যোতেরা আপনার আপনার শোভা প্রকাশ করিতে থাকে। সেই রূপ যখন হৃদয় অন্ধকার হ—ঈশ্বরের জ্যোতি নির্ব্বাণ হইয়া যায়; তখনি আপনার ন। আপনার মান, আপনার মহত্ত্বের প্রতি দৃষ্টি পড়ে। তখন সেই

অন্ধকার রজনীতে আপনার যৎকিঞ্চিৎ আলোকই প্রকাশ পাইতে থাকে। যখন ঈশ্বরের প্রীতি হৃদয় অধিকার করে, তখন আপনার প্রতি আর দৃষ্টি থাকে না। তখন যাহাতে তাঁহার পূজা জগৎময় প্রচারিত হয়—যাহাতে তাঁহার মঙ্গল-কিরণে সকল হৃদয় অনুরঞ্জিত হয়; তাঁর জ্ঞান প্রীতি সকল স্থানে ব্যাপ্ত হয়; তাহাতেই শরীর মন ব্যস্ত থাকে। তখন আপনার প্রতি দৃষ্টি থাকে না, কিসে ঈশ্বরের মহিমা মহীয়ান্ হয়, তাহার জন্যই সকল কার্য্য। যখন আপনাকে ভুলিয়া ঈশ্বরকে দেখি, তখনই আপনার মহত্ত্ব। যখন ঈশ্বরকে ভুলিয়া আপনাকে দেখি, তখনি আমরা সংসারের ক্ষুদ্র ভাবে মুগ্ধ হইয়া যাই।

হে পরমাত্মন্! তুমি আমারদিগকে শুভ বুদ্ধি প্রদান কর, প্রেয়ের পথ হইতে আকর্ষণ করিয়া শ্রেয়ের পথে লইয়া যাও। আমারদের দুর্ব্বল মনে তোমার বল দেও, যাহাতে তোমার নাম সমুদয় পৃথিবীতে প্রচার করিতে পারি—তোমার মহিমা মহীয়ান্ করিবার জন্য সমুদয় হৃদয় মন সমর্পণ করিতে পারি, তুমি আমাদের উপর এই প্রকার অনুগ্রহ কর।

ওঁএকমেবাদ্বিতীয়ং।

পঞ্চবিংশ ব্যাখ্যান।

১০ জ্যৈষ্ঠ ১৭৮৩ শক।

শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেতস্তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ। তয়োঃ শ্রেয়আদদানস্য সাধু ভবতি হীয়তেঽর্থাদ্য উ প্রেয়োবৃণীতে।

ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি প্রীতিকে প্রস্ফুটিত করা, আমারদের আত্মার সহিত সেই পরমাত্মার সহিত অভেদ্য নিগূঢ় যোগ স্থাপন করা, এবং তাঁহার পথের অনুগামী হইয়া তাঁহার কার্য্যের অনুষ্ঠান করাই শ্রেয়; আর স্বেচ্ছাচারী হইয়া ইন্দ্রিয়-সুখে ও বিষয়ামোদেই মত্ত থাকা, ধর্ম্ম ও ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করিয়া সংসারের মোহেই মুগ্ধ হওয়াই প্রেয়। কল্যাণময় শ্রেয়কে আশ্রয় করিলে তিনি আমারদিগকে ঈশ্বরের সন্নিধানে উপনীত করেন; আর ইন্দ্রিয়-সুখাভিলাষে প্রেয়ের অনুবর্ত্তী হইলে আমারদের সংসার-গতিকেই প্রাপ্ত হইতে হয়। "অন্যচ্ছ্রেয়োঽন্যদুতৈব প্রেয়স্তে উভে নানার্থে পুরুষং সিনীতঃ।" শ্রেয় ও প্রেয় ইহারা প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্ন পথে মনুষ্যের হৃদয়কে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যায়। শ্রেয় যিনি তিনি আমারদিগকে শাণিত ক্ষুরধারের ন্যায় ধর্ম্ম-পথের পথিক

করিয়াও অবশেষে অমৃত সন্নিধানে লইয়া যান, আর প্রেয় নানা প্রলোভন দেখাইয়া ঈশ্বরের বিপরীত পথ দ্বারা সংসারের অগ্নি তুল্য তপ্ত-তৈল-কটাহে আনিয়া নিক্ষেপ করে। এক দিকে ইন্দ্রিয়-সেবা, বিষয়-ভোগ, প্রভুত্ব, অভিমান ও স্বেচ্ছাচার; আর দিকে ধর্ম্ম-লাভ, আত্ম-প্রসাদ, সাধু-ভাব, ঈশ্বর ও স্বাধীনতা; তোমরা ইহার মধ্যে কোন্ পথের পথিক হইতে চাহ? যদি তোমরা অপ্রতিহত ধর্ম্মের বল চাহ, আত্মাকে দৃঢ়িষ্ঠ ও উন্নত করিতে চাহ, আত্ম-প্রসাদ লাভ করিতে ইচ্ছা কর; যদি ঈশ্বরকে আলিঙ্গন করিবার স্পৃহা তোমারদিগের হৃদয়ে উদ্দীপ্ত হইয়া থাকে; তবে তোমরা শ্রেয়ের পথ অবলম্বন কর; ইনি হৃদয়ের শত শত কুটিল গ্রন্থির বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া তোমারদিগকে সেই সুন্দর মঙ্গল পুরুষের প্রসারিত ক্রোড়ে উপনীত করিবেন। শ্রেয়কে অবলম্বন করিলে অমূল্য ধর্ম্ম-রত্ন লাভ করা যায়, ঈশ্বরের দক্ষিণ মুখ দর্শন করা যায় ও তাঁহার ক্রোড়ে উপবেশন করিয়া তজ্জনিত বিমল ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করা যায়। শ্রেয়ের পথই মনুষ্যের পথ, শ্রেয়ের পথই দেবতাদিগের পথ, শ্রেয়ের পথই আমাদের অনন্ত কালের পথ; অতএব আমরা যেন ইহাকে হৃদয়ে স্থান দিই, প্রেয়কে যেন আমরা দূর হইতে পরিত্যাগ করি। হে যুবক ভ্রাতৃ-গণ! সাবধান হও, যৌবন কালের প্রারম্ভেই তোমরা সতর্কতার সহিত পদ নিক্ষেপ কর। এখন তোমারদিগের জ্ঞান-চক্ষু সতেজ আছে, তোমাদের শরীর মন উৎসাহ

বলে বলিষ্ঠ আছে; দেখ যেন এই সময়েই তোমরা প্রেয়ের তৃণাচ্ছাদিত তমসাবৃত কূপে পতিত না হও। শ্রবণ কর; শ্রেয় উপদেশ দিতেছেন, যে আমি তোমারদিগকে জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্ম-ধামে উপনীত করিব।

আমাদের হৃদয়ে শ্রেয় ও প্রেয় উভয়েরই ঘোরতর সংগ্রাম। আমরা দুয়েরই সন্ধিস্থলে বাস করিতেছি। এক দিকে প্রেয় আমারদের পদ-দ্বয় বল পূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া সংসার-সমুদ্রে নিমগ্ন করিতে চাহে, আর দিকে মাতৃস্নেহ-পূর্ণ শ্রেয় আমারদিগের হস্ত ধারণ করিয়া অমৃত-নিকেতনে লইয়া যাইতে চাহেন। অন্তর-কলাহল মধুর-ভাষী প্রেয় আসিয়া বলে "শতায়ুষঃ পুত্রপৌত্রান্ বৃণীষ্ব। বহূন্ পশূন্ হস্তিহিরণ্যমশ্বান্॥" তুমি শতায়ু-বিশিষ্ট পুত্র পৌত্র গ্রহণ কর; হস্তি হিরণ্য অশ্ব রথ তোমার জন্য সকলই প্রস্তুত। তুমি আমার পথবর্ত্তী হও; সুগন্ধ গন্ধবহ তোমার শরীর শীতল করিবে, তোমার প্রাসাদে নৃত্য গীত হাস্য পরিহাস অহরহ উল্লাস বহন করিবে, ইন্দ্রিয়-সুখদ গন্ধামোদ-সকল তোমার চিত্তকে প্রফুল্ল করিবে, মর্ত্ত্য লোকের দুর্ল্লভ অপ্সরগণ তোমাকে পরিচারণা করিবে, যত লোক তোমার পদানত হইবে, তুমি সকলের প্রভু হইবে, তুমি মহদায়তন রাজ্যের রাজা হইবে, তোমার যশঃকীর্ত্তি সর্ব্বত্র ঘোষিত হইবে। যদি তুমি আমাকে গ্রহণ কর, তবে তুমি সকলের অধীশ্বর হইবে। সুধীর সাধু যুবা প্রেয়ের এই সকল অনর্থকর মোহ-বাক্য শুনিয়া গম্ভীর মহাসাগরের ন্যায় অক্ষুব্ধ হইয়া উত্তর

করিলেন "সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং জরয়ন্তি তেজঃ" তুমি যে প্রকার প্রলোভনে আমাকে ফেলিতে চাহ, ইহাতে অল্প কালের মধ্যে আমার সকল ইন্দ্রিয় জীর্ণ হইয়া যাইবে; অন্তক আমার পার্শ্বে লুক্কায়িত আছে, রন্ধ্র পাইলেই আমার ধন প্রাণ সকলি হরণ করিয়া লইবে; অতএব তোমার অশ্ব রথ, তোমার নৃত্য গীত, তোমারই থাকুক। তুমি যাহা কিছু দিতে পার, তাহাতে আমার তৃপ্তি কখনই হইবে না। "ন বিত্তেন তর্পণীয়োমনুষ্যঃ।" আমি কোন প্রকার সাংসারিক প্রলোভনে ভুলিবার নহি। অস্থায়ী ক্ষণ-ভঙ্গুর পদার্থে আমার চিত্ত নির্ভর করিতে পারে না। আমি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে সংসার আমাকে ভুত কালে কিছুই সুখ প্রদান করে নাই, কেবল শোক চিন্তায় আমাকে আকুল করিয়াছে; এবং আমি ইহা নিশ্চয় জানি যে ভবিষ্যতেও সংসার আমাকে শান্তি-সুখ বিধান করিবে না; অতএব আমি আর তোমার প্রলোভন-বাক্যে প্রবঞ্চিত হইয়া সংসারের কুটিল পথে দন্দ্রম্যমাণ হইতে চাহি না। যদি তোমার নিকটে এমন কোন সুন্দর অমূল্য বস্তু থাকে যে যাহাতে প্রীতি স্থাপন করিলে আর সকলকে প্রীতি করা যায়, এবং আমার হৃদয়ের সমুদয় প্রীতির পর্য্যাপ্তি হয়, কস্মিন্ কালেও তাহার ক্ষয় হয় না; যদি এমন কোন অমূল্য ধন তোমার নিকটে থাকে, তবে তাহা আমা[illegible] হস্তে দিয়া আমার ব্যাকুলতাকে শান্তি কর, আমি [illegible] জীবনের নিমিত্তে তোমার পদানত দাস হইয়া থাকিব। ইহাতে প্রেয় মৌনী হ[illegible] ও তাঁহাকে পরি-

ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিল। তখন একাকী সেই সাধু যুবা চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার দেখিয়া অবসন্ন হইলেন, বিষয়-প্রলোভন তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল, কিন্তু হৃদয়ের অভাব মোচন হইল না। তিনি পার্থিব ও স্বর্গীয় সকল প্রকার সুখের অভাবে বিষাদ-সাগরে নিমগ্ন হইলেন, সংসার তাঁহার নিকটে শ্মশান তুল্য হইল। এ অবস্থা জীবনের কি ভয়ানক অবস্থা! এ অবস্থাতে সংসারের সুখে আমারদের কোন আস্বাদ থাকে না এবং ঈশ্বরের আনন্দও ভোগ করিতে পাই না। ঈশ্বরের জন্য কেবল একটি গভীর অভাব বোধ হয়, কিন্তু সেই আন্তরিক অভাব যে কি প্রকারে মোচন হইবে, তাহার কিছুই সন্ধান পাই না। এই সময়ে তৃষ্ণাতুর মৃগের ন্যায় ব্যাকুল-হৃদয় হই; এই সময়ে সংসারানলে আমারদের সমুদয় শরীর দগ্ধ হয়। এই শোক-দাবানলের দুঃখ হইতে পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্তে ব্যাকুল-অন্তরে সকলকেই জিজ্ঞাসা করি, কাহারো নিকট হইতে শান্তিকর উল্লাসকর উত্তর পাই না। এই প্রকার অবস্থাতে পতিত হইয়া যখন সেই সাধু যুবা বিলাপ ও ক্রন্দন করিতেছিলেন, যখন অসহায় হইয়া জীবন-সহায়কে অন্বেষণ করিতেছিলেন, তখন শুদ্ধ-বসন মঙ্গলেচ্ছু শ্রেয় তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া সান্ত্বনা বাক্যে কহিতে লাগিলেন। তুমি কেন শোকে মগ্ন হইয়াছ, বিষাদে জর্জ্জরিত হইয়াছ, শান্তিহীন হইয়া অরণ্য মধ্যে ভ্রমণ করিতেছ; যাঁর প্রীতি-সুধাতে জগৎ সংসার জীবিত রহিয়াছে, তাঁর প্রেম-রূপ মঙ্গল [illegible] দর্শন কর এবং দুঃখ-সন্তপ্ত অশ্রু-

ধারাকে প্রেমাশ্রু-ধারাতে পরিণত কর। যেখানে প্রীতি স্থাপন করিলে সমুদয় প্রীতির পর্য্যাপ্তি হয়, যার কখনই আর ক্ষয় না; যাঁর সঙ্গে যোগ নিবদ্ধ করিলে সে যোগের আর অন্ত হয় না; তাঁহারই প্রেমে মগ্ন হইয়া আপনাকে শীতল কর। উত্থান কর, মোহ-নিদ্রা হইতে জাগ্রত হও। আমাকে অবলম্বন কর, আমি তোমাকে সেই প্রেমময়ের অমৃত ক্রোড়ে লইয়া সমর্পণ করিব। শ্রেয়ের এই স্নেহ-পূর্ণ মৃত-সঞ্জীবন বাক্যে সেই যুবার মন দ্রবীভূত হইল এবং ব্যগ্রচিত্ত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। তুমি কে? কোথা হইতে আইলে? কি করিলে ও কোথায় গেলে আমার এই দুঃসহ ব্যাকুলতার উপশম হইবে? কাহার প্রেম-নীরে আমার শুষ্ক হৃদয় আর্দ্র হইতে পারে? শ্রেয় তখন তাঁহাকে করুণ স্বরে বলিতে লাগিলেন যে সেই ভূমা মহান্‌কে প্রত্যক্ষ কর, তিনি তোমার অন্তরেই বিরাজমান আছেন; তোমার পরিমিত আত্মাতেই সেই অপরিমিত অধিষ্ঠিত হইয়া রহিয়াছেন। ব্যাকুল হৃদয়ে, কাতর মনে, তাঁহার দর্শনের নিমিত্তে প্রার্থনা কর; তিনি তোমার সম্মুখে অবশ্যই তাঁহার মঙ্গল-জ্যোতি প্রকাশ করিবেন এবং ধর্ম্মের সরল পথ আবিষ্কৃত করিবেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব ঋষিরা ধর্ম্ম-পথকে শাণিত ক্ষুর-ধারের ন্যায় দুর্গম করিয়া বলিয়াছেন; ঈশ্বরের শরণা[illegible] হও, সেই দুর্গম পথও সুগম হইবে। ধর্ম্মের অ[illegible]গামী হইতে হইলে সুখ দুঃখের প্রতি নিরপেক্ষ হইতে হয়। ধর্ম্ম সুখে [illegible]র্দ্ধিত হয় এবং

দুঃখেতেও বর্দ্ধিত হয়; সম্পদেও ধর্ম্মের উন্নতি হয়, বিপদেও ধর্ম্মের উন্নতি হয়; বিপন্ন ব্যক্তিকে ধর্ম্মই রক্ষা করেন এবং শ্রীসম্পন্ন সজ্জনকে ধর্ম্মই রক্ষা করেন। এ পৃথিবী আমারদের শেষ গতি নহে, ইহা আমারদের শিক্ষার ও পরীক্ষার স্থান। এখানে ধর্ম্মের জন্যে তো দুঃখ সহ্য করিতেই হইবে, বিপদ্‌কে তো আলিঙ্গন করিতেই হইবে, ত্যাগ তো স্বীকার করিতেই হইবে; এমন কি, সঙ্কট বিশেষে, সময় বিশেষে, ঈশ্বরের অভিপ্রায় বিশেষে, প্রাণ পর্য্যন্তও অকাতরে বলিদান দিতে হইবে। সুখের আশ্বাসে ধর্ম্মাচরণ করিতে প্রবৃত্ত হওয়া কুটিলতা কপটতা। আমি কিছু তোমাকে সুখের আশ্বাস দিতেছি না, আমি তোমাকে শ্রেয়ের নাম মিথ্যা প্রলোভনে বদ্ধ করিতেছি না। সুখেতেও ধর্ম্মের উন্নতি হয় বটে; কিন্তু ধর্ম্মের পুরস্কার কদাপি সুখ নহে। অস্থায়ী সাংসারিক সুখ কি কখন দেব-সেব্য ধর্ম্মের পুরস্কার হইতে পারে? যে সুখ পার্থিব স্বর্ণ মুদ্রার উপর নির্ভর করে, যে সুখ রক্ত মাংস স্নায়ু শিরার উপর নির্ভর করে, যে সুখ প্রবঞ্চনা করিয়াও প্রাপ্ত হওয়া যায়; তাহাই কি ধর্ম্মের পুরস্কার হইল? ধর্ম্মের পুরস্কার নিজেই ধর্ম্ম, ধর্ম্মের পুরস্কার আত্ম-প্রসাদ, ধর্ম্মের পুরস্কার স্বয়ং ঈশ্বর। অতএব হৃদয়ের প্রীতি উজ্জ্বল করিয়া হৃদয়েশ্বরকে প্রত্যক্ষ কর, আপনার ক্ষুদ্রতা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার ভা'র ভাবুক হও। তোমার আপনার জন্য কিছুই রাখিও না, সকল তাঁহাতেই সমর্পণ কর। এখনি তাঁহাকে দেখিয়া কৃতার্থ

হইবে। মঙ্গলময় শ্রেয়ের এই সকল নিগূঢ় হিতকর বাক্য শুনিয়া সেই সাধু যুবা পরম শরণ্য ঈশ্বরের শরণাপন্ন হই-লেন এবং আপনার হৃদয়ে তাঁহাকে সাক্ষাৎ পাইয়া কৃতার্থ হইলেন। সংসার তাঁহার নিকটে আর এক নবতর কল্যাণ-তর মূর্ত্তি ধারণ করিল; তাঁহার নিকটে শূন্য পূর্ণ হইল। তিনি প্রাণ-স্বরূপ পরমেশ্বরেতে আপনার প্রাণ অর্পণ করি-লেন, এবং মৃত্যু-হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া অমৃত লাভ করিলেন। আর যে কেহ শ্রেয়ের বশবর্ত্তী হইয়া এই প্রকা-র ঈশ্বরেতে প্রাণ মন সমর্পণ করিবেন; তিনিও অমৃত লাভ করিবেন, তিনিও অমৃত লাভ করিবেন।

ওঁএকমেবাদ্বিতীয়ং।

ষড়্‌বিংশ ব্যাখ্যান।

১৭ জ্যৈষ্ঠ ১৭৮৩ শক।

অমৃতস্য পরং সেতুং দগ্ধেন্ধনমিবানলং।

ঈশ্বর অমৃতের পরম সেতু; কিন্তু ঈশ্বরকে কেবল অমৃত-সেতু বলিলেই তাঁহার সকল ভাব প্রকাশ পায় না। তিনি অমৃত-নিকেতন। তিনি নিজেই অমৃত। এই সমাজ হই ত যে রূপ ঈশ্বরের বিমল স্তুতি-বাদ ঈশ্বরের নিকটে প্রেরিত হয়, সেই প্রকার তিনিও এই সমাজ-মন্দিরে চতুর্দ্দিক্ হইতে অমৃত-ধারা ণ করেন। তোমরা

সমস্ত দিবস, দ্বাদশ ঘণ্টা কাল, বিষয়-গরল যে ভক্ষণ করিয়াছ; তাহার উপশমার্থে এক বিন্দু অমৃত বারিও যেন তোমারদিগের হৃদয়ে এখন স্থান পায়। এখানে তিনি অমৃত-বারি অজস্র ধারে বর্ষণ করিতেছেন; আমরা যেন হৃদয়াধারকে প্রশস্ত করিয়া, যত পারি, ততই তাহা সঞ্চয় করিয়া রাখি। যদি এখানেও আসিয়া আমরা জড়ের ন্যায় জড়ীভূত রহিলাম; এ প্রকার স্তুতি-বাদের মধ্যে, এ প্রকার সাধু-সঙ্গে, এ প্রকার জাজ্বল্যতর ঈশ্বরের আবির্ভাব মধ্যে, যদি ক্ষণকালের জন্যেও সেই অমৃত-বারি হৃদয়ে ধারণ করিতে না পারিলাম; যদি এত প্রেম-বারি বর্ষণের মধ্যেও আমরা তাঁহাকে কণা মাত্র প্রীতি দান করিতে না পারিলাম: তবে অনন্ত কালের উপজীবিকা যে আমারদের সেই সুন্দর নিরবদ্য নিরঞ্জন পবিত্র পরমেশ্বর, তাঁহাকে পাইবার উপায় আমরা কি করিতেছি। তিনি আমারদিগকে প্রীতির সহিত আলিঙ্গন করিবেন, আমরাও তাঁহাকে প্রীতির সহিত আলিঙ্গন করিব; ইহা অপেক্ষা আমারদিগের আর কি সৌভাগ্য অধিক হইতে পারে? আমরা তো ইহারই নিমিত্তে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি। অতএব যেন আমরা প্রীতি-পূর্ণ হৃদয়ে আমারদিগের সমুদয় জীবন যৌবন তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিয়া জন্মের সাফল্য সম্পাদন করি। এক বার ভাবিয়া দেখ যে সে সুন্দর পুরুষের [illegible]ন-পাশে বদ্ধ হইবার জন্য [illegible]মারদিগের মন সর্ব্বদাই ব্যাকুল, যাঁহার ক্ষণ[illegible] দর্শনে আমারদিগের শরীর শুষ্ক

হইয়া যায় ও আত্মার বিকার-দশা উপস্থিত হয়, অ... দের কি সৌভাগ্য যে তিনিই আমারদিগকে সং... প্রেম-পূর্ণ দৃষ্টিতে দেখিতেছেন। কেবল দেখিতে... না কিন্তু আমারদিগকে সর্ব্ব ক্ষণই আলিঙ্গন ক... রহিয়াছেন। আমারদিগের প্রীতি যখনি তাঁহার ... উত্থিত হয়, তখনি তাঁহার প্রীতির আলিঙ্গন অ... বুঝিতে পারি, এবং ক্রমে যেমন আমরা মর্ত্ত্য-লোক হ... দেব-লোকে, দেব-লোক হইতে দেব-লোকে গমন ক... তাঁরও প্রেম আমারদিগের প্রতি ততই স্পষ্ট প্র... পাইবে; তিনি আমারদিগকে ততই গাঢ়তর আলি... পাশে বদ্ধ করিবেন, আমরাও তাঁহাকে ততই গাঢ়... আলিঙ্গন-পাশে বদ্ধ করিব। এই জীবন্ত আশা হই... বঞ্চিত হইলে আমারদের জীবন কি নীরস হই... আহা! দেখ, প্রত্যক্ষ দেখ, এই সমাজে তাঁহার উজ্জ... মূর্ত্তি কেমন প্রকাশ পাইতেছে! তাঁহার জ্ঞান-জ্যো... সর্ব্বত্র বিকীর্ণ রহিয়াছে; বাহিরে তাঁহার জ্যো... অন্তরে তাঁহার জ্যোতি; সেই স্বপ্রকাশ শুভ্র জ্যোতি... নিকটে বিদ্যুতের আভাও অপ্রকাশিত থাকে, সূর্য্যে... জ্যোতিও প্রচ্ছন্ন হয়। সেই গভীর জ্যোতির অন্ত না... সেই গভীর জ্যোতির সীমা নাই, সে ছায়া-বিহীন জ্যোতি... এবং তাহার কণা মাত্র ধারণ করিয়া সমুদয় জগৎ উজ্জ্বল হইয়াছে। তিনি "দগ্ধেন্ধনমিবানলং"। তিনি দগ্ধ-দারু-সংহৃত অগ্নির ন্যায় দীপ্যমান। যেমন ইন্ধনে অগ্নি প্রবিষ্ট হইয়া তাহার অন্তর বাহির ... ঊর্দ্ধ মুখে

সমুজ্জ্বলিত হয়; সেই প্রকার এই জগতের অন্তর বাহিরে প্রতি বিন্দুতে, প্রতি কণাতে, জাজ্বল্যমান সেই পরমাত্মা-রূপ অগ্নি এই ভূলোক হইতে দ্যুলোককে অতিক্রম করিয়া অনন্ত আকাশে উত্থিত হইয়াছে এবং অখিল বিশ্বকে পরিবেষ্টন করিয়া সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত রহিয়াছে। তাঁহার এই দেদীপ্যমান-স্বরূপ এখানেই প্রত্যক্ষ কর; যদি এখানেই তোমরা তাঁহাকে দেখিতে নিরাশ হইলে, তবে আর তোমাদের ভরসা কোথায়? যদি এমত পবিত্র স্থানে আগত হইয়া, এমত সাধু সঙ্গে উপবেশন করিয়া, এখনও তাঁহার প্রকাশ সূর্য্য-প্রকাশের ন্যায় অন্তরে না পাইলে, তবে জীবনে কি আবশ্যক; ধিক্ এ জীবনকে, এই ধন মান খ্যাতি প্রতিপত্তিকেও ধিক্। হে সাধু যুবা-সকল! তোমরা এক বার ব্যাকুল হৃদয়ে তাঁহাকে পাইতে অভিলাষ কর; তোমাদের হৃদয় যদি পাষাণ সমান থাকে, ঈশ্বর-প্রসাদাৎ তাহা পুষ্পবৎ কোমল হইবে। যেন কোন কুটিল চিন্তা তোমারদিগকে এখানে ব্যতিব্যস্ত না করে। শ্রেয়ের পথে গমন কর। ঈশ্বর যে পথের নিয়ন্তা, সেই পথই অবলম্বন কর, তাঁহার শরণাপন্ন হও। হে পরমাত্মন্! তুমিই আমারদিগের সহায় সম্পত্তি, তুমিই আমারদিগের প্রিয় সুহৃদ্, তুমিই আমারদিগের পিতা মাতা। তুমি আমারদিগের প্রীতিকে তোমার প্রতি উন্নত কর; আমারদের সমুদয় ভাব তোমা[illegible] ভাবের অনুগামী কর। [illegible]মা হইতেই আমরা সকল শক্তি প্রাপ্ত হই[illegible] [illegible]মার কার্য্যেই যেন সে সমুদয়কে

নিয়োগ করি। যে দিকে আমারদের কার্য্য যায়, সেই দিকেই যেন তোমারই অনিমিষ দৃষ্টি দেখিতে পাই। হে পরমাত্মন্! তুমি আমারদিগকে তোমার সৎপথে লইয়া যাও, আমারদের জ্ঞান নেত্রের সম্মুখে আবির্ভূত হও। তোমার নিকটে আর কি প্রার্থনা করিব।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

ভ্রম সংশোধন।

পত্র	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৫২	১৫	অষ্টম ব্যাখ্যান	নবম ব্যাখ্যা
৫৮	৯	নবম ব্যাখ্যান	দশম ব্যাখ্যা
৬১	১০	দশম ব্যাখ্যান	একাদশ ব্যাখ্যা
৭০	৮	একাদশ ব্যাখ্যান	দ্বাদশ ব্যাখ্যা
৭৬	৩	দ্বাদশ ব্যাখ্যান	ত্রয়োদশ ব্যাখ্যা
৮৪	১৪	ত্রয়োদশ ব্যাখ্যান	চতুর্দশ ব্যাখ্যা
৯০	১	চতুর্দশ ব্যাখ্যান	পঞ্চদশ ব্যাখ্যা
৯৭	৭	পঞ্চদশ ব্যাখ্যান	ষোড়শ ব্যাখ্যা
১০[illegible]	১	ষোড়শ ব্যাখ্যান	সপ্তদশ ব্যাখ্যা
১[illegible]	১১	সপ্তদশ ব্যাখ্যান	অষ্টাদশ ব্যাখ্যা